LTC Lakemba Travel Centre
**Amer Yassine**
Manager
Lakemba Travel Centre
8/61-67 Haldon Street
Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia
P +61 29750 5000
F +61 2950 5500
e info@lakembatravel.com.au
w www.lakembatravel.com.au

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney

**Your family Chemist**
BASSAM DIAB, B.Pharm. M.P.S.
*Agent for Diabetes Australia *Health care Monitoring machinery *Blood Pressure Machine, Blood Glucose Machine *Huge collection of perfumes and other cosmetics
*We have experienced and professional phamacists
90 years of Chemist Ecperience
New branch in Punchbowl
Open now, Address: 757 Punchbowl Road, Punchbowl, NSW 2195, Tel: 0297902377
62 Haldon street, Lakemba Nsw 2195, Ph: 0297591013

The only Bangladeshi Newspaper in Australia

Suprovat Sydney, March-2023, Volume-15, No-03 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com

# ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী কি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

**ড. ফারুক আমিন**

ইংল্যান্ডের পাবলিক মিডিয়া বিবিসি জানুয়ারী মাসের শেষদিকে দুই পর্বের একটি প্রামাণ্যচিত্র সম্প্রচার করে। 'ইন্ডিয়া: দ্য মোদী কোয়েশ্চেন' শিরোনামে এই প্রামাণ্যচিত্রে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দমোদরদাস মোদীর ব্যক্তিগত অতীত, রাজনীতিতে উত্থান ও বর্তমান অবস্থার বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

আজ থেকে বিশ বছর আগে ২০২২ সালে ভারতের গুজরাতের আহমেদাবাদে এক হাজারের বেশি মুসলমান মানুষকে হত্যা ও অসংখ্য ধর্ষণের ঘটনার মাস্টারমাইন্ড হিসেবে 'গুজরাতের কসাই' উপাধি পাওয়া মোদীর অনুসারীরা বিবিসির এই ডকুমেন্টারিকে চাপা দেয়ার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে।

অভিযোগ করে করে ইউটিউব এবং টুইটার থেকে এ ডকুমেন্টারি প্রসঙ্গে অসংখ্য পোস্ট সরানো হয়েছে। খোদ বিবিসির ওয়েবসাইটে অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য জিওলোকেশন-রেস্ট্রিকশন আরোপ করা হয়েছে যার ফলে ব্রিটেনের বাইরে অন্য কোথাও থেকে দেখা যাচ্ছে না। এমনকি ইউটিউব থেকেও দুই পর্বের অনুষ্ঠানটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। শেষপর্যন্ত ভারতীয় সরকার দেশটিতে বিবিসির আঞ্চলিক অফিসে *৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ
বিস্তারিত সংবাদ পৃষ্ঠা-০৭

তুরস্ক ও সিরিয়ার ভয়াবহ ভূমিকম্প ভিকটিমদের জন্য অস্ট্রেলিয়ার সহায়তা
বিস্তারিত সংবাদ পৃষ্ঠা-১৫

Pakistan Mission hosted a dinner in honor of Mr. Jihad Dib MP
REPORT ON PAGE-16

The Premier's Harmony Dinner 2023
REPORT ON PAGE-24

**RSS LAWYERS**
Solicitors & Barristers
Lakemba: Suite 2A, Level 1, 108 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Minto: Suite 3, 10 Redfern Road, Minto NSW 2566 (By appointment only)
T: 02 8712 7913 M: 0468 683 138,
E: info@rsslawyers.com.au W: rsslawyers.com.au
AREAS OF PRACTICE
- Conveyancing of Residential & Commercial Property
- Traffic & Criminal Law
- Family Law - Wills & Probate
- Business & Commercial Law

Rubel Miah
Principal Solicitor
All posted correspondence to PO Box: 1209, Lakemba NSW 2195
Copyright protected by Suprovat Sydney

অস্ট্রেলিয়া থেকে নিয়মিত প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনির সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীসহ কমিউনিটির সবাইকে মহান জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney

সুপ্রভাত সিডনি
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN- 93 600 352 716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Legal Advisor: **Mr Hamad Zreika** (Special Counsel)
Editor in Chief: **Md Abdullah Yousuf**
Editor: **Dr Faroque Amin**
Special Division Editor: **Ahmed Raju**
Distribution: **Arif Rahman**
Webmaster: **Golam Mostafa**
Assist Webmaster: **Mahmud chowdhury**
Graphic Designer: **Mizanur Rahman**
Composer: **Sumon Islam**
Delivery: **Apostolo**

Reporter
**Habib Hasan, Abul Bashar, Dr Fakir Munshi, Javed kawser, Iqbal Mahmud Md Rashedul Islam**

SStv Live Streaming
**Noman Masum, Mohammed Zakir Hossain**

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195, Australia.

MBL: 0423 031 546

E-mail
suprovat.ceo@gmail.com

Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887

Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

আগামী ২৩ এপ্রিল বর্তমান প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদ, যিনি মূলতঃ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গিয়ে চলচ্চিত্র নায়িকাদের নিয়ে অশ্লীল কৌতুক এবং ভাঁড়ামির কারণে জোকার হামিদ নামেই অধিক পরিচিত, তার দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ করবেন আগামী ২৩ এপ্রিল। বাংলাদেশী সংবিধানের বর্তমান নিয়ম, যা দ্বাদশ সংশোধনীর পর বলবৎ হয়েছে, অনুযায়ী এই সময়ের মধ্যে অন্য একজনকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিতে হবে। মধ্যরাতের নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দখল করা আওয়ামী লীগের এমপিদের দায়িত্ব ছিলো এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা। গায়িকা মমতাজ মার্কা এমপিরা স্বাভাবিকভাবেই এই দায় ছেড়ে দেয় তাদের মালিক, তথা মালকিনের উপর। জানুয়ারী মাসে দেশজুড়ে আওয়ামী দলদাস সাংবাদিকরা জল্পনা কল্পনা শুরু করে দেয় কে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছে এ নিয়ে। তারা শিরিন, কাদের, মসিউর, মোশাররফ সহ বিভিন্ন আওয়ামী লোকজনের নাম নিয়ে এমন তুমুল আলোচনা শুরু করে দেয় যে মনে হতে পারে এটি বুঝি দেশের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রসঙ্গ। কিন্তু শেষপর্যন্ত সবার মুখে চপেটাঘাত করে নিজ ইচ্ছামতো শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন শাহাবুদ্দিন চুপ্পু নামের এক লোকের নাম। তার পরপর আবারও স্বাভাবিকভাবেই সকল বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক ও বিশ্লেষকের দল তাদের মালকিনের এই সিদ্ধান্তের জয়জয়কার ঘোষণা শুরু করে।

বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদী ঢলের মাঝেও যারা নিরপেক্ষভাবে সমকালীন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন, তাদের মতে এটি শেখ হাসিনার খেয়ালখুশিমতো কোন সিদ্ধান্ত নয়। বরং ফ্যাসিবাদের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে যে বিদেশী ও প্রতিবেশী প্রভু তাকে পরামর্শ দিয়েছে এবং সমস্ত প্রতিকূলতা পার হতে সক্রিয় সহায়তা দিয়েছে, নতুন এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন তাদের প্রেসক্রিপশনেই হয়েছে। একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ছাত্রলীগ নেতা চুপ্পু ভারতীয় মেজর উবানের অধীনে গঠিত মুজিববাহিনীতে জয়েন করে। এই মুজিববাহিনীর সদস্যরা ভারতের নিয়ন্ত্রণে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধের সময় এবং পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পনের পর সন্ত্রাস, গুন্ডামি ও লুটপাটে অংশ নেয়। একে খন্দকার ও এম আর আখতার মুকুলের মতো আওয়ামীপন্থী লেখকরাও মুজিববাহিনীকে গুন্ডা বাহিনী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় নিয়ন্ত্রণের বিকশিত হওয়া এই চুপ্পু গত পঞ্চাশ বছরে নিম্ন আদালতে বিচারক হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি তথাকথিত 'আওয়ামী নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘু নির্যাতন' তদন্তে গঠিত আওয়ামী কমিশনের প্রধান ও দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনের প্রধান হিসেবেও কাজ করেছেন। তার স্ত্রী রেবেকা ছিলেন একজন যুগ্ম সচিব, যিনি জনতার মঞ্চ নামের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের একজন হোতা ছিলেন।

আওয়ামী লীগ ও ভারতের পরীক্ষিত এ গোলামকে নতুন রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ঘটনায় শেখ হাসিনার অন্তত দু'টি উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথম উদ্দেশ্য হলো ২০২৩ সালের সম্ভাব্য জাতীয় নির্বাচনের সময় একজন নির্ভরযোগ্য গোলামকে প্রেসিডেন্ট পদে রাখা। যদি কোন কারণে মধ্যরাতের কিংবা জবরদখল করা নির্বাচন সম্ভব না হয়, তথাপি যেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় থাকা নিশ্চিত করা যায়। দ্বিতীয়ত, জোকার হামিদের মতোই আরেকটি গোলামকে এই আলংকারিক পদে রেখে নিরংকুশ আনুগত্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। যে কোন অযোগ্য লোককে কোন পদে বসিয়ে দিলে সেই অযোগ্য লোক স্বাভাবিকভাবেই কোন কাজ করার পরিবর্তে মালিকের প্রতিটি কথায় জ্বি হুজুরি করে নিজের পদ-পদবী বজায় রাখবে। দেশের স্বার্থে কোন কাজের পরিবর্তে শেখ হাসিনার বরং এমন গোলামই প্রয়োজন।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দুর্ভাগ্য হলো একসময় যে প্রেসিডেন্ট পদে জিয়াউর রহমান, বিচারপতি সাত্তার, সায়েম, আহসানউদ্দিন বা শাহাবুদ্দিনের মতো মেরুদন্ডওয়ালা এবং প্রাজ্ঞ মানুষেরা আসীন হতেন, এখন সেই পদে থেকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে জোকার হামিদ কিংবা গোলাম চুপ্পুর মতো দলদাস লোকজন। সর্বোপরি ভারতের সংবিধানকে জাফর ইকবালিং মার্কা কপি পেস্ট করে ব্যারিস্টার কামাল বাংলাদেশের জন্য বাহাত্তর সালে যে খোঁড়া সংবিধান বানিয়েছিলেন, অসংখ্য পরিবর্তন ও কাঁটাছেড়ার পর বর্তমানে সেই সংবিধান পুরোপুরি পঙ্গু এবং অনুৎপাদনশীল একটি যন্ত্র মাত্র। বাংলাদেশের জনগণকে শোষণ করার জন্য এবং নিজেদের ক্ষমতাকে সংহত করার জন্য দেশের স্বার্থবিরোধী রাজনীতিবিদদের একটি অজুহাতে পরিণত হয়েছে এই সংবিধান। এ সংবিধানের অধীনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট পদটি গরীব দেশের হাজার কোটি টাকা খরচের ও অপচয়ের অজুহাত ছাড়া অন্য কিছু নয়। বর্তমান পৃথিবীর ডাস্টবিন ও চুরি-চামারির ভাগাড়ে পরিণত হওয়া অবস্থা থেকে বাংলাদেশকে উত্তরণের জন্য এই সংবিধানের আমূল পরিবর্তন, ক্ষমতাকাঠামোর সংস্কার, অপ্রয়োজনীয় উপনিবেশিক বাহুল্য ঝেড়ে ফেলা এবং রাজনীতির সর্বপর্যায়ে জবাবদিহীতা নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই।

# সাদাকা বিষয়ে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা

**আতিকুর রহমান**

ইউটিউবে বাংলাদেশের একজন প্রসিদ্ধ স্কলারের লেকচার শুনছিলাম। উনার যে কথাগুলো মনে খুব নাড়া দিয়েছিল তা হলো ফাতিমা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহার একটি ঘটনা।

ফাতিমা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহা কখনও হজরত আলী রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর নিকট কিছু আবদার করতেন না। এটা ছিল ফাতিমা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহার স্বভাব। আলী রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু একবার ফাতিমা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহাকে বললেন, হে ফাতিমা, তুমি আমার নিকট কিছু চাও আমি এনে দেব। ফাতিমা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহা প্রথমে চাইতে রাজী না হলেও আলী রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহার পিড়াপীড়িতে রাজী হয়ে বললেন, ঠিক আছে আমার জন্য আনাড় নিয়ে আসুন। এটি আমি খাব। আলী রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বাজারে ছুঁটলেন। বাজারে গিয়ে দেখলেন মাত্র একটি আনাড় আছে বাজারে। বাকি সব বিক্রি হয়ে গেছে। একটি আনাড় কিনে আলী রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বাড়ির দিকে ছুটলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সাথে তার দেখা যিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন। তিনি আলী রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর নিকট খাবার চাইলেন। আলী রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর নিকট একটি আনাড় ছাড়া কিছুই ছিল না। তিনি চিন্তায় পরে গেলেন। একদিকে ফাতিমা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহার আবদার অপরদিকে একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির প্রয়োজন। একজনের শখ অপরজনের জরুরত। অবশেষে তিনি আনাড়টি ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দিলেন। ভাড়াক্রান্ত মনে বাসায় ফিরলেন।

বাসায় ফিরে ফাতিমা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহাকে ঘটনা বর্ননা করলেন। ফাতিমা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহা বললেন, আপনি যা করেছেন তা ঠিকই করেছেন। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আপনাকে স্বামী হিসেবে পেয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত।

অল্প কিছু সময়ের মাঝেই ঘরে কড়া নাড়ার শব্দ। আবু যর গিফাড়ি রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু এসেছেন। সাথে এক ব্যাগ আনাড় এনেছেন হাদিয়া হিসেবে। আবু যর গিফাড়ি রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু চলে যাবার পর আনাড়গুলো বের করলেন দু'জনে। গুনে দেখলেন নয়টি আনাড়। আলী রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বললেন এটা নিঃসন্দেহে আমাদের হতে পারে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোরআনে বলেছেন তিনি নেক আমলের বিনিময় কমপক্ষে দশগুন বাড়িয়ে দেন। আনাড় নয়টি হতে পারে না। ব্যাগ নিয়ে ছুটলেন আবু যর গিফাড়ি রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর বাড়িতে। বললেন, এ আনাড়গুলো আপনি কার জন্য রেখেছিলেন? এগুলো ভূলে আমাদেরকে দিয়েছেন। এগুলো আমাদের হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা কখনও হিসাবে ভূল করেন না।

আবুযর গিফাড়ি রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বিস্তারিত শুনে আলী রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুর ঈমানের তারিফ করলেন এবং বললেনঃ আমি দশটি আনাড়ই তোমাদের জন্য

নিয়েছিলাম। ব্যাগে নয়টি আনাড় ধরেছিল বাকি একটি কোনভাবেই ব্যাগে ধরছিলনা। তাই একটি আমার পকেটে নিয়েছিলাম। ভূলে সেটি আমার কাছে রয়ে গেছে। এই নাও দশ নম্বর আনাড়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে, একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুতঃ তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (সূরা আল আন-আম: ১৬০)

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

# ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী কি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

*১ম পৃষ্ঠার পর*

ট্যাক্স কর্মকর্তাদেরকে লেলিয়ে দিয়েছে। বিবিসির ভারত অফিসে তিনদিনব্যাপী অভিযানের পর ভারতের অর্থমন্ত্রী বিবিসিকে ট্যাক্স ফাঁকির দায়ে অভিযুক্ত করে বিবৃতি দিয়েছেন। বাংলাদেশে যেভাবে আওয়ামী লীগ সরকার একসময় তাদের গোলামী না করা পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলোর বিরুদ্ধে দমন অভিযান পরিচালনা করতো, ঠিক একই রাস্তায় হাঁটছে ভারতের বিজেপি সরকার।

গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো মোটাদাগে প্রভু ভারতের ক্রীতদাস প্রচারকের ভূমিকা পালন করে আসছে। ভারত থেকে বন্যহাতি জঙ্গলপথে বাংলাদেশে এসে আটকে গেলে বাংলাদেশী পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলোর ঘুম হারাম হয়ে যায়। সেই হাতির দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে পত্রিকাগুলো দিনের পর দিন পৃষ্ঠা ভর্তি করে খবর প্রকাশ করে, চ্যানেলগুলো ঘন্টার পর ঘন্টা 'এক্সক্লুসিভ নিউজ' প্রচার করে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোন রাজনীতিবিদের মেয়ের বিয়ে হলে বাংলাদেশী পত্রিকাগুলো উৎসবমুখর হয়ে উঠে। ভারতের কোন নায়িকার পেটে খাবার হজমে সমস্যা হলে বাংলাদেশী সাংবাদিকরা সংঘবদ্ধভাবে উদ্বেগাকুল হয়ে উঠেন।

ভারত নিয়ে দিবারাত্রি প্রচন্ড মুখর সেই বাংলাদেশী গণমাধ্যমগুলোই আবার বিবিসি মোদী ডকুমেন্টারি প্রসঙ্গে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। বাংলাদেশের গণশত্রু সাংবাদিকদের এ আচরণই প্রমাণ করে যে এই প্রামাণ্যচিত্রটি কোন না কোনভাবে বাংলাদেশের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক।

বাংলাদেশীদের জন্য এই ডকুমেন্টারিটি যে কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হলো নরেন্দ মোদী হলো সেই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী, ২০২১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বর্ষপূর্তিতে যার আগমনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের উপর সারাদেশে পুলিশ লেলিয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং ছাত্রলীগ-যুবলীগ-পুলিশ যৌথ আক্রমণ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হাটহাজারী, নারায়ণগঞ্জ সহ সারা দেশে অন্তত সতেরোজন মানুষকে হত্যা পর্যন্ত করেছিলো।

এদেশের নিদেনপক্ষে সতেরোটি কিংবা তারও বেশি আদম সন্তানের জীবনকে অবলীলায় ও বিচারবিহীনভাবে বিসর্জন দেয়া হয়েছে যে বিদেশী প্রভু অথবা বন্ধুকে অভ্যর্থনার জন্য, তার ইতিহাস ও বাস্তবতা প্রচারের গুরুত্ব রয়েছে বৈ কি। ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে আর এক বছর বাকি। পরপর দুইবার জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ের পর আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারলে তা মোদীকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উচ্চতর মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবে। পাশাপাশি বিজেপির আদর্শ উগ্র হিন্দুত্ববাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য এই বিজয় দরকারী। ভারতে ইতিমধ্যেই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর জাতিগত নির্মূল অভিযান চালানোর প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে গেছে।

এমন সময়ে অন্যতম প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসির ডকুমেন্টারি প্রকাশ করে মোদির গ্রহণযোগ্যতা কমানোর যে প্রচেষ্টা, এর পাশাপাশি তার তহবিল বা

পকেটেও হাত দিয়েছে পশ্চিমা শক্তি। নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিক এই ঘটনাবলীর ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে।

যে কোন রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও ক্ষমতা সংহতির ঘটনায় জড়িত মুনাফা অর্জন করা ব্যবসায়ীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পলাশীর যুদ্ধের সময় জগৎশেঠের ভূমিকা থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ে ইরাক-আফগানিস্তানের যুদ্ধে মুনাফা করা কর্পোরেশন, সমস্ত ক্ষেত্রেই এটি একটি বাস্তবতা। আধুনিক সভ্যতায় এসব ব্যবসায়ী, অলিগার্ক অথবা কর্পোরেশনগুলো সাধারণত জনসাধারণের জানার বাইরে থেকে যায়।

তবে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে এই সুবিধাভোগীদেরা নানা কারণেই প্রকাশ্য হয়ে পড়েন। বাংলাদেশে শেখ হাসিনার তহবিল যোগানদার সালমান এফ রহমান কিংবা এস আলম গ্রুপ, এবং ভারতে মোদির তহবিল যোগানদার বা ফাইনান্সিয়ার গৌতম আদানির ক্ষেত্রে যেমনটা দেখা যায়।

সম্প্রতি সেই আদানি গ্রুপের ব্যবসায়িক অসততা নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর পুঁজিবাজারে আদানির সম্পদে ধ্বস নেমেছে। মোদিকে নিয়ে ডকুমেন্টারি এবং তার পরপরই আদানির গোমর ফাঁস হওয়ার এই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন পশ্চিমা বিশ্ব হয়তো বেয়ারা ভারতের লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করছে। নাইন-ইলেভেন পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতকে আমেরিকা নিজেদের ইচ্ছামতো মোড়লিপনা করার লাইসেন্স দিয়েছিলো, সম্ভবত পরাশক্তি আমেরিকা বুঝতে পারছে যে ভারতের সেই 'স্বাধীনতা'র ফলে তাদের নিজেদেরই কতৃত্ব অনেকটুকু খর্ব হয়ে গেছে।

ডকুমেন্টারিটির দ্বিতীয় পর্বে যখন ভারতের নাগরিকত্ব আইন এবং ন্যাশনাল সিটিজেনশিপ রেজিস্ট্রার প্রসঙ্গে নানা ঘটনা দেখানো হচ্ছিলো তখন বাংলাদেশের কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। বিজেপির নেতারা তাদের সাক্ষাতকারে যেভাবে অবলীলায় বাংলাদেশী রিফিউজি ঠেকানোর কথা বলেছেন তাতে মনে হবে এটি যেন একটি বিশাল ঘটনা। যেন বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিয়ত রিফিউজিরা দলে দলে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। ফ্যাসিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শত্রু খুঁজে নিয়ে নিজ পক্ষের জনগণের মাঝে ভীতি তৈরি করা। বিজেপি এক্ষেত্রে নিজ দেশের মুসলিমদেরকে শত্রু এবং অপরাধী বানানোর পাশাপাশি বাংলাদেশকেও ব্যবহার করছে।

বিজেপির প্রাক্তণ ছাত্রনেতা ও বর্তমান দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক স্বদেশ সিং তার সাক্ষাতকারে পরিস্কারভাবেই বলেছেন, বাংলাদেশী হিন্দুরা নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে এবং বাংলাদেশী মুসলমানরা উন্নত জীবন ও জীবিকার আশায় ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। সুতরাং তারা নির্যাতিত বাংলাদেশী হিন্দুদেরকে আশ্রয় দেবেন এবং অন্যদেরকে ভারত থেকে বের করে দেবেন। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার যেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তব অগ্রগতির চেয়ে তথাকথিত 'ভাবমূর্তি' রক্ষা ও উজ্জ্বল করার কথা দিবারাত্র জপ করে, সেখানে তাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বিদেশী বন্ধু, যে সম্পর্ককে তাদের অনেকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মতো ঘনিষ্ঠ বলে ব্যক্ত করে, সেই বন্ধুরা এভাবেই বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চিত্রায়িত করছে।

মোদী ডকুমেন্টারিটি দেখার সময় একজন বাংলাদেশী দর্শক অনেকগুলো বিষয়কে পরিচিত হিসেবে অনুভব করতে পারেন। গুজরাত দাঙ্গা বা আহমেদাবাদ হত্যাকান্ডের সূত্রপাত যে ঘটনা থেকে, সেই গোধরায় ট্রেনে আগুন দেয়ার রহস্যজনক ঘটনার কোন সুষ্ঠ তদন্ত ও সুরাহা আজও হয়নি। মোদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া মন্ত্রী হরেন পান্ডিয়ার মৃতদেহ পাওয়া যায় একটি গাড়িতে, তারও কোন সুরাহা হয়নি। মোদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া পুলিশ অফিসার সঞ্জীব ভট্টকে ত্রিশ বছরের পুরনো মামলায় যাবজ্জীবন দন্ড দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে এবং অন্য পুলিশ অফিসার শ্রীকুমারকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। ভারতের আদালতের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম বিশাল তদন্তের পর মোদীকে নির্দোষ ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রীত্বের পথ পরিস্কার করে দিয়েছে। আলীমুদ্দিনকে পিটিয়ে হত্যা করা বিজেপি নেতা মাহাতোকে মোদীর মন্ত্রী নিজে হস্তক্ষেপ করে জামিনে মুক্ত করেছে এবং বছরের পর বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও সে মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাগরিকত্ব আইনের বিষয়ে দিল্লীতে বিক্ষোভের সময় দিল্লী পুলিশ সরাসরি বিজেপি নেতাকর্মীদের সাথে যোগ দিয়ে বিক্ষোভকারীদেরকে শায়েস্তা করতে নেমে পড়ে। তারা সে সময় রাস্তার উপর পিটিয়ে ফাইজান নামের একজন মুসলমানকে হত্যা করে।

রহস্যজনক বিভিন্ন হত্যাকান্ড যার কোন যথাযথ বিচার কখনোই হয়না, বিরোধীপক্ষকে বিভিন্ন অজুহাতে শায়েস্তা করা এবং বিচারবিভাগ ও আদালতকে ক্ষমতা সংহত করার কাজে ব্যবহার করা, সরকারী দলের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে পুলিশের নগ্নভাবে নেমে পড়া এবং হত্যাকান্ড সংঘটিত করার মতো কাজগুলোর সাথে বাংলাদেশের মানুষ এখন খুব ভালোভাবেই পরিচিত। এই ধরণের ঘটনাগুলোর বহুল সংঘটন থেকে ধারণা করার সুযোগ রয়েছে যে ভারতের বিজেপি এবং বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ একই মোডাস অপারেন্ডি বা কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে।

মোদী ডকুমেন্টারিটির বিভিন্ন ঘটনার মাঝে আরেকটি বিশেষ ঘটনা বাংলাদেশী দর্শকদেরকে ভারত ও বাংলাদেশের সাযুজ্যের কথা মনে করিয়ে দেবে। মোদীর গোলাপী বিপ্লবের ঘোষণার পর দেশজুড়ে গরুর গোশত রাখার অপরাধে যেভাবে অনেক মানুষকে পিটিয়ে মারা হয়েছে, এর সাথে আওয়ামী লীগের লগি-বৈঠা দিয়ে রাস্তায় মানুষ পিটিয়ে মারার ঘটনাগুলোর হুবহু সাদৃশ্য রয়েছে।

মোদীর বিরুদ্ধে গুজরাত হত্যাকান্ডে সংশ্লিষ্টতা প্রমাণের সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণকে ধামাচাপা দেয়ার একটাই উদ্দেশ্য ছিলো, মোদী পুলিশকে তিনদিনের জন্য নিস্ক্রিয় থাকার আদেশ দিয়েছিলো তা যেন কোনভাবেই প্রমাণিত না হয়। এ আদেশ প্রমাণিত হলেই মোদী ক্রিমিনাল কনস্পিরেসির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে যাবে। অন্যদিকে বাংলাদেশের লগি-বৈঠা হত্যাকান্ডে এ ধরণের কোন কনস্পিরেসি বা ষড়যন্ত্র ছিলো না, বরং আওয়ামী লীগের সভানেত্রী পুরো দেশের সামনে এ হত্যাকান্ডের নির্দেশ দিয়েছিলো।

ভারত-বাংলাদেশের সাদৃশ্য বাংলাদেশী দর্শকরা আরেকবার হয়তো অনুভব করবেন ডকুমেন্টারিটিতে বিজেপি নেতা ও প্রতিনিধিদের দৃঢ়তার সাথে মিথ্যা বলার শক্তি দেখে। মোদী ও বিজেপির সমস্ত অপকর্মকে এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদের জাতিবিদ্বেষী আদর্শকে তারা অবলীলায় বিভিন্ন যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে গেছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিজেপি নেতাকর্মীদের একই সুরে কথা বলা থেকে পরিস্কার বুঝা যায় তারা দলীয় রেটোরিককে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় এবং সেই বয়ানকে যে কোন মূল্যে প্রচার করে যায়। এই বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বক্তব্যরীতিরও হুবহু মিল রয়েছে।

অনেক পর্যবেক্ষকের মতে ভারতে গণতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো উচ্চমান ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ ধরে রেখেছে। কিন্তু বিবিসির এই ডকুমেন্টারিটি দেখলে একজন দর্শক এই চিন্তাকে প্রশ্ন করতে সুযোগ পাবেন। নিঃসন্দেহে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি তাদের নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে প্রশাসন, পুলিশ ও আদালত; সমস্ত কিছুকে যথাসম্ভব ব্যবহার করেছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের সাদৃশ্যের পাশাপাশি যদি পার্থক্য খুঁজতেই হয় তাহলে এতটুকু বলা যায় যে ভারতে এখনো বাংলাদেশের ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচন দু'টির মতো দখলদারী নির্বাচন জাতীয়ভাবে সম্পন্ন হয়নি। বরং মোটামুটিভাবে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমেই মোদী এ পর্যন্ত ক্ষমতায় এসেছে। গণতান্ত্রিক পক্রিয়ার হৃদপিন্ড হলো নির্বাচন। রাষ্ট্র পরিচালনার সকল যন্ত্রকে সে দেশে যখন কুক্ষিগত করা সম্পন্ন হয়েছে, ভবিষ্যতে কোন পরিস্থিতিতে ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠলে বাংলাদেশ স্টাইলে যে ভারতেও নির্বাচন হবে না, এই কথা মনে করার কোন কারণ এখন অবশিষ্ট নেই।

**অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা**

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney

**সুপ্রভাত সিডনির অগণিত পাঠকের অনুরোধে সুদীর্ঘ প্রায় ১৪ বছর পর ওয়েবসাইট মোডিফিকেশন করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কারো কোনো পরামর্শ থাকলে সানন্দে গ্রহণ করা হবে।**

**আসন্ন রমজানের আগাম শুভেচ্ছা**

প্রধান সম্পাদক : https://suprovatsydney.com.au

DAAR IBN UMAR PRESENTS

DAAR IBN UMAR

$75

MADRASA
FUNDRAISING
LUNCH

Sunday 5th March 20223
205, Bringelly Road, Leppington NSW

For more Information:
(02) 4610 2355
0431 188780
www.diu.org.au

1. ACHIEVEMENTS
2. GUEST SPEAKERS
3. FUNDRAISING
4. LUNCH

AALIM COURSE
AALIMA COURSE
FULLTIME HAFIZ
JUMMAH FACILITATION
ADULT COURSES
MAKTAB FOR KIDS (DAILY AFTERNOON)
YOUTH PROGRAMS
LADIES PROGRAMS

Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم Said:
"When a Man dies, his good deeds come to an end, except three: Ongoing charity, beneficial knowledge, and a righteous child who will pray for him."

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়

# Revive: Australia's New National Cultural Policy

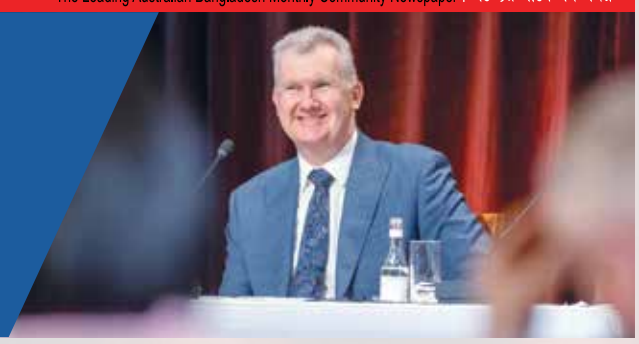

A new chapter in Australia's cultural story has begun. The Albanese Labor Government's new National Cultural Policy – Revive – has been released today and will set the course for Australia's arts, entertainment and cultural sector for the next five years.

Revive will empower our talented artists and arts organisations to thrive and grow – unlocking new opportunities, reaching new audiences and telling stories in compelling new ways.

It will bring drive, direction and vision back to the $17 billion industry – which employs an estimated 400,000 Australians – after a lost decade of federal policy drift and funding neglect.

Backed by $286 million in dedicated funding over four years, Revive's centrepiece is the establishment of Creative Australia.

Creative Australia will be the Government's new principal arts investment and advisory body. The governing body of Creative Australia will continue to be known as the Australia Council.

Creative Australia will expand on and modernise the Australia Council's work with additional funding of $200 million over four years – restoring the money cut by the former Liberal and National Government.

Funding decisions will be made on the basis of artistic merit and at arm's length from Government.

Within Creative Australia four new bodies will be established:

- A new First Nations-led body that will give First Nations people autonomy over decisions and investments
- Music Australia, a dedicated new body to support and invest in the Australian contemporary music industry
- Writers Australia, to support writers and illustrators to create new works
- A new Centre for Arts and Entertainment Workplaces to ensure creative workers are paid fairly and have safe workplaces free from harassment and discrimination
- Revive is built on five pillars but puts First Nations first - recognising and respecting the crucial place of these stories at the heart of our arts and culture.
- That's why in addition to the Creative Australia First Nations body, Revive commits the Government to:
- Introducing legislation to protect First Nations knowledge and cultural expressions, including the harm caused by fake art
- Developing a First Nations creative workforce strategy
- Funding the establishment of a National Aboriginal Art Gallery in Alice Springs and an Aboriginal Cultural Centre in Perth
- Providing $11 million to establish a First Nations Languages Policy Partnership between First Nations representatives and Australian governments

*Image Courtesy: Tony Burke MP Facebook Page*

Revive also commits the Government to regulating Australian content on streaming platforms; improving lending rights and incomes for Australian writers; increased funding for regional art; and dozens of other measures.

Comments attributed to Prime Minister Anthony Albanese:

"After a decade of neglect and funding cuts, today we start a new chapter in Australia's art and culture sector.

"Our new cultural policy Revive will provide the support Australian artists need to thrive and grow.

"I am excited by the potential it will unleash, and to see our extraordinary and diverse Australian stories continue to be told with originality, wit, creativity and flair.

"It builds on the proud legacies of earlier Labor governments that recognised the importance of art and culture to Australia's identity, social unity and economic prosperity."

Comments attributed to Minister for the Arts Tony Burke:

"Under Revive, there will be a place for every story and a story for every place. It is a comprehensive roadmap for Australia's arts and culture that touches all areas of government, from cultural diplomacy in foreign affairs to health and education.

"Our artists are creators and workers. This sector is essential for our culture and for our economy. As the sector recovers from years of neglect followed by the tough pandemic period, Revive will set the arts sector on a new trajectory with fresh momentum."

*To read the National Cultural Policy in full, visit: www.arts.gov.au/culturalpolicy*

## On 13 February 2023:

Today is the 15th Anniversary of the Apology to the Stolen Generations by the Rudd Labor Government. Today, 15 years on, we come together again to acknowledge our past, reflect, and look towards a more reconciled future with our First Peoples.

*Image Courtesy: Tony Burke MP Facebook Page*

## On 4 February 2023:

I got to know Jihad Dib MP as the Principal for Punchbowl Boys & a local Member of Parliament. I can't wait to know him as a Minister in a Minns Labor Government. Great to be launching Jihad Dib's campaign today at Parry Park. He is truly a fierce advocate for his local community and that's why I'm backing him in.

*Image Courtesy: Tony Burke MP Facebook Page*

## On 3 February 2023:

On Monday I announced the establishment of the Centre for Arts and Entertainment Workplaces, here's what it will do. We're establishing the Centre for Arts a& Entertainment Workplace, existing withing Creative Australia to provide advice on issues of pay, safety and welfare in the arts and culture sector to ensure workplaces are free from harassment and bullying. It will also deliver an annual investment of $1M to Support Act to continue its great work.

*Image Courtesy: Tony Burke MP Facebook Page*

## On 1 February 2023:

Last year we legislated 10 days of paid family and domestic violence leave for all workers. Today, millions of workers across Australia will have access to this new entitlement. This law will save lives. Millions more workers will be able to access it later in the year when the change also takes effect for small businesses.

*Image Courtesy: Tony Burke MP Facebook Page*

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2023
Year-15


# BNP protest rally in front of the Australian Prime Minister's residence

**Suprovat Sydney Report:**

Bangladesh Nationalist Party BNP Australia held a protest rally in front of the Australian Prime Minister Anthony Albanese's residence (Kirribilli House) in Sydney on 5th February 2023.

The leader of BNP Australia, Mosleh Uddin Howlader Arif, presided over the protest rally demanding the release of the BNP chairperson, repeatedly elected Prime Minister Deshmata Begum Khaleda Zia, and withdrawal of the false case of Acting Chairman future prime minister Tarek Rahman.

Abdullah Yousuf Shamim, Editor in chief of the only Bangladeshi community Newspaper in Australia and founder of BNP Australia, addressed and read the memorandum, the rally led by ANM Masum.

Additionally, several leaders and activists delivered their speeches and among them were BNP leader Zakir Alam Lelin, Khairul Kabir Pintu, Mohammad Nasir Ahmed, Mohammad Kamruzzaman, SM Khaled, Mouhaimen Khan Mishu, Mohammad Zakir Hossain Raju, Abdul Karim, Noor Mohammad, Anwaruzzaman, Abdul Majid, Sheikh Mohammad Farid, Rashedul Islam, Fatun Nitu.

In the rally, various community leaders with banners and festoons from different places in Sydney requested the Australian government to Intervene to restore democracy in Bangladesh.

BNP leader Mosleh Uddin Howlader Arif said, currently the people of Bangladesh have no democratic rights, the administrative system, the judiciary, the election commission, and the government forces are working under a 14-year corrupt government where the day's voting is done at night. Millions of dollars are being circulated abroad. We immediately sought the support of the Labor government for Khaleda Zia's release and fair elections in Bangladesh.

Abdullah Yousuf Shamim said that BNP Chairperson and three-times elected malicious false cases have harassed former Prime Minister Begum Khaleda Zia in every possible way since 2007. This harassment took the form of throwing her out of her house.

Despite serious health problems, she has been denied medical treatment for extended periods of time in prison. Police and Awamiligh activists filed false criminal cases for harassing her, and the judiciary delayed her bail. At the end of the rally, the memorandum was presented to the Prime Minister of Australia.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

# অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ

**সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট**

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি অস্ট্রেলিয়া উদোগে ৫ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) সিডনির প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের (কিরিবিলি হাউস) সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপির চেয়ারপারসন, বার বার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার নেতা মো. মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ।

এ,এন,এম মাসুমের পরিচালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্যে রাখেন সুপ্রভাত সিডনি মিডিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার প্রতিষ্ঠাতা এম এ ইউসুফ শামীম, বিএনপি নেতা জাকির আলম লেলিন, খাইরুল কবির পিন্টু, মোহাম্মদ নাসির আহম্মেদ, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, এস এম খালেদ, মৌহাইমেন খান মিশু, মোহাম্মদ জাকির হোসেন রাজু, আব্দুল করিম, নূর মোহাম্মদ, আনোয়ারুজ্জামান, আব্দুল মজিদ, শেখ মোহাম্মদ ফরিদ, রাশেদুল ইসলাম, ফতুন নিতু, আমিনুল ইসলাম, সুধন যোসেফ ক্রুশ, অসীত গোমেজ, লিন্টাস পেরেরা, মোহাম্মদ বদরুল আলম, আজাদ, মোহাম্মদ হাবিব রহমান,মোহাম্মদ বাচ্চু, আলা উদ্দিন, ইয়াসিন মোল্লা, রফিকুল ইসলাম, আশিক মিয়া, বেলাল হোসেন, খোরশেদ আলম, মোহাম্মদ বাসেত, সাহনূর রহমান প্রমুখ।

সমাবেশে সিডনির বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যানার, ফেস্টুনসহ কমিউনিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে অস্ট্রেলিয়া সরকারকে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন।

বিএনপি নেতা মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণের কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার নেই, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন ও সরকারি বাহিনী ১৪ বছরের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার কাজ করছে যেখানে দিনের ভোট রাতে হয়ে যায় এবং হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে প্রাচার করছে।আমরা অবিলম্বে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য লেবার সরকারের সহযোগিতা কামনা করছি। এম এ ইউসুফ শামীম বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন তিন বারের নির্বাচিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া ২০০৭ সাল থেকে সম্ভব্য সব উপায়ে মিথ্যা ও বিদ্বেষমূলক মামলার মাধ্যমে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এই হয়রানি তাকে তার বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার রূপ নিয়েছে। গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা সত্ত্বেও, তাকে কারাবাসের সময় বর্ধিত সময়ের জন্য চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা তাকে হয়রানি করার জন্য ফৌজদারি মামলা করেছে এবং জামিনযোগ্য মামলায়ও বিচার বিভাগ তার জামিন এবং মুক্তি দিতে বিলম্ব করেছে।

সমাবেশ শেষে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারক লিপি পেশ করা হয়।


## Community Youth and Citizen Development Organisation Incorporated (CYCDO)

**Registration Number: INC 1901241**

We're a multi-award-winning non-profit org that offers a variety of free community services.
Individuals and community-based organisations benefit from the assistance.
On a daily basis, we provide the following services:

| | | |
|---|---|---|
| Medical | Interpreting | Social Justice for a variety of groups, including refugees, new migrants in Australia, asylum seeker, and those on boats. |

Among other things, we assist the aforementioned demographic with medical requirements, interpreting, and career possibilities.
We provide them with food and medical essentials, as well as energy bills, phone bills, partial rent, Woolworth-Coles coupons, and other necessities during times of distress and crisis.

We've also worked for, and continue to work for, social justice.
We aim to resolve a problem between two partners in their personal or business lives before resorting to court.

Despite the fact that we went to court on occasion, problems were frequently addressed.
We have a lot of success with the Covid-19 crisis and helping Australian COVID-19 victims. Please locate the following report:

https://ausbulletin.com.au/cycdos-initiative-to-assist-australian-covid-victims-p444-117.htm

We also collaborate with the Australian government on national days with various events.
Visit: https://www.amust.com.au/2022/02/why-we-love-australia-day/ for more information.

https://www.youtube.com/watch?v=es5 jaT3N g | https://www.facebook.com/Multicultural-Australia-100847185835819/?ref=py c&rdr

**Contact us: Po Box 398, Lakemba, NSW 2195 Mbl: 0423 031 546cycdo.au@gmail.com, www.cycdo.com.au**

ঈদের কেনাকাটার জন্য আমরাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও অনন্য!

RAMADAN
EID BAZAAR
FREE ENTRY & FREE PARKING

SATURDAY
8TH APRIL 2023
4 PM TO MIDNIGHT

WHITLAM CENTRE
90A Memorial Av
Liverpool 2170

CLOTHING JEWELLERY FOOD STALLS HEENA RIDES FACE PAINTING AND MUCH MORE...

0406449474, 0434189176, 0413071213, 0452641474
Stall Booking: ramadaneidbazaar@hotmail.com www.ramadaneidbazaar.com.au

AUS BEST
MECHANICAL & TYRE SERVICES
0404 365 172

স্থান পরিবর্তন
Relocated

Bashit: 0404 365 172

- BATTERIES
- BRAKES
- CLUTCHES
- FULL ENGINE SERVICES
- PINK SLIPS
- RADIATORS
- TYRES
- ROTATE & BALANCE TYRES
- WHEEL ALIGNMENT

Contact: 0404 365 172

442 Punchbowl Rd, Belmore (Inside Metro Patrol Station)

Suprovat Sydney
Copy Right Protected

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper । সত্যের সাথে সব সময়

BANKSTOWN

Australian Labor

JIHAD DIB MP

support group: suprovat.ceo@gamil.com

# ভারতে সম্মাননা পদক পেলেন কবি আহমদ রাজু

**সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট**

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্মাননা পদক পেলেন দক্ষিণ বাংলার অন্যতম সাহিত্য সংগঠন 'বিদ্রোহী সাহিত্য পরিষদ' (বিএসপি) এর সভাপতি এবং 'সুপ্রভাত সিডনি'র বিশেষ বিভাগীয় সম্পাদক কবি আহমদ রাজু। বাংলা সাহিত্য চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় তাকে এ পদক প্রদান করা হয়েছে। সাহিত্যের আলোকে পত্রিকার প্রকাশনা উৎসবে তিনি অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উৎসবে কবি আহমদ রাজুকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন কবি সুমিত্রা পাল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে পুষ্পমাল্য প্রদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন কবি আহমদ রাজু। তিনি উপস্থিত অতিথিদের সাথে নিয়ে 'সাহিত্যের আলোকে' পত্রিকার মোড়ক করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি অধ্যক্ষ ড. সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর পৌর প্রধান গিরিধারী সাহা। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি ড. সুহাস ভট্টাচার্য, কবি শচী দুলাল পাল, কবি ড. প্রদীপ কুমার দাস, কবি সুমন সুযশ কান্তি দত্ত, কবি শ্রী স্বপন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন উত্তম কুন্ডু। অনুষ্ঠানে নৃত্য ও গান পরিবেশন করেন ঐশী চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন ছিলেন খাস সমাচার পত্রিকার সম্পাদক গোঁসাই চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পত্রিকার সম্পাদক বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান শেষে বিদ্রোহী সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র 'বিদ্রোহী' তে স্থান পাওয়া ৪ জন লেখকের হাতে লেখক সংখ্যা তুলে দেয়া হয়।

সিডনিবাসীর জন্য কবর অতি স্বল্প মূল্যে!

Muslim Lawn

Kemps Creek Memorial Park has a dedicated lawn for the Muslim community with peaceful rural vistas.

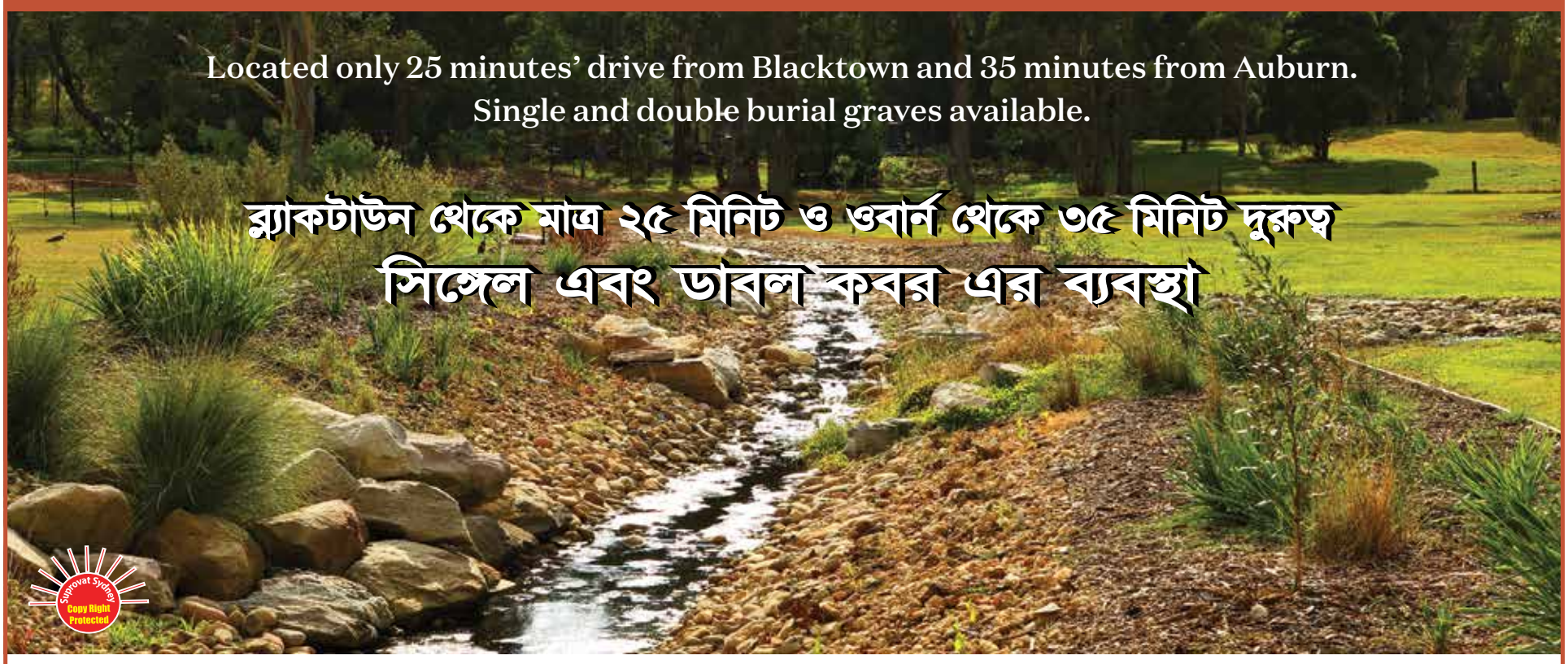


*Part of the local community*

Call us on **02 9826 2273** from 8.30am-4pm
Visit www.kempscreekcemetery.com.au

Kemps Creek Memorial Park

# সিডনিতে কৃষিবিদ দিবস উপলক্ষে স্পোর্টস অনুষ্ঠিত

**সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট**

বাংলাদেশের কৃষিবিদ দিবস উপলক্ষে সিডনির ওয়েস্টার্ন সাবার্বের ক্যাম্পবেল্টাউন ব্যাডমিন্টন সেন্টারে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শনিবার কৃষিবিদ দিবস স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অস্ট্রেলিয়া (বাউআ) আয়োজনে খেলার শুরুতে সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক ড. আছাদুজ্জামান সেলিমের সঞ্চালনায় সভাপতি ড. আনোয়ারুল বকশী, সদস্য আব্দুল জলিল, সদস্য শামীম হাসান বক্তব্যের মাধ্যমে প্রতিযোগিতাটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ক্রীড়া সম্পাদক কবির চৌধুরী রুবেল ও সহ ক্রীড়া সম্পাদক রেজাউল বারী। আর মহিলাদের ব্যাডমিন্টন খেলার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন বাউআ'র ট্রেজারার ড. নার্গিস বানু।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ব্যাডমিন্টন ও তাস, মহিলাদের ব্যাডমিন্টন ও বালিশ খেলা এবং ছোটদের জন্য মার্বেল দৌড় ও বল নিক্ষেপ অনুষ্ঠিত হয়। বাউআ কর্তৃক দ্বিতীয়বারের মত এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলেও মহিলাদের ব্যাডমিন্টন ইভেন্টটি ছিল এই প্রথম। ফলে মহিলাদের মাঝে প্রচন্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার দেখা যায়। হাড্ডা-হাড্ডি লড়াই শেষে পুরুষদের ব্যাডমিন্টনে কবির চৌধুরী রুবেল ও কামাল এবং মহিলাদের ব্যাডমিন্টনে নাবিলা বানু ও ড. নার্গিস বানু বিজয়ী হন। আগামী ১৩ মে ২০২৩ বাউআ আয়োজিত "আলামনাই সন্ধ্যা ২০২৩" তে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করার ঘোষণা দেয়া হয়। পরিশেষে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ ও একসাথে লাঞ্চ করার মধ্য দিয়ে কৃষি দিবস স্পোর্টস ২০২৩ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়।

# ৬/৭/৮ মার্চ ক্যানবেরায় বিশাল রিফ্যুজি সমাবেশ

**সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট**

বর্তমান লেবার সরকার TPV এবং SHEV-তে ১৯ হাজার রিফ্যুজিদেরকে স্থায়ী ভিসা দেওয়ার জন্য আলবেনিজ সরকারের ঘোষণাকে সবাই স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু ব্রিজিং ভিসায় থাকা হাজার হাজার শরণার্থীকে পেছনে ফেলে রাখা হয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখনো কোনো নিশ্চয়তা নেই। এছাড়া, হাজারো রিফ্যুজিদের মামলা সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বাতিল করা হয়েছে। যাদের কোনো বৈধ থাকার অনুমতি, মেডিকেয়ার বা কাজের অনুমতি নেই -এদের সংখ্যাও অনেক।

সকল শরণার্থীদের স্থায়ী ভিসা নিশ্চিত করার অভিযান অব্যাহত ! প্রতিটি রিফ্যুজিকে আরো ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।স্থায়ী ভিসার জন্য সমাবেশে অংশ নিতে আগামী ৬/৭/৮ মার্চ সংসদ ভবন, ক্যানবেরায় যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নেতৃবৃন্দ।

অনিশ্চিত, অস্থায়ী ব্রিজিং ভিসায় রাখা সমস্ত শরণার্থীদের জন্য ১০ বছরের নিরাপত্তাহীনতা এবং পারিবারিক বিচ্ছেদের নিষ্ঠুরতার অবসান ঘটাতে এ ধরনের উদ্দেগ নেয়া হয়েছে বলে সুপ্রভাত সিডনিকে জানানো হয়েছে। সত্যিকারের নিরাপত্তা ছাড়া প্রতিটি দিন তাদের পরিবারের নিরাপত্তার জন্য ক্রমাগত ভয়ের সাথে বসবাসকারী ব্যক্তিদের আরও ক্ষতি এবং ট্রমা সৃষ্টি করে যাচ্ছে -যা নাকি মানষিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অভিজ্ঞ মহল মনে করেন - সকল শরণার্থীদের স্থায়ী ভিসা প্রদান অত্যান্ত জরুরী !

রিফ্যুজিদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্টার লক্ষে আপনিও অংশ গ্রহণ করুন। বাংলাদেশী রিফ্যুজি অব অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি নাসির আহমেদের (0416 794 037) সাথে যোগাযোগ করে আপনার আসন নিশ্চিত করুন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

# Far and beyond the usual remote fishing lodge experience: Groote Eylandt

In the past 20 years I've penned 100's of articles on Australian Fishing Destinations, and I have seen some rippers.

But it's not as often these days that I am inspired to write a column on my fishing adventures...unless something special comes along - like my recent visit to Groote Eylandt!

Groote is like taking a step back in time, even by remote East Arnhem Land standards. There's absolutely mind blowing fishing, amazing beaches and scenery that very few have seen, and flora and fauna that has virtually disappeared from parts of main land Australia, for example the Northern Quoll and Hopping Mouse are still common. The absence of Cane Toads on the island has helped preserve these species.

The weather was very inviting on the morning we landed at Groote, so after a quick unpack and a bite at the lodge we hit the water with Nick Darby who heads up the fishing tours. The breathtaking scenery and ancient feel of Groote combined with the sunshine was warming us to the bones - to be cruising through all this in state of the art fishing boat with nothing spared made me realise this operation was set to impress.

First stop was a couple of Queenfish and Trevally spots 20 minutes ride from the resort. I've seen some brilliant remote fishing for these species in my time but this was next level. Schools of Queenfish to 8kg and GT's to 22 kg were absolutely everywhere and open to all techniques thanks to the zero fishing pressure. They stayed on the bite for hours smashing poppers relentlessly, following the boats prop and even chasing lures that were left dangling above the water! The Spanish Mackerel, Cobia and Billfish action is also next level, but I'm saving that for my next visit.

Back at the resort one couldn't help but relax and realize how good this set up is for families and corporate conferences etc. Comfortable rooms with a view of the beach plus all the mod cons including a day spa for your better half make it a great a great place to relax after an arm stretching. And Gihan who runs the bar and restaurant was pretty handy at expertly crafted cocktails - just the tonic to make the sunset and company even more enjoyable.

Of course I was at Groote for the fishing but it was nice to experience plenty of other activities on the island like visiting ancient rock art galleries, bush walking and indigenous cultural tours. The small town of Alyangula near the resort also has a golf course complete with resident crocs! There's also a tennis court, squash courts and plenty more. It's a lovely little community with friendly locals and a warm climate that is not stifling hot thanks to the island breeze.

Back to the fishing and our next target was Golden Snapper and Jewfish...and despite being catchable just 200 meters from the resort Nick Prefers to take you to the better spots amongst the archipelagos where an hour at each spot was enough to catch goldens to 55 cm and jewfish to 112 cm. These fish went like absolute freight trains in the shallow water. We had a ball then left them biting.

One of the big secrets to Groote is the options. Ever been hampered by trade winds on a northern trip? I have many times, its standard fare in many places especially in the dry season and it makes getting to the best fishing grounds impossible at times. Thankfully this is not the case at Groote! Being a vast island some 30 miles long and 40 miles wide by that's surrounded by other islands there are always places you can stop and fish in calm water and when needed this is exactly what Nick does. Pushing up towards the North East of Groote uncovered an abundance of jewfish , goldens and other reefies such as Nannygui. The chefs back at the lodge prepared these to our liking – just another great part of what the lodge offers.

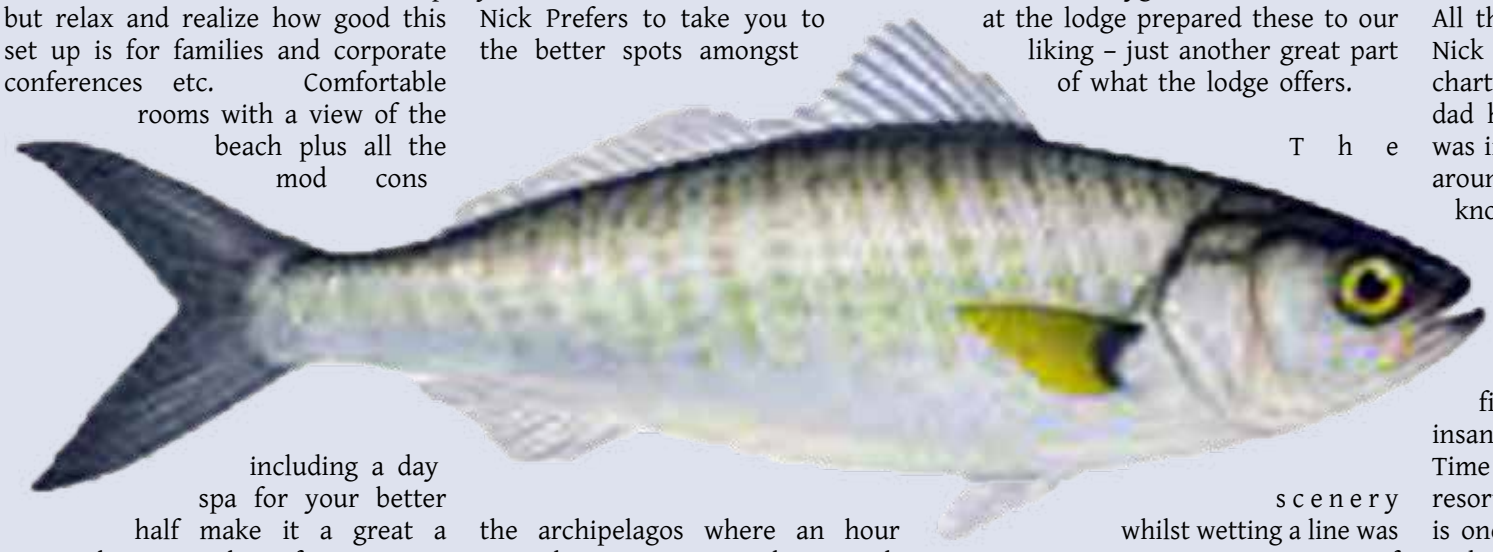

The scenery whilst wetting a line was awe inspiring...reminiscent of Kimberly headlands but with superb clear water thanks to surprisingly small tides. The area is dotted with white sandy beaches as good as any I have seen and these environs are simply unbeatable to experience.

Casting poppers and shallow running lures we caught coral trout with ease and in between reefs and headlands there was flats' fishing for yet more species. It really is one of those un-explored places where the exceptional fishing and natural water clarity make it a premium sight fishing destination. Both permit and bonefish fisheries are likely to develop along with other species and techniques – it's that sort of place. Besides being a gun reef and game skipper, Nick is an avid and experienced fly guide and I'm extremely envious of him developing new options in between charter days! All the time I was wondering where Nick gained his professionalism as a charter operator. As is turns out his dad has been a guide for years and was instrumental in setting up lodges around the top end. Obviously this knowledge has been passed down to Nick whose fishing, boating and client skills are quite simply without peer.

We finished the trip with some jack and coral trout fishing along with one more insane Queenfish and Trevally session. Time is shorter for this little fishing resort critic these days...but Groote is one place I'll be heading back too, and I'll be taking my family - it really is something special.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2023
Year-15


# COPS ARE TOPS REPORT

## Wanted

Police are appealing for public assistance to locate a male wanted on an outstanding warrant.
John James BERGSTROM age 46 is wanted by virtue of an outstanding warrant. As officers attached to Campsie Police Area Command continue to conduct inquiries into his whereabouts, they are urging anyone who may have information to contact the Police.
Anyone with information about this incident is urged to contact Crime Stoppers: at 1800 333 000 or https://nsw.crimestoppers.com.au. Information is treated in strict confidence. The public is reminded not to report crime via NSW Police social media pages.

## Wanted

Bankstown Police are seeking assistance from the public, in identifying the person in this image, in relation to an alleged stealing incident that occurred at a liquor store in Bass Hill on Thursday 19th January 2023.
Police believe the person shown may be able to assist with inquiries. If you recognise or know this person, please contact Crime Stoppers at 1800 333 000 or Bankstown Police Station at 02 9783 2199. Please quote report no. E 518161392

## Wanted

Bankstown Police are seeking assistance from the public, in identifying the person in this image, in relation to an alleged stealing incident that occurred at a liquor store in Bass Hill on Thursday 19th January 2023.
Police believe the person shown may be able to assist with inquiries. If you recognise or know this person, please contact Crime Stoppers at 1800 333 000 or Bankstown Police Station at 02 9783 2199. Please quote report no. E 518161392

## Wanted

Bankstown Police are seeking assistance from the public, in identifying the person in this image, in relation to an alleged stealing incident that occurred at a liquor store in Bankstown on Saturday 7th January 2023.
Police believe the person shown may be able to assist with inquiries. If you recognise or know this person, please contact Crime Stoppers at 1800 333 000 or Bankstown Police Station at 02 9783 2199. Please quote report no. E 92416148

## Scam ! Stop ! Think ! Protect !

Scammers are targeting young jobseekers with fake job offers made through social media platforms and messaging services.
To avoid falling victim to a scam, we'd encourage you to:
- Stop – take your time before giving money or personal information.
- Think – ask yourself if the message or call could be fake.
- Protect – act quickly if something feels wrong.

If you've seen a scam, report it to ACCC Scamwatch. https://www.scamwatch.gov.au/report-a-scam

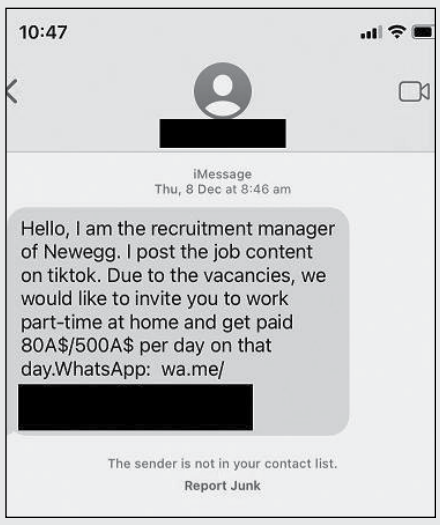


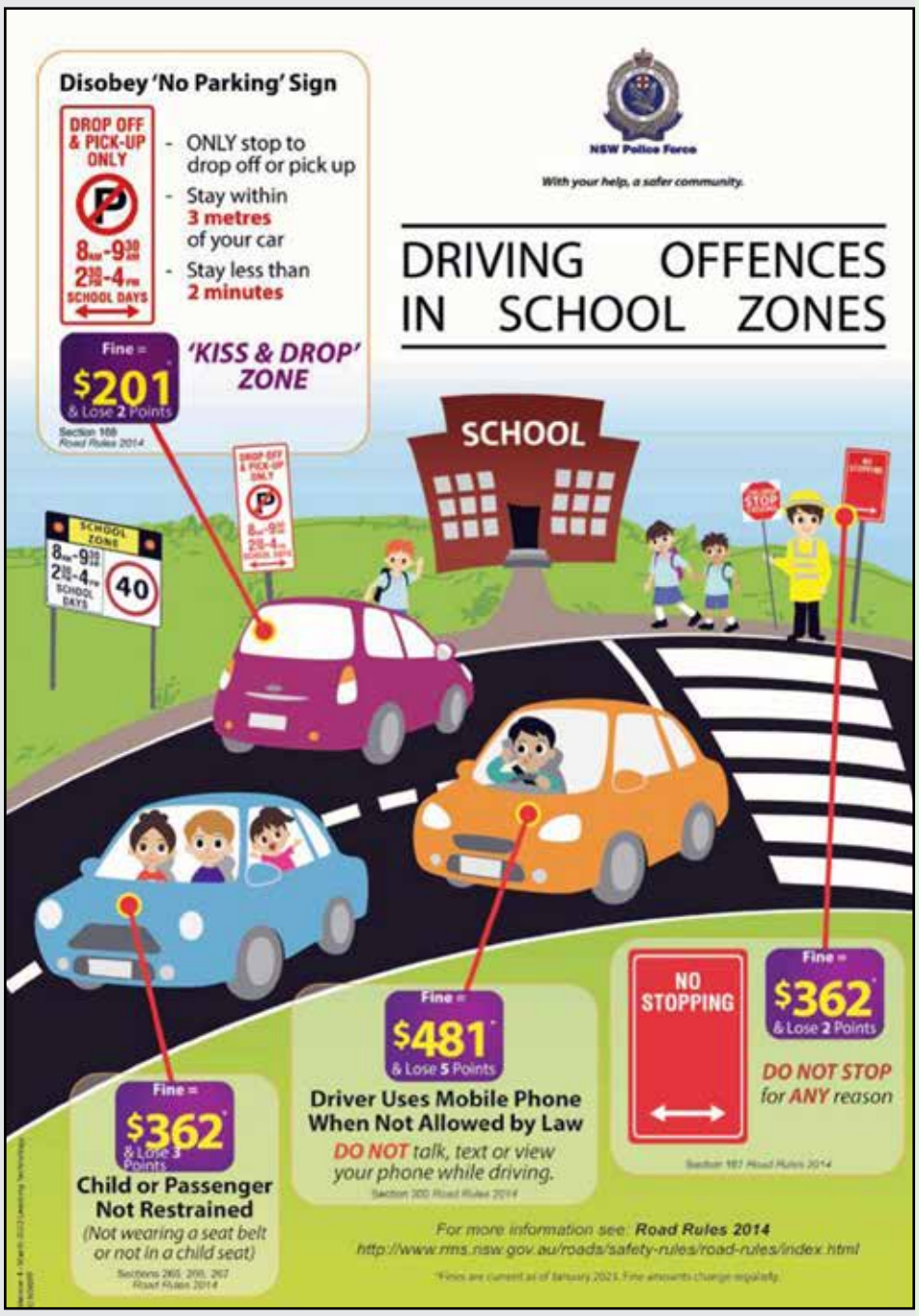

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

# ইনটেলিজেন্স-ডিজাইন থিওরী
# আল্লাহর অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউসুফ আলী

শুরুতেই পাঠকের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন। শিল্পী ছাড়া শিল্পকর্ম অথবা চিত্রকর ছাড়া একটি চিত্র কি **সম্ভব?** স্থপতি ছাড়া স্থাপত্য, ভাস্কর ছাড়া ভাস্কর্য বা ডিজাইনার ছাড়া কোন ডিজাইন কি **সম্ভব?** বুদ্ধিমত্তা বা ইনটেলিজেন্স ছাড়া কি ডিজাইন **সম্ভব?** উদাহরণস্বরুপ, ধরুন আপনার সুন্দর-সুষম ও সুবিন্যস্ত দেহের ডিজাইন ও এর আভ্যন্তরীণ অগণিত ফাংশন ও প্রোগ্রামের কথা। এটা কি ডিজাইনার বা প্রোগ্রামার ছাড়া এমনি এমনি হয়ে গেছে? সহজ, সোজাসাপটা উত্তর, কস্মিনকালেও না। কেউ কেউ বা বলবেন, এগুলো কোন পশ্ন হলো। মাথা খারাপ নাকি? কিন্তু বাস্তবে আমরা আম জনতা, এমনটি অনেক ঝানু ঝানু বিজ্ঞানীরাও এখানে এসে বিভ্রান্ত হন। গেঁয়ো ভাষায় বলতে গেলে ধরা খান। এ সময় আমাদের বুদ্ধিটা কেমন যেন ভোঁতা হয়ে যায়, মরিচা পড়ে যায় **ক্ষুরধার** মগজের মাথায়। চোখে ছানি পড়া রোগীর মতো আমরা আর সত্য কিছুই দেখতে পাই না । অনেক বিজ্ঞানী (তবে সবাই নয়) এই কাল্পনিক মতবাদে বিশ্বাসী যে বিশ্ব-ব্রমান্ডের সকল ডিজাইন, আকার-আকৃতি ও গঠণপ্রকৃতি কাকতালীয়ভাবে দৈবচয়ন বা র‍্যানডাম প্রক্রিয়ায় অকস্মাৎ হয়ে গেছে। কেউ কেউ একটু আগ বাড়িয়ে বলেন, লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি বছর ধরে ঘুরতে ঘুরতে নাকি প্রাণীজতের সকল আকার বা ডিজাইন গুলো নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে গেছে। নিজে নিজেই সৃষ্টি হওয়া বা তৈরি হওয়া, এ আবার কেমন উদ্ভট কথা? স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি, ডিজাইনার ছাড়া ডিজাইন; পাঠক বলবেন, এটা কি কোন গাঁজাখোরি কথা!

বাস্তব উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। পাঠক, একটু আপনার দেহের দিকে লক্ষ্য করুন। বলুনতো আপনার দেহে কতটি গ্রন্থি, অস্থি, অঙ্গ-প্রতঙ্গ আছে? কোষের সংখ্যা, জীনের সংখ্যা না হয় নাই জিজ্ঞাস করলাম। আমরা আম জনতা তো দূরের কথা; বিজ্ঞানী, গবেষক, বিশেষজ্ঞ, তারাও সঠিকভাবে বলতে পারবেন না এগুলোর সঠিক সংখ্যা কতো। তাদের মধ্যে রয়েছে বিস্তর মতভেদ। আমাদের দেহে প্রধান প্রধান অঙ্গের মধ্যে রয়েছে হাত, পা, চোখ, কান, নাক, মাথা, হৃৎপিন্ড, লিভার, কিডনি, ফুসফুস, শ্বসন তন্ত্র, পরিপাক তন্ত্র, রেচন তন্ত্র, পরিবহন তন্ত্র, রক্ত সঞ্চালন তন্ত্র, জনন তন্ত্র, আরও নাম না জানা অনেক **অঙ্গ-প্রতঙ্গ**। প্রত্যেকটি **অঙ্গ** এবং তন্ত্রের মধ্যে আবার রয়েছে অসংখ্য **প্রতঙ্গ** বা শাখা-প্রশাখা। ধরা যাক চোখের কথা। এর মধ্যে আছে কয়েক ডর্জন গুরুত্বপূর্ণ **অঙ্গ**। যেমন, চোখের পর্দা, ভুরু, চোখের মনি, আলো-প্রবেশ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র, কর্নিয়া, লেন্স, চোখের গোল চেম্বার, অপটিক নার্ভ, রেটিনা বা ছবির পর্দা, নেগেটিভ ছবির ধারক, ছবি ব্রেনে পাঠানোর নার্ভ বা কেবল, ছবি প্রসেসের জন্য সিপিইউ বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা ব্রেন, নেগেটিভ ছবি থেকে পজিটিভ ছবি বানানোর যন্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো সাধারণ কোন জিনিস নয়, যেন এক একটা ফ্যাক্টরি। ফ্যাক্টরি বললেও কম বলা হবে। কারণ দুনিয়ার যে কোন ফ্যাক্টরি থেকে তা হাজারো গুণ জটিল এবং স্পর্শকাতর। তবে এ সমস্ত ফ্যাক্টরি গুলো খুবই সু-শৃঙ্খলভাবে নিপুণতারসাথে চলছে। কোথাও কোন গড়মিল নেই।

পাঠক, হিসেব সহজের জন্য ধরে নিলাম আমাদের দেহে ১০টি প্রধান **অঙ্গ** বা তন্ত্র এবং প্রত্যেকটির আবার ১০ টি করে **প্রতঙ্গ** আছে। অর্থাৎ ১০×১০ বা ১০০টি অঙ্গ-প্রতঙ্গ আছে। এসমস্ত **অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো** যখন আমাদের দেহে মায়ের পেটে সেট করা হচ্ছে তখন তা সুনিপুণভাবেই হচ্ছে। নিখুতভাবে **অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো** একটির পর একটি সাজানো হচ্ছে। কোনরুপ কাকতালীয়তা বা এলোমেলোভাব নেই। ডারউইন ও তার অনুসারী বিজ্ঞানীদের মতে যদি এগুলো দৈবচয়ন বা র‍্যানডন প্রক্রিয়ায় হতো, তাহলে মিলিয়ন কেন, বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরেও তা **সম্ভব** হতো না। তবুও যুক্তির খাতিরে ধরে নিলাম **অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো** প্রাকৃতিকভাবে, কোনরুপ বুদ্ধিমত্তা বা ইনটেলিজেন্সের পূর্ব হস্তক্ষেপ ছাড়াই তৈরি হচ্ছে এবং সুবিন্যস্তভাবে পরপর জোড়া লেগে যাচ্ছে। তাহলে আসুন আমরা পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের মাধ্যমে এটার **সম্ভাবনা** যাচাই করি। জেনে রাখা ভালো, বৈজ্ঞানিক যেকোন তথ্য গ্রহণ করতে হলে তার **সম্ভাবনার** ব্যাপারে আমাদের ন্যূনতম ৯৫% নিশ্চিত হতে হবে, অর্থাৎ ৫% ভূল ছাড় দেওয়া যাবে। এখন আসা যাক আসল **সম্ভাবনা** টেস্টে। হিসেব সরলীকরণের জন্য আমরা ধরে নিয়েছিলাম আমাদের দেহে ১০০ টি বিভিন্ন আকার ও ডিজাইনের **অঙ্গ-প্রতঙ্গ** আছে। পরিসংখ্যানের পারমুটেশন বা বিন্যাস সূত্র অনুযায়ী এই ১০০ টি **অঙ্গকে** আমরা প্রায় $৯\times১০^{১৫৭}$ ( ৯ সংখ্যার পর **১৫৭** টি **শুন্য** বসাতে হবে) ভাবে সাজাতে পারি। অর্থাৎ **অঙ্গ-প্রতঙ্গ** গুলো ঠিক আমাদের দেহে যেভাবে সাজানো আছে সেভাবে পাওয়ার **সম্ভাবনা** ০.০০০০০০০০.....০০০১% (পয়েন্টের পর ১৫৫ টি শুন্য)। অর্থাৎ দৈবচয়ন বা র‍্যানডন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের বর্তমান গঠন পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। এক হিসেব মতে আমাদের দেহে ২০৯ টি অস্থি বা হাড় এবং ৩৬০ টি গ্রন্থি আছে। এখন আমরা চিন্তা করি এই ২০৯ টি হাড় এবং ৩৬০ টি গ্রন্থিকে কতভাবে সাজানো যায়, এবং আমাদের দেহে যেভাবে সাজানো আছে সেভাবে পাওয়ার **সম্ভবনা** কত । পাশে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর থাকলে একটু কষ্ট করে বিনাস বাটনে চাপ দিন। এই রেজাল্টই আমাদেরকে বলবে যে, বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পার হলেও দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় বা র‍্যানডনভাবে দেহের বর্তমান গঠন পাওয়া **সম্ভবপর** নয়। আসলে, দৈবচয়ন বা প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণাগুলো নেহায়েত কাল্পনিক এবং মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

এটাই ধ্রুব সত্য যে, কোন ডিজাইনই ডিজাইনার ছাড়া **সম্ভব** নয়? আর ডিজাইন করতে হলে বা ছবি **অঙ্কন** করতে হলে অবশ্যই বুদ্ধিমত্তা বা ইনটেলিজেন্স প্রয়োজন হবে। একেই বলে ডিজাইন-ইনটেলিজেন্স থিওরী। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানব-সৃষ্ট **বস্তু**, চাই তা যত **ক্ষুদ্রই** হোক না কেন, তার পিছনে কেউ কেউ না নির্মাণকারী বা প্রণেতা আছে। কিন্তু প্রাকৃতিক হাজারো আকার এবং জিজাইনের যে সকল জীব আমরা দেখি তার কি কোন সৃজনকর্তা নেই? হরেক রকম ফুল, ফুলের সুবাস, ফুলের জিজাইন এগুলো কি খামাখা খামখিয়ালিভাবেই হয়ে গেছে? এখানে কেন আমরা পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করি। কেন আমাদের ঘিলু এই সময় কাজ করে না? কেন আমরা **জ্ঞানপাপী** হয়ে যায়? কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে খুব বেশী মগজের দরকার হয় না। তাহলে কি এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী গো-ধরে আছে যে, কোন ভাবেই তারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করবে না? কথায় বলে, ১০টি তৃষ্ণার্ত ঘোড়াকে একজনে পানি পান করাতে পারে, কিন্তু ১০ জনে মিলেও একটি অপিপাসীত ঘোড়াকে পানি পান করাতে পারে না। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করলে অসুবিধাটা কোথায়? এতে কি বিজ্ঞানশাস্ত্র অচল হয়ে যাবে, কিংবা বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব মাঠে মারা যাবে? কখনই নয়। হাজারো প্রথিতযশা বিজ্ঞানী আছে যারা সৃজনকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। বরং তারা নাস্তিক মতবাদের প্রতিবাদ করেছে এবং এই তত্ত্বের **প্রবক্তা যে**, প্রকৃতির জটিল ডিজাইন কোনভাবেই বুদ্ধিমত্তা বা ইনটেলিজেন্স ছাড়া **সম্ভব** নয়। আর এই ডিজাইনার হলেন মহান রব্বুল আলামীন যিনি আল কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন, তিনিই আল্লাহ যিনি আসমান ও জমিন এবং মধ্যকার সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে।

*(লেখক: মৎস্য-বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, পোস্ট-ডক্টরাল ভিজিটিং ফেলো ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনী)*

# সিডনিতে গাড়ির ভিতর বাংলাদেশী বংশভূত শিশুর মৃত্যু

**সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট**

সিডনির গ্ল্যানফিল্ড রেলওয়ে প্যারেডের সন্নিকটে প্রচণ্ড গরমে গাড়ির ভিতর বাংলাদেশী বংশভূত তিন বছরের শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ২রা ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বৃহস্পতিবার দুপুরে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওই শিশুর মৃত্যু হয়। পুলিশ শিশুটির বাবাকে হেফাজতে নিয়েছে।

পুলিশ, জরুরি সেবার কর্মীরা এসে গাড়ির জানালা ভেঙ্গে শিশুটির মৃত দেহ উদ্ধার করে। এ সময় গাড়ির কাছে শিশুর বাবা চিৎকার করতে দেখা গেছে। অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ প্রাথমিক ধারণা করেছে। তবে কিভাবে মৃত্যু হয়েছে পুলিশ সঠিক কারণ জানতে তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

অস্ট্রেলিয়ার সড়ক নিরাপত্তা সংস্থা এনআরএমএ এর আগে যেকোনও অবস্থায় গাড়ির ভিতরে শিশু বা পোষা প্রাণি না রাখার ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছে, একটি গরম গাড়ির ভিতরের তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রার প্রায় দ্বিগুণ হতে পারে এবং একটি শিশু বা পোষা প্রাণিকে ভিতরে লক করা থাকলে অল্প সময়ের মধ্যে গুরুতর ভাবে অসুস্থ এবং মৃত্যুর কারণ হতে পারে। গত বছর বদ্ধ গাড়ি থেকে বাচ্চাদের এবং পোষা প্রাণিদের উদ্ধারের জন্য এক দশক সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ৪২৬৫ টি আবেদন পেয়েছে যার বেশিরভাগই দুর্ঘটনাজনিত ছিল।

পুলিশের প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সকালের দিকে শিশুটিকে গাড়িতে রেখে ভুলে চলে যান বাবা। বেলা তিনটা নাগাদ ফিরে এসে তিনি শিশুটিকে অচেতন অবস্থায় দেখে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়াসহ জরুরি সেবায় ফোন করেন। তাৎক্ষণিক প্যারামেডিক এসে শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করে।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ২০২৩ ল্যাকেম্বা বড় মসজিদে নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হবার পর ক্রেস্স ক্রিকে দাফন করা হয় এ জান্নাতি শিশুটিকে।

এ ধরণের একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বা মৃত্যুতে বাংলাদেশ কমিউনিটিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ কমিউনিটিতে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া এখন সময়ের দাবি। সুপ্রভাত সিডনি পরিবার এ ধরনের একটি অকাল মৃত্যুর জন্য মর্মাহত।

# WHY IS KIDS' MENTAL HEALTH IMPORTANT?

Having good mental health is key to the healthy development and wellbeing of every child. Kids need good mental health - not only to be able to deal with challenges and adapt to change, but so they can feel good about themselves, build healthy relationships with others and enjoy life.

A kid's mental health can be influenced by many things, like family circumstances, school life and life events. While children can experience mental health issues at any age, they are most at risk between the ages of 12 and 16 years.

If your child, or a child you know, is having mental health issues, the best thing you can do is get them some help, before it gets worse - see 'Where to get help' below.

**Mental health issues in children**

Everyone feels sad, angry or upset sometimes, including children. But if a kid feels like this most of the time, it's a sign they may need help. Other signs include difficulty coping, getting on with others or staying interested in activities. Kids can struggle with a range of issues as they grow up. Some of the common mental health-related issues they experience include:

- Relationship problems (for example family, peers)
- Eating or body-image issues
- Bullying (including cyberbullying)
- Abuse (physical, emotional or sexual)
- Feeling sad or depressed
- Worry or anxiety
- Self-harm or suicide

About 1 in 7 children and adolescents aged 4 to 17 have recently experienced a mental health disorder in Australia. The most common disorder is ADHD,

followed by anxiety, depression and conduct disorder. The number of contacts to Kids Helpline increased during the COVID-19 pandemic. The majority of these contacts were about mental health and emotional well-being. If you think your child has a mental health issue, it's important to reach out for professional help.

**How can I improve kids' mental health?**

There are plenty of things that can be done to improve mental health and help prevent mental health issues from developing. For example, getting enough sleep, eating well and doing regular physical activity is important for children, just as it is for adults.

Long-lasting and safe and secure relationships, such as with the child's family (including extended family and carers), are considered the most influential factors in a child's life. Mental health difficulties in children might present as frequent or intense struggles with their emotions, their thoughts, behaviours, learning or relationships.

As a parent or concerned adult, there are some simple steps you can take to support a child's mental health. These are things like taking an active interest in the child, encouraging them to talk about what's happening in their life and being aware of changes in their behaviour. Seek support from your doctor or other health or mental health professional if you are concerned.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

# তুরস্ক ও সিরিয়ার ভয়াবহ ভূমিকম্প ভিকটিমদের জন্য অস্ট্রেলিয়ার সহায়তা

## একের পর এক ভূমিকম্পে তুর্কি ও সিরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়েছে!

**সুপ্রভাত সিডনি ডেস্ক**

গত ৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ তারিখে স্থানীয় সময় রাত সোয়া চারটার সময় তুরস্কের উত্তরাঞ্চলীয় ও মধ্য অঞ্চল এবং সিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে প্রায় সাত দশমিক আট মাত্রায় পৌছা এই ভূমিকম্পের পর প্রাথমিকভাবে নিহতের সংখ্যা জানা গিয়েছিলো আড়াই হাজারের মতো। পরবর্তীতে ফেব্রুয়ারী মাস জুড়ে সরকারী হিসেবে এই নিহতের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার পেরিয়ে গিয়েছে।

মর্মান্তিক এই প্রাকৃতিক ও মানবিক বিপর্যয়ের পর সারা বিশ্ব থেকে অনেক দেশই সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাৎক্ষনিকভাবে অস্ট্রেলিয়ান সরকারের উদ্যোগে বাহাত্তর জনের একটি বিশেষজ্ঞ দল উদ্ধারকাজ ও ত্রাণকাজে সহায়তার জন্য তুরস্কে গিয়ে পৌছেছে। এই সহায়তা দলের সদস্যদের মাঝে রয়েছেন ফায়ার এন্ড রেসকিউ স্পেশালিস্ট যারা বিধ্বস্ত ভবন থেকে উদ্ধারকর্মের জন্য অভিজ্ঞ ও নানা উপযোগী সরঞ্জামে সজ্জিত।

মাল্টিকালচারাল দেশ অস্ট্রেলিয়ায় টার্কিশ বংশোদ্ভুত বিপুল সংখ্যক মানুষ বসবাস করেন। তাদের অনেকেরই নিকটজন ও পরিবারের সদস্যরা এই ভূমিকম্পে নিহত ও আহত হয়েছেন। সুপ্রভাত সিডনি পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের সকলের জন্য আমাদের আন্তরিক দোয়া রয়েছে।

তুরস্ক ও সিরিয়ার এই বিপর্যয়ের পর বিভিন্ন করুণ ছবি ও বর্ণনা সারা পৃথিবীর মানুষদেরকে আন্দোলিত করেছে। ছবিতে দেখা গেছে নিহত কন্যার হাত ধরে বসে থাকা পিতা করুণ মুখ, অথবা একই সাথে চাপা পড়া মা ও সন্তানের মর্মান্তিক দৃশ্য। পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি আদম সন্তানের এই করুণ পরিণতি মানবজাতিকে আবারও সচেতন করেছে প্রকৃতির ভয়াবহ শক্তির সামনে তারা কতটা অসহায় এবং এই প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংস না করার জন্য তাদের যে দায় রয়েছে এসব বিষয়ে।

ভূমিকম্পের এই ঘটনার পর সবসময়ের মতোই বিভিন্ন মানবাধিকার ও সাহায্য সংগঠন ত্রাণ ও অর্থ সাহায্য সংগ্রহের কাজ করছে। একই সাথে দুঃখজনকভাবে অনেক নামসর্বস্ব ও প্রতারক মানুষজনও এই সুযোগে মুনাফা লুটে নিতে মাঠে নেমে পড়েছে। বাংলাদেশী কমিউনিটির কেউ যদি ভূমিকম্পের ভিকটিমদেরকে সাহায্য করতে চান তাহলে আমাদের পরামর্শ হলো কেবলমাত্র সুপরিচিত, প্রতিষ্ঠিত ও নির্ভরযোগ্য সংস্থাগুলোর মাধ্যমেই সহায়তা করার চেষ্টা করা। এমএএ (মুসলিম এইড অস্ট্রেলিয়া) ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান এপিল, ইসলামিক রিলিফ অস্ট্রেলিয়া, ইসলামিক প্র্যাকটিস এন্ড দাওয়াহ সার্কেল (আইপিডিসি) বা রেড ক্রসের মতো প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলো মাধ্যমে এই সহায়তা করলে তা প্রকৃতভাবেই এই ভয়াবহ ভূমিকম্পের ভিকটিমদের জন্য উপকারে আসবে এই আশা করা যায়।

# Pakistan Mission hosted a dinner in honor of Mr. Jihad Dib MP

**Suprovat Sydney Report**

This multicultural event was also attended by Hon Julia Finn MP Granville, Hon Bilal Aksoy Turkish Consul General, and Kaysar Trad CEO of AFIC. Furthermore, various community, Islamic & welfare organizations were represented by their leaders, like Turkish Dr. Abulrahman & Br Mustafa and Lebanese Br Ali Roude, Br Hafez, and Sheikh Altamimi. And for Pakistan, Ejaz Khan, Shafqat, Dr. Kiyani, Insaf Ali, and Rana Muinr attended the event. And for Bangladesh, Br Md Abdullah Yousuf, and Dr. Moin represented. Whereas Indian Muslims, Br Zia Ahmad, Br Abbas & Br Zahid joined the program. And for Afghanistan, Br Nader attended the event.

Likewise, the media from the above communities covered the event.

Shakil Ahmad, the Founder & President of Pakistan Mission International introduced the Mission & its objectives as below:

- He reiterated that the main purpose of the Mission is to network overseas Pakistanis for the benefit of their local community & of people in Pakistan socially, economically & politically.
- Whereas to integrate other communities into the Mission, as per the charter of the Mission, he emphasised collaboration with other communities on issues of common interest. Like inter-faith harmony, cross-culture joint ventures, human rights, and common concerns, like the migration problems which various communities face in the immigrant society of Australia.
- He pressed that our youth, on top of their professional career, should also consider getting into the Parliament & executive positions to be part of decision-making & state governance.
- To achieve the above, he suggested that on top of Islamic & academic activities, our youth should be offered training to build their character and develop leadership qualities to be Parliamentarians & executives to be the pride of their community & Australia.
- He also emphasised the unity of Muslims by surrendering the ego, and ethnic and sectarian differences to recover the lost glory.
- To seek the above goals, he suggested forming a cross-culture Think Tank to develop strategic policies for the benefit of our people and recommend policy solutions to the government to adjust with the aspirations of the communities.

Finally, he extended his support & wished the best of luck to Jihad Dib in the elections. Likewise, he wished success to Julia Finn.

Kaysar Trad thanked Shakil Ahmad & Pakistan Mission and asked for support for Jihad Dib. Hon Bilal Aksoy, the Turkish Consul General thanked Shakil Ahmad & Pakistan Mission. He talked about the deaths in a terror attack in Pakistan and deaths in Turkey due to earthquakes. He also supported collaboration.

Hon Julia Finn MP thanked Pakistan Mission and talked about parliamentary issues and asked for support in elections.

Similarly, Hon Jihad Dib MP talked about parliamentary issues and asked for support in elections.

Various media represented were there including the only Bangladeshi Newspaper Suprovat Sydney, editor-in-chief Md Abdullah Yousuf, Chief Editor AMUST Zia Ahmed & Channel 5 CEO Hanif Bismi.

For the purpose of a think-tank and collaboration, he requested the organizations, leaders, intellectuals & professionals to submit their Expressions of Interest for joint ventures & projects to President@PakistanMissionIntl.org.

The program concluded with well wishes and a spirit of collaboration including a delicious dinner.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়

# Refugee protest in front of the Australian Prime Minister's office

**Suprovat Sydney Report**

Refugee Action Coalition Rallying on 3rd February 2023, Australian Prime minister Anthony Albanese's office demanded Labor honor its promise for permanent visas for refugees. There are 31,000 refugees and asylum seekers waiting at least a decade here for full rights and secure visas.

Refugees are waiting so long, and they can't see their families for a long time. Refugees from around the world in Australia are suffering. They have been ignored by the previous Liberal government and the Scomo government did not touch refugee applications at all. Scot Morrison showed his anti-refugee mentality & the result of that, and they did not touch any of the refugees applications. This Labor Albanese government at least declared 19.000 refugees to get a permanent visa. But that's not enough. We know they will do the rest of the refugees but when? How long are they going to take? Labor government to allow 19,000 refugees to stay permanently in Australia from early 2023.

Refugees were already waiting such a long period of time. We need immediate action from the Albanese government.

Refugee leader Ian Rintoul organised that rally in front of the Australian prime minister's office. Various groups participated, including Grandmothers for refugees NSW, Bangladeshi refugees of Australia incorporated, Fiji Australian refugees, teachers for refugees, and Refugee Action Coalition.

Ian Rintoul and many other leaders' urged the current government to allow all refugees permanent visas. Bangladesh Refugees of Australia chief advisor Abdullah Yousuf also mentioned that "because there is in Bangladesh no freedom of speech and gross violence of human rights, the torturing opposition party, extrajudicial killings, hooliganism, false cases and harassment, ransom demand, State terrorism are severe, so many Bangladeshi people ran away to save their lives. But while they are here in Australia, they are also treating 3rd class citizens. We need the Labour government to consider all refugees to be allowed on a permanent visa immediately."

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2023
Year-15


# গনি মিয়ার উন্নয়ন বিলাস

গনি মিয়া এখন উন্নত জীবনের অধিকারী। সে এখন ডিজিটাল থেকে স্মার্ট হয়েছে। চোখে উন্নয়নের রঙ্গিন চশমা লাগিয়ে উন্নয়নের ফানুস উড়ায়। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সব জায়গায় শুধু উন্নয়নের ছোঁয়া দেখতে পায়। কিন্তু এই জনপদে কত মানুষ যে কষ্টে আছে তা গনি মিয়ার চোখে পড়েনা। না পড়ারই কথা। গনি মিয়াদের ভাষায় এখন উনারা স্বর্গে বসবাস করছে। আর ডাইনিং টেবিলে আরাম করে বসে মুরগীর রান চিব্বাছে। সারাদেশে জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি, দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি, ধাপে ধাপে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি, গ্যাসের দাম বৃদ্ধি কোন কিছুতেই গনি মিয়াদের কিছু যায় আসে না। কারণ সরকারি দলে থেকে সরকারের কৃপায় এই আওয়ামী চাটার দলেরা লুটপাট করে যে সম্পদের পাহাড় গড়েছে সেটা তো তাড়াতাড়ি ফুরুবে না। তাই গনি মিয়াদের আর ঠেকায় কে? সাধারণ নাগরিক না খেয়ে মরুক তাতে গনি মিয়াদের কিছুই মালুম নেই। উনাদের কাছে অর্থনীতি চাঙ্গা। কিন্তু বাস্তবে ভিন্ন রূপ।

গনি মিয়াদের বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ আশংকাজনক ভাবে কমে গেলেও তাদের মুখে উন্নয়নের বাগাড়ম্বী। ডলার সংকটে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বিদ্যুৎ খাতে। বাংলাদেশের মোট বিদ্যুতের প্রায় ৮০ ভাগ চলে গ্যাস দিয়ে, এছাড়া ডিজেল ও কয়লা দিয়ে। আর এসব জ্বালানির বেশিরভাগ অংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। নিজস্ব জ্বালানির উৎস বিবেচনা না করেই চাহিদার চেয়ে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন প্রাইভেট বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে, যা দেশের জন্য বোঝা হয়েছে (বিবিসি, ১৫ নভেম্বর ২০২০)। চাহিদা নেই তবুও একের পর এক বিদ্যুৎ কারখানার অনুমোধন দিয়েছে সরকার, যার অধিকাংশ অলস পড়ে আছে (৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো)। উল্লেখ্য যে, সরকারঘনিষ্ঠ গনি মিয়াদের একের পর এক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং বিনা দরপত্রে দেওয়া এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইনে' অনুমোদন দেওয়া হয়েছে । এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিভাবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে; কেন দেয়া হয়েছে ইত্যাদি প্রশ্ন যাতে কেউ করতে না পারে এজন্য ইন্ডেমিনিটি আইন করা হয়েছে। কিন্তু চাহিদা নেই, উৎপাদন নেই, বিদ্যুৎ বিক্রি নেই, কারখানা বানিয়ে তারা বসে থাকবে? তারা সরকারের কাছে অর্থ নেয় ক্যাপাসিটি চার্জ বা সক্ষমতার জন্য। অর্থ এই যে, প্রাইভেট কারখানা গুলো বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেই ক্যাপাচিটি চার্জ নিতে থাকে সরকারের কাছে। আরোও অবাক বিষয় হচ্ছে, এসব ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করা হয় ডলারে বা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে। এভাবে গনি মিয়ারা ডলারের ঝুলি খালি করে ফেলেছে।

অন্যদিকে সারাবিশ্ব যখন নবায়ন যোগ্য জ্বালানীর দিকে ছুটছে, বাংলাদেশ তখনও গ্যাস, কয়লা, তেলের উপর নির্ভরশীল বিদ্যুৎ কারখানা তৈরিতে ব্যস্ত। বিদেশী অনুদান বা ঋণ নিয়ে নির্মান চলছে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। মাতাড়বাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান শেষ না হতেই জাপান পিছু টান দিয়েছে (২৩ জুন ২০২২ প্রথম আলো)। কারণ কয়লাভিত্তিক কোন কিছুতেই জাপান সহায়তা করতে পারবেনা, এটা জাপানের পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত। এখানে অর্থের অলস বিনিয়োগ হয়েছে। অধিকন্তু, রামপাল যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র করা হয়েছে সেটা আজও উৎপাদনে যেতে পারেনি (১৫ জানুয়ারি ২০২২ প্রথম আলো)। গত বছর পরীক্ষামূলক ভাবে রামপাল চালু করলেও কয়লার মজুদ না থাকায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সরকার বলে করোনার কারণে বিভিন্ন কাজে ব্যাঘাত, এজন্য সম্ভব হচ্ছেনা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে কয়লা কোথায় থেকে আসবে? অনেক বলবেন দেশে কয়লা আছেনা? অবশ্যই আছে। কিন্তু উত্তোলনের আগ্রহ নেই। বিশাল মজুদ থাকা সত্বেও কয়লা আমদানিতে আগ্রহী বাংলাদেশ (২৫ জানুয়ারি ২০২২, আমাদের সময়)। এত কয়লা মজুদ থাকার পরও আমদানি করে বিদ্যুৎকেন্দ্র চালানো অন্যান্য জ্বালানি আমদানিতে আগ্রহী সবাই। এলএনজি, জ্বালানি তেলসহ সব ধরনের জ্বালানি আমদানিতে গনি মিয়াদের আগ্রহ লক্ষ্যণীয়। এ কারণেই দেশের খনিজসম্পদ উত্তোলন ও তার সঠিক ব্যবস্থাপনায় চরম অবহেলা দৃশ্যমান। আমদানিতে গনি মিয়ায়দের লাভ আছে। এতেকরে ওভার ইনভয়েসিং এর আড়ালে অর্থ পাচারের সুবিধা হয়। তবে এ অবস্থা বেশি দিন চলতে থাকলে সামনে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। জ্বালানি সংকটে মুখ থুবড়ে পড়বে দেশ । ইতিমধ্যেই তীব্র লোড শেডিং এর কবলে দেশ।

একসময় যে গ্যাসের উপর বাংলাদেশ ভাসত বলে মনে করা হতো এখন সেই গ্যাসও গনি মিয়ারা আমদানী করে বিদেশ থেকে। আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত ও অতিরিক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যাপাচিটি চার্জ, ডলার সঙ্কট সব মিলিয়ে বিশাল অংকের খরচ মেটাতে পারছেনা সরকার। তবুও ধান্দাবাজ গনি মিয়ারা সরকারকে টেকসই সল্যুশন না দিয়ে আমদানি করার কুইক সল্যুশন দিয়ে নিজের পকেট ভরবে। যত আমদানি হবে তত একটি পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিশাল লাভ। তারা আমদানির এজেন্ট হিসেবে ব্যবসা করবে বিশাল মুনাফা পকেটে নিবে। সাধারণ জনগণ মুলা খাক। অধিকন্তু, ২০১৭ সালে ভারতের আদানির সাথেই বিদ্যুৎ কেনার জন্য ২৫ বছর মেয়াদি চুক্তি করেছে বাংলাদেশ। মেয়াদ ২০৪৭ সাল পর্যন্ত। ১৬৩ পৃষ্ঠার এই চুক্তিটি গোপনীয়। প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহি বলেছেন চুক্তির বিষয়টি প্রাইভেট, এ বিষয়টি প্রকাশ করা যাবে না (মানবজমিন, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ঃ আদানির সঙ্গে আলোচনা 'প্রাইভেট', প্রকাশ্যে আনা যাবে না)। দেশের অর্থ খরচ করে অন্য দেশের সাথে কি চুক্তি হবে সেটি জনগণ তথা দেশের মালিকগণ জানতে পারবেনা! ব্যাপারটি বিস্ময়কর! আসলে আদানির সাথে চুক্তিতে এমন কিছু শর্ত আছে যা দেশের জন্য ক্ষতিকর! তাই এটা প্রকাশ করা যাচ্ছেনা। ওয়াশিংটন পোষ্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে এই চুক্তিতে কয়লার মূল্যের কোন সিলিং বা সীমাবদ্ধতা নেই (The Washington Post, February 7, 2023: Bangladesh seeks new terms for Adani coal electricity deal)। অর্থাৎ আদানি বিদ্যুৎ ইচ্ছেমত কয়লার দাম চাইতে পারে (চুক্তির শর্তঃ স্ক্রিন শট)। দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে গনি মিয়ারা এসব চুক্তি সই করার সময় চোখ কোথায় রাখে! কিংবা দেখেও ইচ্ছা করেই দেশকে বিক্রি করে দিয়ে আসে কিভাবে! ইতিমধ্যেই আদানি বিদ্যুৎ কয়লার দাম হাঁকিয়েছে ৪০০ ডলার প্রতি টন যেখানে বাংলাদেশের অন্যান্য কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লার দাম পড়ছে ২৫০ ডলার প্রতি টন (প্রথম আলো, ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ঃআদানি কয়লার দাম ৬০% বেশি চায়)।

যাহোক, একদিকে বাংলাদেশে চাহিদার চেয়েও বেশি বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে অলস পরে (৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো)। শর্ত অনুযায়ী বিদ্যুৎ না কিনলেও ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হবে। অন্যদিকে আদানিকে সুবিধা দিয়ে এই চুক্তির কারণ কি? এখন বিদ্যুৎ না কিনলেও ক্যাপচিটি চার্জ হিসেবে আদানিকে দেয়া হবে প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলার যা পদ্মা সেতুর খরচের তিনগুণ (ডেইলি স্টার বাংলা, ৮ জুন ২০২২২ঃ বিদ্যুৎ আসেনি, তবুও ভারতের আদানি গ্রুপ ক্যাপাসিটি চার্জ পাবে ১২১৯ কোটি টাকা')। উন্নয়ন শুধু বাংলাদেশের গণি মিয়াদের মধ্যেই সীমিত নয়, সীমানা ছাড়িয়ে ভারতেও যাচ্ছে। জ্বালানি সংকটে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমিয়ে দিলেও আদানি সহ অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জ দিতেই হচ্ছে। ইতিমধ্যে গত ২৫ জানুয়ারি হিনডেনবার্গ নামের যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ছোট একটি বিনিয়োগ কোম্পানি এক প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর আদানির সাম্রাজ্যের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই তার ব্যপক সম্পদ কমে গেছে। এদিকে আদানির সাথে চুক্তি মোতাবেক জ্বালানির আমদানি ও পরিবহন খরচ ক্রেতা দেশই (বাংলাদেশ) বহন করার শর্ত রয়েছে। আদানি এই সুযোগ নিয়ে তার হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পেতে প্রতি মেট্রিক টন কয়লার যে মূল্য (৪০০ মার্কিন ডলার) ধার্য করেছে, বাংলাদেশ মনে করছে সেটা আন্তর্জাতিক বাজার (২০০ মার্কিন ডলার) দরের চেয়ে অনেকটাই বেশি। ফলে গনি মিয়াদের জন্য আদানির গোড্ডার বিদ্যুতের দামে জ্বালানির খরচ একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদানির বিদ্যুৎ পেতে দু'দেশ মিলিয়ে মোট ১৩৪ কিলোমিটার লম্বা ট্রান্সমিশন লাইন নির্মানের কাজ এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। তদুপুরি, পচিম বাংলার কৃষকদের একটি দল ভারতে আদানির বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মানের উপর মামলা করেছে। সব মিলিয়ে আদানিরম কাছ থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে গনি মিয়াদের। অথচ, এই বিশাল অঙ্কের চুক্তি না করে বাংলাদেশ নিজের দেশেই বিদ্যুৎ কেন্দ্র বানাতে পারত। কিন্তু ভারতকে খুশি রাখতেই গনি মিয়ারা এই প্রকল্পে চুক্তি করেছে বলে অনেকের ধারনা।

ডলার সংকটে গনি মিয়াদের বিপদ সর্বমুখী। উন্নয়নের বাগাড়ম্বী গল্প দিয়ে সংকট লুকানোর চেষ্টা করলেও কোন কিছুতেই আর গোপন রাখা যাচ্ছেনা। এই সংকট এত চরমে যে পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের কয়লা আমদানি বিল ও ঋণের কিস্তি পরিশোধ-এর কয়েকটি ডেডলাইন মিস করেছে বাংলাদেশ। কয়লা আমদানিও করতে পারছেনা। কয়লার সংকটে ইতিমধ্যে রামপাল বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, যদিও আবারো চালুর চেষ্টা চলছে। পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রও বন্ধের দ্বারপ্রান্তে! ডলার বা বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে একের পর এক চাপ পড়ছে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতেও। ঔষুধ তৈরীর কাঁচামাল আমদানি করা যাচ্ছেনা। চাপ বাড়ছে ঔষুধের মূল্যের উপর। ডলারের অভাবে আটকে পড়ে গেছে রমজানের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের। এক বেলা বা একদিন কিংবা পুরো মাস ছোলা না খেয়েও ইফতারি করা সম্ভব কিন্তু চিকিৎসা সামগ্রী না পেলে বা চিকিৎসা না পেলে কিভাবে চলবে? ডলারের অভাবে আমদানি করা যাচ্ছেনা অস্ত্রপচারের জন্য ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল সামগ্রী। এরমধ্যে রয়েছে হার্টের ভালভ, পেসমেকার, রিং, হার্টের স্টেন্ট ও অক্সিজেনেটরসহ বিভিন্ন ধরনের সার্জিক্যাল ইকুইপমেন্ট । এর ফলে হার্ট সার্জারি, বাইপাস সার্জারি, নিউরোসার্জারি, কিডনি সার্জারি, অর্থোপেডিক সার্জারির মতো গুরুত্বপূর্ণ সার্জারিগুলো মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে (দি বিজনেজ স্টান্ডার্ড, ৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৩,ঋণপত্র সমস্যায় তীব্র হচ্ছে অস্ত্রোপচার সরঞ্জাম সংকট)। বাংলাদেশে ৭০% মেডিকেল সামগ্রী আসে বিদেশ থেকে। আগে জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট-এ প্রতি মাসে প্রায় ৩০০ জন রোগীর হার্টের বাইপাস সার্জারি, ওপেন হার্ট সার্জারি, ভালভ রিপ্লেসমেন্টসহ বিভিন্ন অপারেশন করা হতো। কিন্তু অক্সিজেনেটরের অভাবে গত জুলাই মাস ২০২২ থেকে প্রতি মাসে মাত্র ২০-৩০ জন রোগীর অপারেশন হচ্ছে। শুধু এখানেই শেষ নয় ডলারের অপ্রতুলতার জন্য বিদেশ আমদানি করা যাচ্ছেনা ব্লাড ব্যাগ। রক্তদাতার সংখ্যা পর্যাপ্ত থাকলেও ব্লাড ব্যাগের অভাবে রক্ত পরিসঞ্চালন কাজ ব্যহত হচ্ছে। এতে করে জীবন রক্ষাকারী জরুরি অপারেশন গুলোও বাধাগ্রস্থ হচ্ছে ***১৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন***

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

## গনি মিয়ার উন্নয়ন বিলাস

*১৮ পৃষ্ঠার পর*

রক্তের অভাবে (দি বিজনেজ স্টান্ডার্ড, ৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৩, এলসি খুলতে না পারায় বাজারে ব্লাড ব্যাগের সংকট)। উল্লেখ্যযে, ব্লাড ব্যাগের ১০০% ভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর হলেও এখনো বাংলাদেশের অর্থনীতি আমদানি নির্ভর। সুই থেকে শুরু করে সবই আমদানি করতে হয় গনি মিয়াদের। অথচ, আমদানি নির্ভরতা কমাতে দেশীয় উৎপাদককে উৎসাহিত করা যেত। উদাহরণ হিসেবে আসি ব্লাড ব্যাগের কথায়। ব্লাড যদি আমদানি না করে দেশেই উৎপাদন করা যেতো। আমার মনে হয়না যে এই প্রযুক্তি কিনতে অনেক অনেক বিলিয়ন ডলার লাগত। যেখানে যেখানে গনি মিয়ারা বিদেশী ঋণ নিয়ে একের পর এক মেঘা প্রকল্প করে উন্নয়নের ফানুস উড়াচ্ছে সেখানে সামান্য কিছু ডলার খরচ করে এরকম এরকম প্রযুক্তি অবশ্যই দেশে আনা যেত। অবশ্য এতে গনি মিয়াদের কিছু যায় আসেনা। কারণ তারা তো তাদের উল্টো পথে দুর্গন্ধ-যুক্ত বায়ু বের হলেও সেটা ফিক্সড করতে যাবে সিঙ্গাপুর। দেশে ব্লাড ব্যাগ থাকল কিনা, মেডিকেল সামগ্রী থাকল কিনা, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ থাকল কিনা তাতে তাদের কি আসে যায়! ভুক্তভোগী দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। আর এই প্রান্তিক জনগণের কথা চিন্তা কে করে? কারণ এদের কোন মূল্য নেই। ভোট নামক যে ক্ষমতা বদলের হাতিয়ার আছে- সেটাও নেই এদের। তাই এরা বেঁচে থাকল নাকি মরে গেল সেটা দেখার দরকার নেই স্মার্ট গনি মিয়াদের।

বাংলাদেশের অবস্থা যখন এরকম তখন গনি মিয়াদের মুখে প্রায়ই শোনা যায় রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সব দোষ শুধু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের উপর! এক্ষেত্রে গনি মিয়াদের কোন দোষ নেই। বছরের পর বছরের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অব্যবস্থাপনা কথা তারা স্বীকার করতেই চায়না। সেই সাথে আমদানির নামে ওভার ইনভয়েসিং করে এবং অন্যন্য অনেক পন্থায় গনি মিয়াদের ডলার পাচারের কথা একেবারেই স্বীকার করতে রাজি নন তারা। এছাড়াও বছরের পর বছর তাদের অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার কথা বেমালুম অস্বীকার করেন গনি মিয়ারা (দিনকাল, ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ঃ অর্থনীতির ভুল নীতি ও দুর্বল পরিকল্পনার মাশুল দিচ্ছে দেশ)। কারণ স্মার্ট গনি মিয়াদের সমস্যা নেই। জাতীয় থেকে স্থানীয় সব গনি মিয়াদের এখন অবৈধ অর্থের পাহাড়। তারা সুখ আহ্লাদেই আছে। স্মার্ট ফোন ব্যবহার করেন স্মার্ট গনি মিয়ারা। মেট্রোরেল, পদ্মা সেতু ইত্যাদি কস্মেটিক উন্নয়নের ভোগ বিলাসের ছবি ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়াতে চেক ইন দেয় "ফিলিং ওয়ান্ডারফুল উইথ ---"। আর এদের এই অলিক সুখেই যেন এখন বাস্তবতা। অন্যদিকে আন-স্মার্ট গনি মিয়ারা প্রান্তিক বা নিম্ন/মধ্যবিত্ত শ্রেণী। যাদের ইতিমিধ্যেই নাভিশ্বাস উঠে গেছে!। কিন্তু যেহেতু তারা স্মার্ট ফোন ব্যবহার করেনা কিংবা ফেসবুক ব্যবহার করেনা তাই "বড়ই কষ্টে আছিরে আইজুদ্দিন—" এরকম ফেসবুক পোস্ট চোখে পড়েনা। এভাবেই স্মার্ট গনি মিয়াদের স্মার্টনেসের চাপে চাপ পড়ে পিষ্ট আন-স্মার্ট গনি মিয়ারা। তারা নীরবে কষ্টের জল ফেলছে চোখে, আর স্বপ্ন দেখে মুক্তির।

# শরণার্থীদের অনুকূলে অস্ট্রেলিয়ান সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত

**সুপ্রভাত সিডনি ডেস্ক**

গত দশ বছরেরও বেশি সময় যাবত অস্ট্রেলিয়ার শরণার্থী বিষয়ক নীতিমালা আন্তর্জাতিকভাবে ও আভ্যন্তরীণভাবেও অমানবিক হিসেবে নিন্দিত ছিলো। বিশেষ করে নৌকায় করে আসা প্রায় ঊনিশ হাজারের মতো শরণার্থী দেশটিতে এবং অন্যান্য দেশের ডিটেনশন সেন্টারে নানা অধিকারবিহীন মানবেতর জীবনযাপন করে আসছে। সম্প্রতি আলবানিজি সরকারের নেয়া কিছু পদক্ষেপে শেষপর্যন্ত অসহায় এ শরণার্থীরা কিছুটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। গত মাসে প্রধানমন্ত্রী এন্থনি আলবানিজির সরকার টেম্পরারি প্রটেকশন ভিসা (টিপিএস) এবং সেইফ হেভেন এন্টারপ্রাইজ ভিসা (এসহেইচইভি) এর অধীনে থাকা বিপুল সংখ্যক এই শরণার্থীদের জন্য কিছু নতুন নীতিমালা ঘোষণা করেছে।

বছরের পর বছর ঝুলন্ত এবং উপায়হীন ভাবে বসবাস করা এই শরণার্থীদের জন্য কোন স্বাস্থ্যসেবা কিংবা মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার সুযোগ নেই। এ শরণার্থীদের পরিবারে সদস্যদের সাথে মিলিত হওয়ার কিংবা তাদের বাচ্চাদের কোন শিক্ষা পাওয়ার সুযোগও নেই। এদের অনেকেই এখন পারমানেন্ট ভিসার আবেদন করার সুযোগ পেতে পারেন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ক মন্ত্রী এন্ড্রু জাইলস ফেব্রুয়ারী ৯, ২০২৩ তারিখে মিনিস্টারিয়াল ডাইরেকশন নাম্বার ৮০ কে বাতিল ঘোষণা করেছেন। এই ডাইরেকশনের অধীনে এতোদিন নৌকায় করে আসা শরণার্থীদের জন্য তাদের পরিবারে সদস্যদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পুরোপুরি রহিত ছিলো। ২০১৩ সালে তৎকালীন ইমিগ্রেশন মিনিস্টার স্কট মরিসন মিনিস্টারিয়াল ডাইরেকশন নাম্বার ৬২ জারি করেন। শরণার্থীদের জন্য বিরুপ ও প্রতিকূল এই ডাইরেকশনকে লিবারেল সরকারগুলো বিভিন্ন সময় নতুনভাবে জারি করেছিলো।

সম্প্রতি ঘোষিত নীতিমালার অধীনে যদিও ঊনিশ হাজার শরণার্থী কিছুটা সুবিধা পেতে যাচ্ছে, তথাপি এখনো প্রায় বারো হাজার শরণার্থী অন্যান্য শ্রেণীতে বঞ্চিত অবস্থায় রয়ে গেছে। ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারীর পর নৌকায় করে আসা কোন শরণার্থী, টিপিভি ও এসহেইচইভি আবেদন প্রত্যাখ্যান হওয়া প্রায় আড়াই হাজার শরণার্থী এদের মাঝে রয়েছেন। যদিও আলবানিজি সরকার অনেক শরণার্থীদের জন্য স্থায়ী ভিসার আবেদনের সুযোগ করে দিচ্ছে, তথাপি দীর্ঘদিন যাবত চলে আসা অমানবিক 'টেম্পরারি প্রটেকশন' পদ্ধতি পুরোপুরি বিলুপ্ত করার কোন ঘোষণা ও নিশ্চয়তা এখনো পাওয়া যায়নি। মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রত্যাশা করে শরণার্থী বিষয়ক নীতিমালাকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে পূণঃমূল্যায়ন এবং গঠন করবে প্রধানমন্ত্রী এন্থনি আলবানিজির নেতৃত্বাধীন এই সরকার।

বিপুল সংখ্যক এই শরণার্থীদের মাঝে বাংলাদেশ থেকে আসা অনেক শরনার্থী রয়েছেন, যাদের কথা অনেক সময়েই অস্ট্রেলিয়ান-বাংলাদেশী কমিউনিটির অনেকে খেয়াল রাখেন না। আবার অন্যদিকে কমিউনিটির কিছু মানবাধিকার সচেতন মানুষ এই শরণার্থী ভাই-বোনদেরকে সাহায্য করার জন্য নানা প্রচেষ্টা করেছেন। বিগত সময়গুলোতে সুপ্রভাত সিডনি বাংলাদেশী শরণার্থীদের জন্য মানবিক ও সামাজিক সহায়তা দেয়ার জন্য সর্বোত প্রচেষ্টা করে এসেছে যা অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত বাংলাভাষী একমাত্র কমিউনিটি পত্রিকা হিসেবে সবসময়েই অব্যাহত রাখার চেষ্টা থাকবে। শরণার্থী ভাই-বোনদের প্রতি সুপ্রভাত সিডনির সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য পরামর্শ হলো মিষ্টি ও ফাঁপা বুলিতে প্রতারিত না হয়ে শুধুমাত্র যোগ্য, পেশাদার ও অস্ট্রেলিয়ার যথাযথ লাইসেন্সধারী ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে যে কোন পরামর্শ নেয়ার চেষ্টা করা। এছাড়াও এদেশে বেশ কিছু আইনী ও সামাজিক সংগঠন রয়েছে যারা শুধুমাত্র মানবিক কারণে শরণার্থীদেরকে বিভিন্ন আইনী, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা দেয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সুপ্রভাত সিডনি এ ধরণের সংগঠনগুলোর সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশী শরণার্থীদেরকে সহায়তা করতে সব ধরণের প্রচেষ্টা করে।

# ল্যাকেম্বায় আবারো পুলিশের কম্যান্ড অভিযান!

**সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট :**

গত ২২ শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশ টাস্ক ফোর্সের বিশেষ বাহিনী ল্যাকেম্বার প্রধান সড়ক হেলডন স্ট্রিটের একটি অফিসে প্রায় ২৫/৩০ জনের একটি দল অভিযান চালায়। মানি এক্সচেঞ্জ, ট্রাভেল এজেন্ট, জমি বেচাকেনা ও মর্গেজ ব্রোকার অর্থাৎ চার ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্টান রয়েছে। টাস্ক ফোর্স অফিসে অভিযান চালানোর আগে সুনির্দিষ্ট অফিস হোল্ডারদের বাসায় অভিযান চালায়। অফিসের দরজা ভেঙে আনুমানিক দুপুর ২টায় ভিতরে ঢুকে অফিসের কম্পিউটারসহ বিভিন্ন মালামাল জব্দ করে নিয়ে যান।

বিভিন্ন ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে অফিসটিতে অভিযান চালানো হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে। বিশেষ করে মানি লন্ডারিং ও মর্গেজের নামে ব্যাঙ্কের সাথে আঁতাত করে অর্থ জালিয়াতির ঘটনা উঠে এসেছে । পুরো বিষয়টি বিচারাধীন থাকায় পূর্ণাঙ্গ ইনফরমেশন পেতে আরো দেরি হবে বলে জানিয়েছেন।

ব্রুনাই দারুসসালাম থেকে

ডা. ইমাম হোসাইন

# মাহে রমজানের তাৎপর্য

রোজা ফারসি শব্দ। এর আরবি প্রতি শব্দ 'সওম'। আভিধানিক অর্থে সওম বলতে বোঝায় 'বিরত থাকা', 'বর্জন করা' ইত্যাদি। শরিয়াতের পরিভাষায় সুবেহ সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকার নাম 'সওম' বা রোজা। সওম ইসলামের মৌলিক ইবাদত এবং ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। নামাজের পরই রোজার স্থান। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক এবং দৈহিকভাবে সামর্থ্যবান মুসলিম নর-নারীর ওপর সওম ফরজ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেন, 'হে তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হলো যেমন ফরজ করা করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত-১৮৩)

কুরআনের এ আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী, রমজানের সিয়াম পালনের উদ্দেশ্য হলো তাকওয়ার গুণ অর্জন। একজন রোজাদারের সামনে হালাল খাবার গ্রহণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে তা গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। তার কারণ আল্লাহর ভয়। রোজাদার সারাদিন ক্ষুধার তাড়নায় কষ্ট পায়। তার মনের কুপ্রবৃত্তি তাকে খাবার গ্রহণে সারাক্ষণ প্ররোচিত করতে থাকে। কিন্তু মহান আল্লাহর ভয়ে রোজাদার মনের তাড়নার বিরুদ্ধে লড়াই করে। রমজানের সিয়াম সাধনা মুসলিম জীবনের এক অনন্য ইবাদত। রমজান মুসলিম জীবনে প্রতি বছর রহমত, নাজাত ও মাগফিরাতের বারতা নিয়ে হাজির হয়। একটি টেকসই ও আদর্শ জীবন গঠনের শিক্ষা নিয়ে আসে রমজান। ইসলাম সাম্য-মৈত্রী, খোদাভীতি, আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধি, শৃঙ্খলা, মমত্ববোধ, দান, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের যে মহান শিক্ষা দিয়েছে তার বাস্তবায়নের সুযোগ বয়ে আনে রমজানের রোজা। রোজার অসংখ্য শিক্ষা রয়েছে।

ইবাদতের সুযোগ সৃষ্টি : রোজা পবিত্রতা অর্জন ও ইবাদতের মাস। এ মাসে রোজাদারের মন নরম ও পবিত্র থাকে। রোজাদার এ মাসে অধিক ফজিলত লাভ করতে চায়। ক্ষুধার যন্ত্রণা, প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস রোজাদারের জীবনকে নতুনভাবে তৈরি করে। এ সময় রোজাদার বেশি বেশি দৈহিক ও আর্থিক আমল করার জন্য প্রস্তুত থাকে। তাই রোজাদার বেশি বেশি দান করে, অসহায় ও দরিদ্রকে অর্থ বা খাবার দিয়ে সওয়াব কামাই করার চেষ্টা করে। বছরের অন্য সময় যারা ফরজ নামাজ বা অন্য আমল নিয়মিত আদায় করে না, নফল ও সুন্নতের আমল চর্চা করে না, রোজার সময় তারা ফরজ আদায় তো করেই, এমনকি নফল ও সুন্নতের প্রতিও নজর দেয়। রোজার কারণেই মানুষের মধ্যে ইবাদতের এই অনুভূতি তৈরি হয়। তখন মানুষের মনে রাসূল সা:-এর সেই হাদিস উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, যেখানে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি এ মাসে কোনো সুন্নত বা নফল ইবাদত করবে তাকে বিনিময়ে অন্য মাসে আদায়কৃত ফরজ ইবাদতের সওয়াব দেয়া হবে। আর এ মাসে যে ব্যক্তি কোনো ফরজ ইবাদত করবে সে অন্য মাসে আদায়কৃত ৭০টি ফরজ ইবাদতের সমান সাওয়াব পাবে।'(বায়হাকি)

আবু হুরায়রা রা: বর্ণিত- রাসূল সা: আরো বলেন, 'রমজান মাসে আদম সন্তানের প্রত্যেকটি নেক আমলের সাওয়াব ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়।' (বুখারি ও মুসলিম)। ফলে রোজাদার রোজার মাসে সাহরি, ইফতার, তারাবিহ, তাহাজ্জুদ, জিকির আজকার, কুরআন তিলাওয়াত, দান, খয়রাত, জাকাতসহ নানান ইবাদতের মাধ্যমে তার আমলকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস পায়। এভাবে ইবাদত করার সুবর্ণ সুযোগ কেবল রমজানের রোজার কারণেই সম্ভব হয়।

সংযম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রশিক্ষণ : রমজানের সিয়াম সাধনার বড় শিক্ষা হলো ধৈর্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংযমের অনুশীলন। এই গুণগুলো একে অন্যের পরিপূরক। ধৈর্য না থাকলে জীবনে কোনো কিছুই অর্জন করা যায় না। মহানবী সা: এক হাদিসে রোজার মাসকে ধৈর্যের মাস বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'রমজান সবরের মাস, আর সবরের পুরস্কার হলো জান্নাত।' (বায়হাকি)

ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংযম সাধনা ছাড়া বড় কিছু অর্জন করা যায় না। রোজায় মুত্তাকি হওয়ার নিয়ামত লাভ করার জন্য চাই ধৈর্য, ত্যাগ ও সংযমের গুণ। রোজাদারকে সারাদিন উপোস থাকা, খাবার ও পানীয় মজুদ থাকা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকা, আরামের ঘুম থেকে জেগে দীর্ঘ এক মাস মধ্যরাতে সাহরি খাওয়া, ইফতারের পর ক্লান্ত শরীরে এশার নামাজের পরে অতিরিক্ত ২০ রাকাত তারাবিহ নামাজ পড়া, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া-ফ্যাসাদে জড়িয়ে না পড়া, অন্যায়-মিথ্যা ও ভোগের সামগ্রীকে পরিহার করা সত্যিকার অর্থে চরম ধৈর্য ও সংযমের কাজ। রোজাদার এক মাস এভাবে চলার কারণে তার মধ্যে ধৈর্য, ত্যাগ ও সংযমের মনোভাব তৈরি হয়। রাসূল সা: বলেন, 'রোজা ঢালস্বরূপ'।

এর মানে রোজা মানুষকে অন্যায়, অসত্য ও অসুন্দর কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। ঢাল দ্বারা মানুষ যেমন আত্মরক্ষা করে তেমনি রোজার ঢাল মানুষকে গোনাহ ও শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এ আত্মরক্ষার জন্যই রোজাদারকে কঠিন ধৈর্য ও সংযমের অনুশীলন করতে হয়। আর যদি রোজাদার ধৈর্য ও সংযম রক্ষা করে রোজা পালন করতে না পারে তার রোজা রাখার কোনো মূল্য নেই। আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- রাসূল সা: বলেন, 'যে মিথ্যা বলা ও তদানুযায়ী আমল করা বর্জন করেনি তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।' (সহিহ বুখারি) আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এ আত্মরক্ষার জন্যই রোজাদারকে কঠিন ধৈর্য ও সংযমের অনুশীলন করতে হয়। আর যদি রোজাদার ধৈর্য ও সংযম রক্ষা করে রোজা পালন করতে না পারে তার রোজা রাখার কোনো মূল্য নেই। আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- রাসূল সা: বলেন, 'যে মিথ্যা বলা ও তদানুযায়ী আমল করা বর্জন করেনি তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।' (সহিহ বুখারি)

সহমর্মিতা ও সৌহার্দ বৃদ্ধি করে : রমজান মাস সহমর্মিতা ও সৌহার্দের মাস। এ প্রসঙ্গে মহানবী সা: বলেছেন, 'রমজান পারস্পরিক সহানুভূতি প্রকাশের মাস।' (বায়হাকি)। ধনী বা সম্পদশালী মুসলমানরা সারাদিন রোজা রেখে ক্ষুণিবৃত্তির কষ্ট এবং উপবাস রাখার জ্বালা উপলব্ধি করতে পারে। ফলে অসহায় ও গরিব মানুষের যে কী কষ্ট তা তারা অনুধাবন করার প্রয়াস পায়। এতে বিত্তহীন ও গরিব-দুঃখীর প্রতি তাদের মনে সহমর্মিতা ও সৌহার্দবোধ তৈরি হয়। তারা সহজেই অনুভব করতে পারে গরিব ও বিত্তহীনদের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধের কথা। আল্লাহ তায়ালা ধনীদের সম্পদে গরিবের অধিকার সংরক্ষণ করে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, 'তাদের (ধনীদের) সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের অধিকার।' (সূরা জারিয়াত, আয়াত-১৯)

রোজার সময় ধনী এবং বিত্তশালীরা অভাবগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের হক সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠার সুযোগ পায়। ফলে জাকাত, ফিতরা এবং দান ইত্যাদির মাধ্যমে সওয়াব অর্জনের চেষ্টা করে। জাকাত সম্পর্কে রাসূল সা: বলেন, 'রমজানের রোজা রাখবে, নিজেদের সম্পদের জাকাত আদায় করবে এবং তোমাদের শাসকদের আনুগত্য করবে, তা হলেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (আলমগিরি, প্রথম খণ্ড)।

ফিতরার ব্যাপারে রাসূল সা: বলেন, 'যে ব্যক্তি সদকায়ে ফিতরা আদায় করবে না, তার রোজা কবুল হবে না।' এ জন্য ঈদুল ফিতরের নামাজে যাওয়ার আগেই ফিতরা আদায় করে দিতে হয়। এভাবে দান, জাকাত ও ফিতরা প্রদানের মাধ্যমে সমাজে আর্থিকভাবে দুর্বল, অসহায় ও ঋণগ্রস্ত মানুষ উপকৃত হয়। তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব হয়। এর মাধ্যমে সহমর্মিতা ও সৌহার্দ প্রদর্শনের মহান ঔদার্য রোজাদারকে তার প্রত্যাশিত জান্নাতে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করে।

রোজা শুধু বাহ্যিক পানাহার বর্জনের নাম নয়, বরং রোজার আরো কিছু দাবি ও শিক্ষা আছে। তা হলো আল্লাহর পুরো আনুগত্য করা এবং পাপ কাজ ছেড়ে দেওয়া। না হলে রোজা পালন অর্থহীন হয়ে যায়। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এই পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।' (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৯০৩)

রোজার ১০ পুরস্কার
রোজা রাখার একাধিক পুরস্কারের কথা কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি বিশেষ পুরস্কার বর্ণনা করা হলো—

১. স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক পুরস্কার : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, মানুষের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্যই—রোজা ছাড়া। তা আমার জন্য, আমি নিজেই তার পুরস্কার দেব। আর রোজাদারদের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিসকের ঘ্রাণের চেয়ে বেশি সুগন্ধযুক্ত।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৯২৭)

২. রোজা অতুলনীয় আমল : আবু উমামা (রা.) বলেন, 'আমি একবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বললাম, আমাকে এমন একটি ইবাদতের নির্দেশ দিন, যা আমি আপনার নির্দেশক্রমে পালন করব। তিনি বললেন, তুমি রোজাকে আঁকড়ে ধরো, যেহেতু এর কোনো বিকল্প নেই।' (সুনানে নাসায়ি, হাদিস: ২২২০)

৩. রোজা ঢালস্বরূপ : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'রোজা ঢালস্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মূর্খের মতো কাজ করবে না। যদি কেউ তার সঙ্গে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুইবার বলে, আমি সওম পালন করছি।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৮৯৪)
অন্য হাদিসে এসেছে, রোজা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল। হাদিসবিশারদরা বলেন, রোজা ইহকালে পাপ কাজ থেকে এবং পরকালে জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী।

৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তি : আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন, আমি নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিনও সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে ৭০ বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।' (সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৮৪০)

৫. ফিতনা থেকে আত্মরক্ষা : হুজায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'মানুষ নিজের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পাড়া-প্রতিবেশীদের ব্যাপারে যে ফিতনায় পতিত হয়, নামাজ, রোজা, দান, (ন্যায়ের) আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ তা দূরীভূত করে দেয়।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫২৫)

৬. রোজা সুপারিশকারী : রোজা পরকালে আল্লাহর কাছে রোজাদারের পক্ষে সুপারিশ করবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ বলেন, 'রোজা ও কোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমি তাকে দিনের বেলা পানাহার ও প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কোরআন বলবে, আমি তাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে দূরে রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। অতঃপর তাদের সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করা হবে।' (মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস : ১৯৬৩)

৭. জান্নাত লাভ : সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, 'জান্নাতের রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। এই দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন রোজা পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, রোজা পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ছাড়া আর কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে, যাতে এই দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৮৯৬)

৮. আল্লাহর ক্ষমা লাভ : পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'অবশ্যই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও রোজা পালনকারী নারী, লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারী নারী, আল্লাহকে বেশি স্মরণকারী পুরুষ ও বেশি স্মরণকারী নারী—এদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।' (সুরা : আহজাব, আয়াত : ৩৫)

৯. দোয়া কবুল : আল্লাহ রোজাদারের দোয়া কবুল করেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় : রোজাদারের দোয়া, অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া ও মুসাফিরের দোয়া।' (সুনানে বায়হাকি)

১০. অন্তরের পরিশুদ্ধি : রোজা অন্তরের ওয়াসওয়াসা তথা সংশয় দূর করে। আমর ইবনে শুরাহবিল (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আমি কি তোমাদের অন্তরের ওয়াসওয়াসা (সংশয়) দূর করার আমল সম্পর্কে অবহিত করব না? সাহাবিরা বললেন, কেন নয়? তিনি বললেন, তা হলো প্রত্যেক মাসের তিন দিন রোজা পালন করা।' (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ২৩৮৬)

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাই রোযা পালনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ এবং তাকওয়া অর্জন করে প্রতিটি কর্মে তার প্রতিফলন করার তাওফিক দান করুন। কুরআন নাযিলের এই মহান মাসে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ, কুরআন তিলাওয়াত, কুরআনের অর্থ বুঝতে সচেষ্ট হওয়া এবং কুরআনের আদেশ -নিষেধ গুলো নিজের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাস্তবায়নের আন্তরিক প্রচেষ্টা সহ কুরআনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার আহবান জানাচ্ছি। যাদের লেখা হতে দাওয়াতি কাজে সহায়তা নিয়েছি আল্লাহ তায়ালা তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

# WEIGHT MANAGEMENT STRATEGIES

Columnist Nozaina

As we know that hundreds of weight loss and fad diet programs promise quick weight loss, but the basis of successful weight loss remains a calorie control diet and physical activity. You have to make permanent changes in your diet and lifestyle. Here we discuss strategies to maintain weight. You have a better chance to reduce weight, if you incorporate things like a healthy diet, physical activity, reduce screen time, getting enough quality sleep, planning gradual turns, skipping obstacles, eating healthy breakfast, avoiding alcohol, etc.

**1- Motivate Yourself**
Find your inner motivation because no one can make you lose weight. Make a list of what is important to you and help you to stay focused and motivated. Find a way to make sure you can call your motivational factors during temptation. You have to take responsibility for your behavior for successful weight loss. Surround yourself with those people who support and encourage you positively without embarrassment. Find people who listen to you, create a healthy menu, and spend time exercising with you. If you do not want to share your weight-loss plan with anyone, be accountable to yourself by recording your diet and exercise, and having a weigh-in.

**2- Balanced Diet**
Diet is an essential factor in the weight loss equation. Eat a balanced diet that contains all essential nutrients in an appropriate amount. Choose food from all food groups. Replace junk food with healthy food. Our food choices can break and make our diet plan. The type of food we consume affect our weight loss goals. They can either help you to achieve your goals or destroy those goals. One of the easiest ways to lose weight is cutting down on processed food, excess sugar, and salt. Once you add nutritious food to your diet, you will notice a great change in your health.

**3- Increase Water Intake**
Water is severely underrated when we talk about weight loss. Water plays a vital role in our body. It acts as an appetite suppressant, detoxifies the body, boosts metabolism, and helps to burn body fat. Water intake before, during, and after exercise keeps the body hydrated and prevents dehydration. Before exercise 2-3 cups, during exercise ½ to 1 cup every 20 minutes, and 2-3 cups after exercise. Drinking more water during weight loss and everyday life is an important habit to develop.

**4- Stay Active**
Calorie restriction plus physical activity can help you to give a weight-loss edge. Exercise burns off excess calories that you cannot cut through diet alone. Exercise has several health benefits, such as reducing blood pressure, boosting your mood, and strengthening your cardiovascular system. It also helps in maintaining weight loss. Research shows that people who maintain their weight loss over a long time get regular physical activity. How many calories do you burn based on the duration, intensity, and frequency of your activities? Brisk walking for at least 30 minutes a day is the best way to lose body fat. If you cannot fit yourself into formal exercise, think about different ways to increase your physical activity.

**5- Get Enough Quality Sleep**
In the weight loss equation, the quality and quantity of sleep are important factors. Not getting enough sleep can lead to weight gain. Getting enough sleep fight against weight gain, and regulate hormone, and appetite. Hormonal imbalance may lead to increased cortisol and another hormone that affect sleep. It will cause you to feel hungry. You eat more than you should. Getting enough quality sleep increase energy level, improve body composition, and you feel more motivated to work out.

**6- Eat Mindfully**
Avoid overeating and pay attention to your portion sizes. Choosing small bowls and plates can help you to choose small portions for a meal. Prioritize your meal time and eat slowly with focus. On any special event choose your food sensibly.

**7- Decrease Screen Time**
Spend less time in front of a computer or television. More time in front of the TV or computer means less time on your feet. Always choose healthy enjoyable activities that keep you on your feet.

**8- Positive Attitude**
Always believe in yourself. Remember that some days will be better than others. If you overeat some days, learn to pick up yourself, and go ahead. Every day is a new beginning.

**9- Plan Gradual Turns**
When you start your healthy lifestyle journey, plan one change at a time, and incorporate it into your routine. When you have become skilled at it. Plan another change. At a time take one step then you will be directed to success.

**10-Skip Obstacles**
Be realistic with yourself. Stay away from words like, always, never, or must. On any special occasion allow indulgences. You can have your favorite food without feeling guilty. Small portions of high-caloric food will be helpful. Instead of fixating on what you do not have, enjoy every bite.

**11- Eat a Healthy Breakfast**
Never skip breakfast. Eat a healthy breakfast daily. Eating protein and fiber-rich food in the morning keeps your appetite in check for the rest of day.

**12- Avoid Alcohol**
Alcohol consumption slows weight loss. Avoiding alcohol promotes healthy weight loss. Many alcoholic beverages contain an extreme amount of sugar which negatively affects health. Eliminating alcohol during your weight loss journey helps you to achieve your weight loss goals sooner. It also boosts metabolism and promotes healthy liver function.

**13- Support Group**
Build a support group. Find a friend or family member who listens to you, motivates you, and understands what you are going through. Invite them to join you to make positive changes together.

**14- Plan Meal**
Plan your meal. It is easy to stick to on healthy diet when your pre-plan the portion of each meal. It will help you to avoid impulsive temptation.

**15- Manage Stress**
Stress leads to multiple unhealthy behaviors, such as overeating, disturbing the sleep cycle, and skipping meals. All of these habits harm health. Measure your stress level before starting any weight management routine.

**16-Eat More Filling Food**
Not all foods fill up equally. A bowl of oatmeal is more filling than one bowl of sugary cereals.

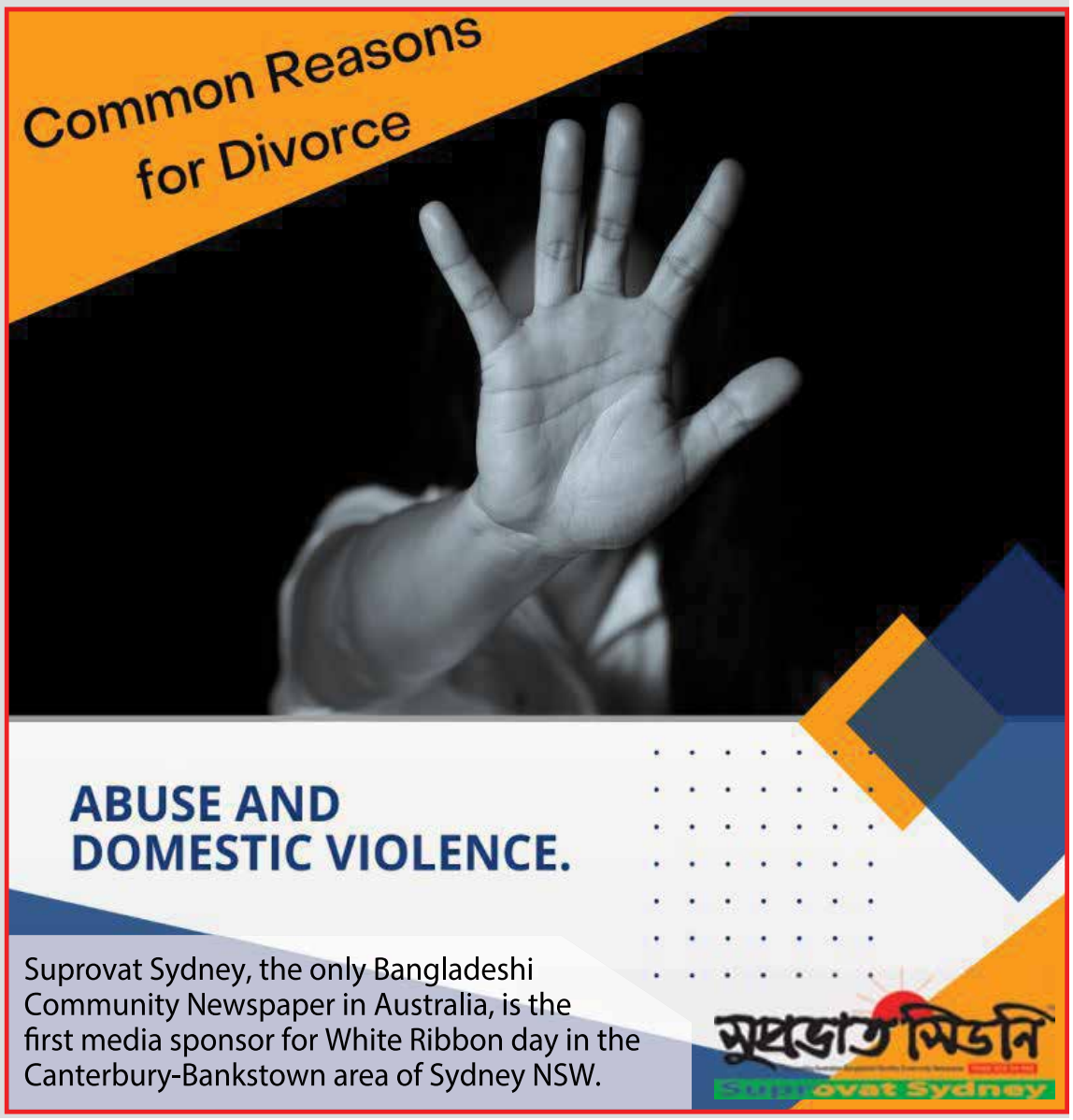

# ট্রেন্স থেকে ফিরে এসে

রউফ আরিফ

*পূর্ব প্রকাশের পর*

২.

আরমানের বিরহে রোজির দিনকাল মোটেও ভালো যাচ্ছিল না। আরমান ঢাকা ছাড়ার পরে রোজি খুব একা হয়ে যায়। একমাস দুই মাস তিন মাস পার হয়ে যায় আরমানের কোনো চিঠিপত্র আসে না। রোজি ভেবে পাচ্ছিল না, আরমান হঠাৎ এমন নিখোঁজ হয়ে গেলো কিভাবে। সে যেখানে থাকুক, যে অবস্থায় থাকুক চিঠি লিখতে তার তো কোনো অসুবিধা থাকার কথা নয়। সব চিন্তা ভাবনার অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত আরমানের চিঠি এলো। আরমানের চিঠি পেয়ে রোজির অবস্থা হলো এরকম, বর্ষার মাতাল মেঘ সরে গিয়ে যেমন শরতের নির্মল তারা ভরা আকাশ বেরিয়ে আসে, তেমনি রোজির অন্তরাকাশ থেকেও নিরাশার গুমোট আবহাওয়া বিদায় নিলো। মনের অলিতে গলিতে জমে ওঠা দুশ্চিন্তার জঞ্জাল পচে যে দুষিত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, তা আস্তে আস্তে শুকিয়ে গেলো। সৃষ্টি হলো উর্বর পলিমাটি। মাথা তুলে জেগে উঠল নতুন ঘাসের সবুজ গালিচা। বুনোফুলে গন্ধ ছড়ালো। ভোরের পাখিরা প্রভাতি গান গাইলো। সকালটাকে অর্থবহ মনে হলো রোজির কাছে।

আরমানের একখানা চিঠিই রোজির ভেতরে বাইরে যে পরিবর্তন এনে দিলো, তা তার পরিজনদের অনেকেরই নজর এড়ালো না। বিশেষ করে তার বড় দুই বোনের। আরমান লিখেছে, কোলকাতায় তার চাচাদের সাথে বেশ ঝামেলা হচ্ছে। বাবার যেসব জমাজমি চাচারা ভোগ দখল করছিল, তারা তা এখন ছাড়তে চাইছে না। নানা রকম টাল বাহানা করছে। তাই সে ঠিক করেছে এখানকার সব বিষয় আশয় বিক্রি করে দিয়ে ঢাকায় ফিরে আসবে। এখন সমস্যা হচ্ছে এইসব ঝামেলা শেষ করতে তার আরও বেশ কিছুদিন এখানে থাকতে হবে। সে জন্য যেন রোজি মন খারাপ না করে।

আরমানের এই চিঠি রোজির জন্য দারুন সুখবর। কিন্তু রোজি পড়েছে আরেক ঝামেলায়। যদিও বিষয়টা এখনো বাসায় জানাজানি হয়নি, কিন্তু আর বেশিদিন চেপে রাখা যাবে না।

সে মা হতে চলেছে। এই কথাটা বাসায় জানাজানি হওয়ার আগে আরমানকে জানানো দরকার।

রোজির চিন্তায় ছেদ পড়ল। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করল বড় আপা। নিলুফা ইয়াসমিন। তার হাতে মিষ্টির বাকস।

নে হা কর। আ-হা, তাড়াতাড়ি কর।

রোজি হা করতে করতে জিজ্ঞাসা করে, এই অসময়ে কিসের মিষ্টি?

-তোর দোলাভাই এসেছে।

-ও! তাই বল।

-আমরা সিনেমায় যাচ্ছি, তুই যাবি আমাদের সাথে?

-না। আমার ভালো লাগছে না। তোরা যা।

বড়আপা রোজির দিকে তেরছা নয়নে চেয়ে বলে, ভালো লাগছে না বলেই তো যেতে বলছি। সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকলে কি কারো ভালো লাগে। তার চেয়ে চল, বাইরে বের হলে মনটা ফুরফুরে হবে।

-রাগ করিস না বড়আপা। আমার শরীরটা ভালো নেই।

বড়আপা এবার রোজির পাশে বসে পড়ে। আচ্ছা, ঠিক করে বল তো, তোর কি হয়েছে?

-আমার যা হয়েছে তা এখন আমি কারো কাছে বলতে পারছি না। তবে তোকে সব বলবো। জীবনে কোনো কিছুই তোকে আমি লুকাইনি। এখন একখানে যাচ্ছিস, যা। পরে এ বিষয়ে তোর সাথে আলাপ করবো।

-এরকম রহস্যময়তার মধ্যে থাকলে আমার ভীষণ টেনশন হয়। এখনি বলনা।

-আমার কথা শুনে রেগে উঠবি না তো?

-না না, রাগ করবো কেন?

-রাগ করার মতো কথা যে।

নিলুফা ইয়াসমিনের চোখ ছোট হয়ে যায়। তোর কথা আমি ঠিক বুঝলাম না।

-না বোঝারই তো কথা। শোন আপা, আমি মা হতে চলেছি।

-বলিস কি! বড় আপার মাথায় যেন বজ্রপাত হলো। কতদিন হচ্ছে?

-চার মাস।

-ব্যাপারটা ঘটলো কি করে? কে ঘটালো?

-আরমান।

-আরমান! আরমানকে তো খুব ভালো ছেলে বলেই জানতাম।

-তার কোনো দোষ নেই।

-বিষয়টা বাড়িতে জানাজানি হলে তোকে তো আস্ত রাখবে না। এখন উপায়?

-আমিও তো সেইটা ভাবছি। আরমান এদেশে থাকলে কোনো সমস্যা হোতো না।

-সমস্যা হোতোনা মানে!

-আমি অন্যায় বা অবৈধ কিছু করিনি। আজ থেকে প্রায় দেড় বছর আগে আমরা বিয়ে করেছি।

-বিয়ে করেছিস? তোরা নিজেরা।

রোজির কথা লিলুফা বিশ্বাস করতে পারছিল না। কারণ, তার এই সাদাসিধা ছোট বোনটি যে এমন কাজ করতে পারে তা তার কল্পনারও অতীত। আচ্ছা, তোরা যে বিয়ে করেছিস এটা আর কেউ জানে? ডকুমেন্টারী কিছু আছে?

-হা। আমাদের বিয়ে কাজী আফিসে রেজিস্ট্রি করে হয়েছে। কাগজপত্র সব আমার কাছে আছে।

লিলুফা কিছুক্ষণ থম মেরে বসে থেকে বলল, কাজটা তুই ভালো করিসনি রোজি। তুই ছিলি আমাদের সকলের আদরের। মা বাবাও তোকেই বেশি স্নেহ করেন। তুই তাদের কথা একবারও না ভেবে এমন একটা কাজ করে বসলি। ঠিক আছে, তুই মন খারাপ করিসনে। আমি মাকে সব বুঝিয়ে বলবো। তোর এই অবস্থার কথা আরমান কি জানে?

-না।

-ওকে জানাসনি কেন?

-ইচ্ছা করেই জানাইনি। ভাবছিলাম, বেচারা এমনিতেই বেশ ঝামেলায় আছে।

-পরিস্থিতি যাই হোক, বিষয়টা তাকে জানানো উচিত। মানুষের মন, কিছু বলা যায় না। বেশি দেরি হলে উল্টো পাল্টা কিছু ভেবে নিতে পরে। তখন সমস্যা আরও বাড়তে পারে।

-ঠিক আছে। ওকে কালই চিঠি লিখবো।

লিলুফা আর বসল না। মিষ্টির ঠোঙ্গা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। যাবার আগে বলল, তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নে। আমদের সাথে সিনেমায় যাবি। এই পূয়ডে মেয়েদের একটু বেশি হাটা চলা করতে হয়। তা না হলে নানা ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে।

বড়আপা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে সে চিন্তা করতে লাগল, এখন সে কি করবে। বড় আপার সাথে না গেলে সে মাইন্ড করবে। না, বড় আপাকে চটানো যাবে না। এই দুঃসময়ে বড় আপাই তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারে।

রোজি বিছানা থেকে নামলো। প্রথমে ভাবলো সালোয়ার কামিজ পরবে। কিন্তু পেটের স্ফিতি তাকে মত বদলাতে বাধ্য করলো। সালোয়ার কামিজ ছেড়ে শাড়ি ব্লাউজ পরলো। সব কিছু ম্যাচিং করে পরতে তার বেশ সময় লেগে গেলো। রোজি পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে বেশ খুতখুতে স্বভাবের মেয়ে। যতক্ষণ তার পছন্দ মতো না হয় ততক্ষণ সে একটার পর একটা বদলাতে থাকে।

রোজি নিচে নেমে এলে লিলুফা তাকে মৃদু ভৎসনা করলো। তোর এত সময় লাগল? ছবি তো শুরু হয়ে যাবে।

আপার ধমক খেয়েও রোজি রাগ করলো না। মৃদু হেসে বলল, রাগ করছিস কেন? আমি কি রেডি হয়ে বসে ছিলাম যে ডাকামাত্র নিচে নেমে আসবো। দুলাভাইকে সেলাম জানিয়ে বলল, মেজো আপাকে দেখছি না, সে যাবে না?

বড় আপা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, কোন বন্ধুর বাড়ি যাবার নাম করে বেরিয়েছে এখনো ফেরেনি।

রোজি ঠোট ওলটালো। চোখে মুখে ঝলকে উঠল এক পশলা রহস্যময় হাসি। বলল, বন্ধুর বাড়ি না ছাই। দেখগে রমনা পার্কে অথবা সরওয়ার্দি উদ্যানের কোনো ঝোপের পাশে বসে আকবরের সাথে পিটিস পিটিস করছে।

-তোর মাথা।

-তুই তো চিরকাল আমাকে ধমক ধামক দিয়ে থামিয়ে দিলি। অথচ এই অধমের কথাগুলো দুদিন যেতে না যেতেই সত্যি বলে প্রমানিত হয়।

-ওকে হিংসা করা তোর একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। বড় আপার কণ্ঠে বিরক্তির ছাপ।

-স্যরি আপা, আমাকে এভাবে আন্ডারস্টিমেট করা তোর ঠিক হলো না। সে আমার বোন, তাকে আমি হিংসা করতে যাবো কেন? তবে সে আমাদের গোপন করে এই যে কাজটা করছে, এটা আমার ভালো লাগে না। আমাকে না বলুক, অন্তত তোকে সবকিছু বলা উচিত।

-হয়তো লজ্জা পায়। বড়বোন বলে সম্মান করে, কিছুটা ভয়ও করে। যেহেতু রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান আমরা।

দুলাভাই রোজির মুখের দিকে চেয়েছিল। তার চোখে মুগ্ধতা। রোজির পরনে আজ সাদা পোশাক। শাড়ি ব্লাউজ থেকে শুরু করে সব কিছু। ফলে ভেতরের অর্ন্তবাস পর্যন্ত স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। চুলগুলো ঢিলা করে বিনুনি গাথা। পিঠের ওপরে সাপের মতো ঝুলে আছে। কানে ঝুরি দেওয়া দুল, নাকে পাথর বাসানো নাকফুল। মুখে কোনো প্রসাধন নেই। ওর এই একটা বিশেষ বৈশিষ্ট। কখনো কোনো প্রসাধনী ব্যবহার করে না। এই ব্যাপারে বোনেরা কোনো কথা বললে, আল্লাহ যে চেহারা দিয়েছে, তার ওপরে ঘষামাজা করে কোনো লাভ নেই।

ওর এই সিম্পল বেশবাসই ওকে যেন বেশি সুন্দরি করে তুলেছে। দোলাভাইকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে রোজি দোলাভাইয়ের নাক ধরে আলতো টান দিয়ে বলল, অত লোভ কেন মিয়া? বড়বোন থাকতে ছোটবোনের দিকে নজর দিলে বড়বোন তো চটবেই, ছোটবোনও কলা দেখাবে। তখন একুল ওকুল দুই-কুলই হারিয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াতে হবে। সে খেয়াল আছে?

রোজির কথায় টুকু হোহো করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বলল, না তাকিয়েই বা করি কি। শালীকে যা দেখাচ্ছে তাতে দোলাভাইয়ের নোলার জল ঠেকিয়ে রাখাই মুশকিল।

-ভালো দেখাচ্ছে বলেই অমন হাভাতের মতো চেয়ে থাকলে নোলা কেটে দেবো। যাতে আর জল না পড়ে।

টুকু চাপা গলায় গান ধরে দিলো, 'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়া। সে কি মোর অপরাধ।'

লিলুফা স্বামীকে ধমক দিলো, এই কি শুরু করলে? থামো।

রোজি বলল, দোলাভাই তুমি পিছনের সিটে আমার বোনটার পাশে বসে তার মান ভাঙ্গাতে থাকো। আমি ড্রাইভ করছি।

-পারবে তুমি?

রোজি কাঁধ ঝাকিয়ে বলল, এই বাড়িতে যে কটা মেয়ে বা মহিলা আছে তার মধ্যে এই যোগ্যতাটা আমারই আছে। বৈধ লাইসেন্সসহ।

-তাই নাকি! কনগ্রাচুলেশসন।

***চলবে***

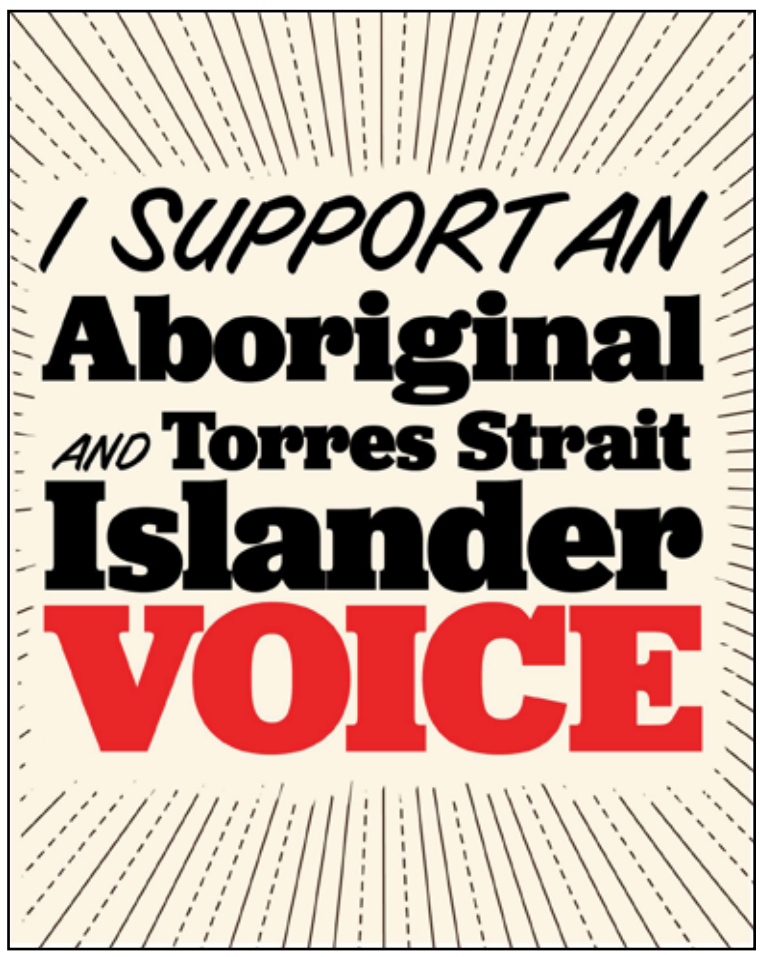

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

# অন্তরের অন্দরে

## অনিতা সরকার অণু

বসন্তের আগমন বার্তা প্রকৃতির বুকে দাঁড়িয়ে থাকা সবুজ আর ফুলেরা জানান দিচ্ছে। মিত এর সবুজ অরণ্য আর নির্জনতা ভীষণ প্রিয়। তাই সে সময় পেলেই উধাও হয়ে যায় প্রকৃতির নির্মল স্নিগ্ধ পরিবেশে।

একবার শীতের শেষ, বসন্তের আগমনী গাইছে পাখিরা। প্রকৃতি সেজেছে নানান রঙের ফুলে। পলাশ, শিমুল আর কৃষ্ণ চূঁড়ার ডালে লেগেছে বসন্তের ছোঁয়া। বসন্তদূত গাইছে মিষ্টি সুরে।

এমনই মনোরম নির্জন অরণ্যে হঠাৎ দেখা এক কিশোরীর সঙ্গে। পরনে তার কচি সবুজ রঙিন তাঁতের শাড়ি। শ্যামলা গায়ের রঙ। চোখ দুটো যেন মায়া ভরা। ঠোঁটের কোণে স্নিগ্ধ হাসির আভা। পিঠ ভর্তি খোলা চুল। ও বসে ছিল একটা কৃষ্ণচূঁড়া গাছের নিচে। সামনে রাখা কিছু বই।

মিত শুধু অপলক তাকিয়ে দেখছিল আড়াল থেকে। এত মায়াবী মুখ সে এর আগে কখনও দেখেনি। জীবনের দীর্ঘ সময় সে পার করেছে বহু নারীর সান্নিধ্যে। আজ এতটা সময় পেরিয়ে এসেও কোথায় যেন একটা শূন্যস্থান রয়ে গেছে নিজের অজান্তে।

সেদিনের পর থেকে মনে গহিন একটা চোরা অচেনা ঢেউ দুলে দুলে উঠছে সময়ে-অসময়ে। সময় যেন থমকে যাচ্ছে মাঝেমাঝেই। কোনো কিছুই ভালো লাগে না। বারবার সেই মুখ চোখে ভেসে আসে। হাজারো কাজের মাঝে একটা অদম্য অস্থিরতা টেনে নিয়ে যায়ওই অচেনা কিশোরীর কাছে।

মিত কাজে মন দিতে পারে না। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যেতে থাকে। রাতের বেলায় আলোশূন্য ঘরে। ওই কিশোরীর অস্তিত্ব অনুভব করে। সে ভাবে আবার যাব সেই স্থানে। যদি দেখা হয়ে যায়।

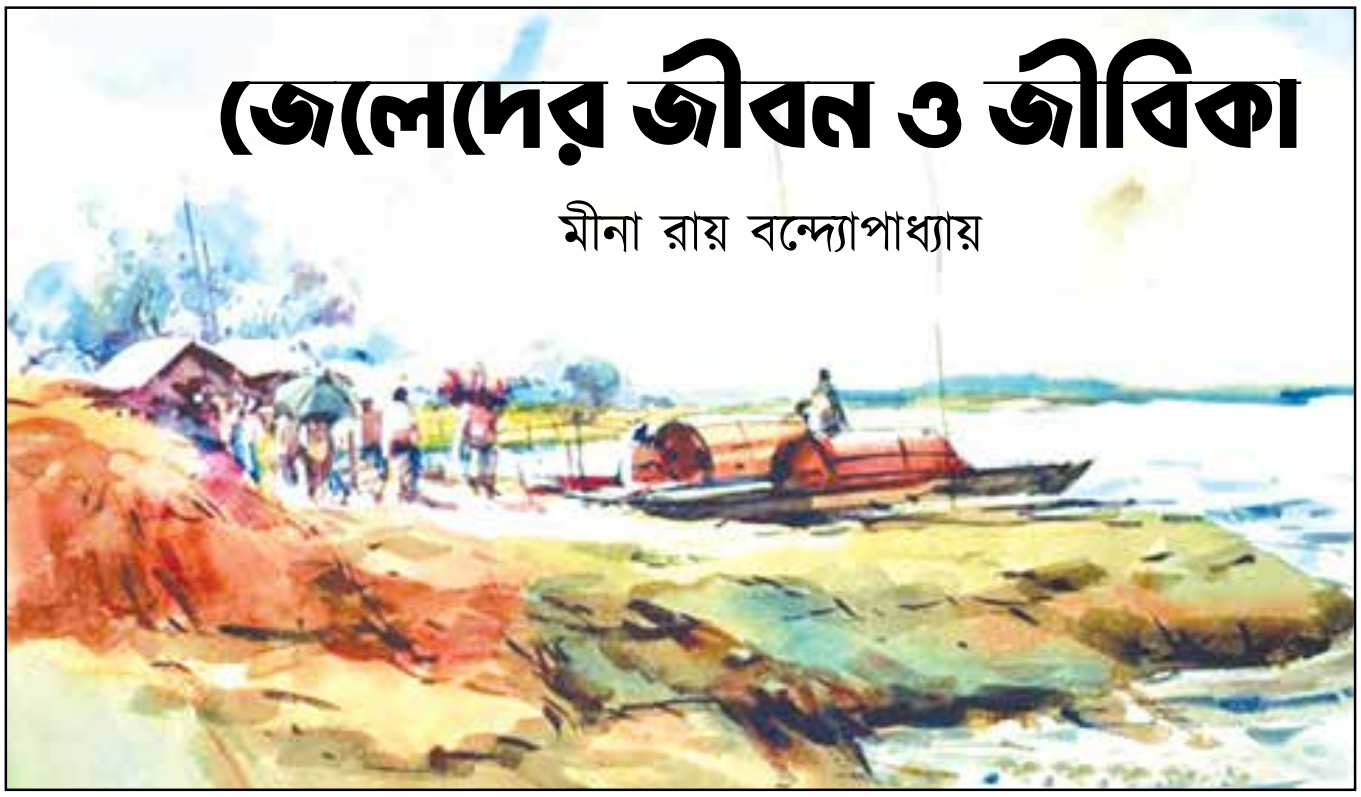

# জেলেদের জীবন ও জীবিকা

## মীনা রায় বন্দ্যোপাধ্যায়

জলে জাল ফেলে রুপোলি শস্য ধরা সমুদ্রের মণিমুক্তো আহরণ করা পেশা ও নেশা যাঁদের তাঁরাই জেলে বা মালো। সাধুভাষায় ধীবর। সুতরাং জেলেদের জীবন অত্যন্ত কঠিন সংগ্রামের। সর্বদাই প্রাকৃতিক ঝড় ঝঞ্ঝায় শঙ্কিত। সলিল সমাধি হবার আশঙ্কায় তাঁদের দিনরাত্রি অতিবাহিত। প্রসঙ্গত মনে পড়ে কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "পদ্মা নদীর মাঝি" উপন্যাসটি। যেখানে জেলেদের জীবন জীবিকার স্পষ্ট চিত্রটি অত্যন্ত বাস্তবতার গাঁথানিতে প্রবাহিত।

যাঁরা গৃহে বসবাস করেন, কিন্তু পুকুর ডোবা খাদে ও ঘেরে অথবা কাছাকাছি নদীতে কিংবা মাছ চাষ করে ফিসারি থেকে মাছ ধরেন তাঁদের কথা ভিন্ন। যাঁরা সমুদ্রে পানসি নিয়ে অথবা ভেসেল নিয়ে মাছ ধরে বেড়ান তাঁদের জীবন ও জীবিকা ভয়ঙ্কর। দুচোখ ভরে স্বপ্ন সাজিয়ে মহাজনের ঋণে অধিক সুদে টাকা নিয়ে টলার, ভেসেল, জাল ইত্যাদি কিনে জলের মধ্যে দিনে রাতের সংসার তাঁদের। ডাঙার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম তাঁদের সম্বল একটি রেডিও, এখানে গভীর সমুদ্রে যাঁরা মাছ ধরতে যান সেই সমস্ত মৎসজীবিদের জন্য সতর্কবার্তা জানানো হয় নিত্য প্রাত্যহিকীতেই।

প্রধানতঃ বাঙালির প্রিয় খাদ্য মাছ ভাত। এখন মৎসজাত খাবারের ড্রাইফুড বাজারে প্যাকেটজাত মেলে এবং বিভিন্ন দেশে তা রপ্তানি হয়। মাছ ধরবার ও মাছ চাষের কলা কৌশলের রকম ফের হয়েছে। সমুদ্র ছাড়াও মানুষ পিসিকালচার পাঠ করে অত্যন্ত লাভজনক এই মাছের চাষ করছেন। সুটকি মাছও বহু মানুষের সমাদৃত । ভেড়ীতে চিংড়ি, মাগুর, কই, সিঙ্গী শোল প্রভৃতি মাছের চাষ করে অনেকেই লাভবান হচ্ছেন। এক্ষেত্রে কর্মের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করে তাঁদের জেলে বলতেই পারি।

তবে পুরির সমুদ্রে ভোরে টাটকা মাছ কিনতে গিয়ে দেখেছি, জেলেদের কঠিন কঠোর জীবন সংগ্রাম কাকদ্বীপ, সুন্দরবন এলাকায় টলারেই বর্ষাকালটা কাটে।

ছোট্ট পানসি সমুদ্রের ঢেউয়ে দুলছে কখনো ডুবছে। নুলিয়া ছেলেরা নৌকোর সঙ্গে তালমিলিয়ে শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় লড়াই করছে দুটো পয়সার জন্য। তীরে নৌকা ভিড়তেই মানুষের ভীড়। ঝুঁকে পড়েছে। জেলেরা এক একটি ভাগ করে রেখে আন্দাজে মূল্য নির্ধারণ করছেন। ওজন টোজন নয়। পার্সে, কাঁকড়া, চিংড়ি, বোয়াল মাছের ভিন্ন ভাগ। আছে সামুদ্রিক ঝিনুক, শাঁখ, রঙিন পাথর কতো কি! ঘর সাজানোর সামগ্রী এই রত্নাকরের বুক থেকে সদ্য তুলে আনা।

তবে এতো কষ্টের রুপোলি শস্যের মূল্য জেলেরা পান কম। বেশির ভাগ চলে যায় কর্জের সুদ মেটাতেই। সস্তায় তাঁরা এই মাছ তাঁদের দিতে বাধ্য। স্বপ্ন সফল হবে সুদখোর মহাজনের ঋণ পরিশোধ করে। যা আদতে সম্ভব হবে কি কেউ জানে না। কখন তরণী সমেত ডুবে যায় সমুদ্রের অতল গভীরে অপূরণীয় স্বপ্নসমেত।

তবুও ওরা কাজ করে। দেশে দেশান্তরে। সমাজের সেবা করে। মানুষের খাদ্য মৎস প্রোটিনের যোগান দেন যুগে যুগে। কিছু মাছের কর্ড, হাঙর ইত্যাদির তেল ওষুধের কাজে লাগে। শঙ্কর মাছের লেজ চাবুক হয়।

জেলেরা নিজেদের জীবনকে মৃত্যুর দোলে দুলিয়ে প্রচুর রত্ন সামগ্রী আনেন- যা বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে লাগে। সর্বোপরি, বালি তুলে নৌকা ভরে অট্টালিকা গৃহ প্রাসাদ নির্মাণের যোগান দেন তো এই জেলে ভায়েরাই। না হলে আমরা তাঁদের কথা এমন করে পরিচ্ছন্ন ঘরে বসে ভাবতেই পারতাম না। সরকার এঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে এঁদের জীবিকাকে পূর্ণ মর্যাদা দেন, পাশপাশি আমরা তাঁদের গুরুত্ব অনুভব করে সম্মান করলেই প্রকৃত সমাজসেবী মানুষ হিসেবে তাঁরা গণ্য হন। কোনো কাজ ছোটো নয়। এক্ষেত্রে যাঁর কাজ তাঁর সাজে। সবাই এই ঝুঁকির জীবিকা নিতেই অক্ষম তাই না বন্ধু!

# শুধু তুমি, আর শুধু তুমিই

## শুভজিৎ বোস

সমুদ্রের ঢেউগুলি আজ বড়ই দুরন্ত
বিদ্যুতের মতো বুকে এসে লাগে!
অথচ এই ঢেউয়েই একদিন রঙিন স্বপ্ন বুনতাম!
রোদের মাস্তুল আমাকে জড়িয়ে ধরতো অগোছালোভাবে।
জোৎস্নার রং আজ চাঁদে কবর খোঁড়ে!
দীর্ঘশ্বাস জুড়ে ভেঙে পড়ে সন্ধ্যার শরীর,
তবুও কোথাও অন্ধকারের দেয়ালে দেখি আলোর জাগরণ,
অভিধান ডিঙিয়ে খুঁজি এ জন্মের শান্তি প্রেম,
রাত্রির মুখে প্রদীপের আলোর দুঃখ-দাগ!
আদরের বিলি কাটে ভেতরে ভালোবাসার ঘ্রাণ।
বুকের উনুনে জ্বলে ওঠে প্রেমের ঐশ্বর্য,
জানালার ওপারে দেখি বিস্তীর্ণ ছায়াপথ,
পৃথিবীর শীর্ণ স্তনে খুঁজি অমৃতের স্বাদ।
নাভিফুলের বিছানায় দেখি উদ্ধত সন্ত্রাস-চিহ্ন,
নৈঃশব্দের উঠোনে জুড়ে এখনো শুধু তুমি আর তুমিই।

# নিপাত যাক

## শেখ সজীব আহমেদ

নাই রে নাই আগের মতো পাঠ্য বই
ভুল তথ্যে আছে রে ভরা,
কেমন করে দেখবে তারা আলোর মুখ?
সঠিকভাবে হবে না পড়া।

বান্দরের বাচ্চাগুলো গেছে বাইড়া
নাস্তিকতা ওদের মনে,
ইসলামের ক্ষতি করতে পারবি না রে
ধ্বংস হবি কিন্তু ক্ষণে।

কী পড়াচ্ছে কী শিখাচ্ছে হায় রে হায়
চটির মতো আছে কাহিনি-
পশ্চিমার সংস্কৃতি ঢুকালো কারা?
নিপাত যাক সেই বাহিনী!

# মেঘের এপার ওপার

## জহিরুল হক বিদ্যুৎ

বুকের চাতালে কষ্টরা জমাট বাঁধে
অসহ্য নিরেট বরফের মতো;
হিমহিম শীতের তীব্রতায়
নিঃশ্বাসের সবুজ প্রকৃতি জুবুথুবু।
আমি বলি, দ্রুত নেমে পড়ো
সুউচ্চ আল্পসের রক্তহিম চূড়া হতে।
ঘুরে দাঁড়ানোর তাপে গলে যাক বিরহ,
জলের গান ছন্দ তুলুক চোখের তীরে।
কালো মেঘগুলো ঢেকে দিতে পারে
তেজোদ্দীপ্ত সূর্যের আলোকচোখ।
মেঘের এপারে অন্ধকার
ওপারে প্রসন্ন রবির আলো।
মেঘ গলে পড়লেই নামবে অঝোর বৃষ্টি,
বৃষ্টির মিছিল ভাঙতে পারে একাকীত্ব।
অবশেষে বরফ গলা নদীতে
ধুয়ে যাক দুচোখের সব বিষণ্ণ ধুলো।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2023
Year-15


# The Premier's Harmony Dinner 2023

**Suprovat Sydney Report**

The Premier's Harmony Dinner, hosted by the Minister for Multiculturalism is a spectacular event to recognise and celebrate the significant contributions made by multicultural leaders.

Wonderful to catch up with the multicultural family at the Premier's Harmony Dinner, a glittering gala to recognise and celebrate the significant contributions made by multicultural leaders. Heartiest congratulations to all the nominees and winners, from Suprovat Sydney the only Bangladeshi community Newspaper in Australia.

The 2023 Premier's Harmony Dinner takes place on Thursday, 23 February, at the International Convention Centre. The selflessness, care, and passion of 16 individuals and community organisations have been recognised at the Premier's annual Harmony Dinner in Sydney

More than 1,500 guests, including community leaders, corporate and business leaders, members of Parliament, and non-government organisations on the night.

"Since 2012, the NSW Government has been celebrating the dedication of people who passionately serve their communities all to make our state a better place," Mr. Perrottet said.

"Each of the people and organisations we are honoring tonight shows that while we all come from different backgrounds, we are all driven by the same goal of wanting to create a stronger future for NSW."

"This is one of the biggest events of its kind in Australia, and I believe that is fitting given we have the strongest and most harmonious multicultural society," Mr. Coure said.

"Of course, we wouldn't have the great state we do without the amazing contributions of the caring and selfless people we champion tonight."

For the first time, the outstanding contribution of a community language teacher was also recognised with an inaugural medal, with Ms. Odarka Brecko being awarded for more than 50 years of advocating for and supporting the maintenance of the Ukrainian language, culture, and traditions. Her leadership in education and within the community has directly influenced more than 5,000 young people.

The Premier's Harmony Dinner continues to celebrate the NSW Government's commitment to a cohesive and inclusive society in which the cultures, languages, and religions of all citizens are embraced.

Md.Rashidul Islam, the reporter of Suprovat Sydney, the only Bengali Newspaper published in Australia, joined there to cover the event.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper । সত্যের সাথে সব সময়


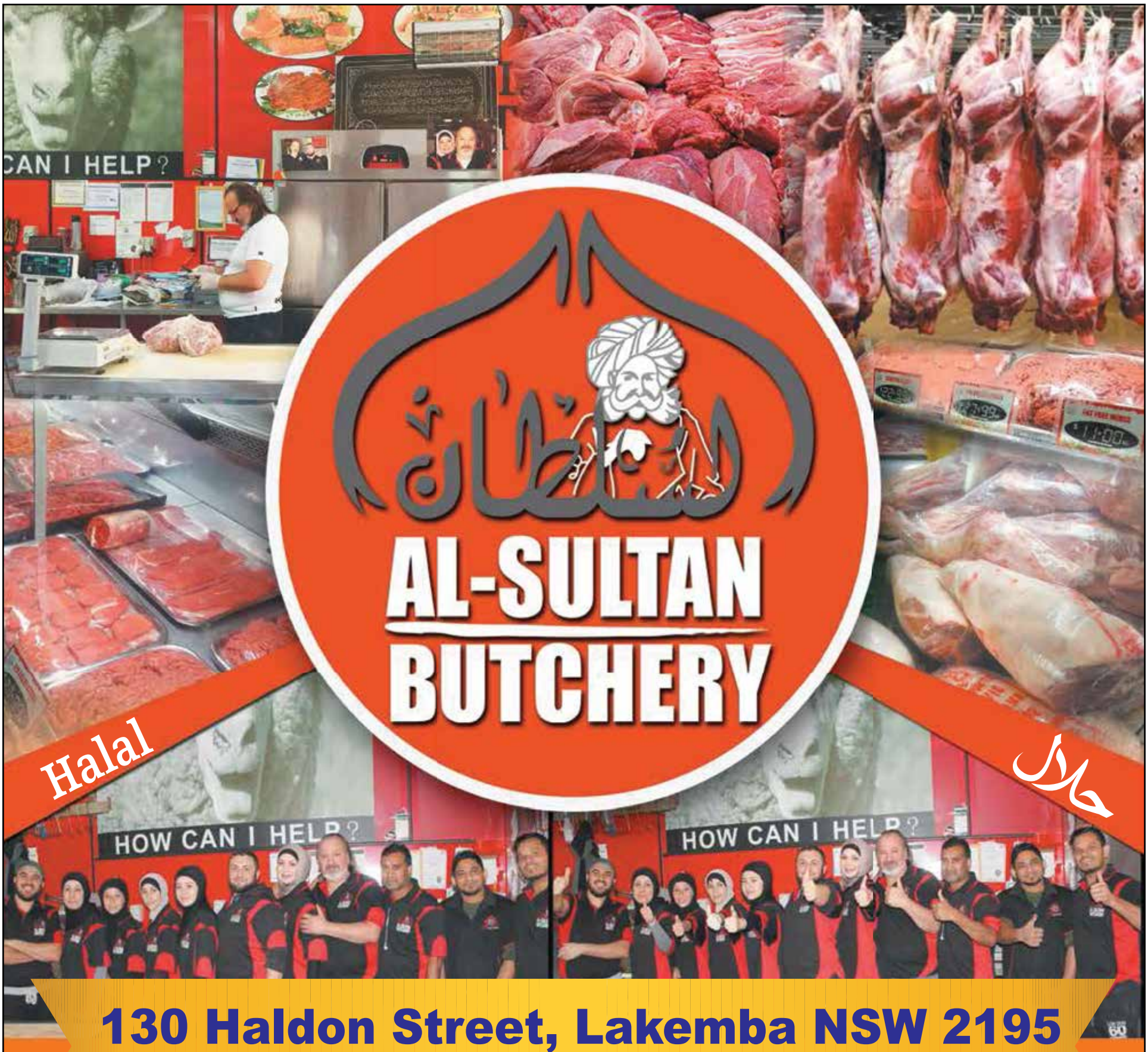


130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9750 4290

- Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
- Fresh chicken Daily
- Fish & seafood
- Frozen vegetables
- Free delivery
- Competitive prices
- We don't have any other branches

Suprovat Sydney
Copy Right Protected

Haitham Morabi
Manager
0402 016 210

Mahmoud
0416 874 859

Supplier of Finest Quality Meat

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2023
Year-15

# সেইতো এলে ফিরে

আহমদ রাজু

আলমারির গোপন ড্রয়ারের ভেতরে থাকা হলুদ খামের চিঠিটা যখন রুনার হাতে উঠে আসে তখনও তার মন ছিল ফুরফুরে। কিছুক্ষণ আগেই সে গোসল সেরে বিয়ের সাজে সেজেছিল। সেই টুকটুকে লাল বেনারশি শাড়ি, ব্লাউজ আর কপালে মেরুন কালারের বড় একটা টিপ। অবশ্য লাল রঙের টিপ বরাবরই পছন্দ রুনার। বিয়ের পর সব পছন্দ সপে দিয়েছে সজলের কাছে। সজল যে তাকে বোঝে না তা নয়; বোঝে- প্রচণ্ড বেশি বোঝে। আর বোঝে বলেইতো দু'জনের ভাললাগা একাকার হয়ে মিশে আছে নদীমাতৃক বাংলাদেশের মতো। এমনিতেই স্বাভাবিকভাবে সুন্দর বলতে যা বোঝায় রুনা তার থেকেও অনেক বেশি। কাঁচা হলুদ গায়ের রং, দীঘল কালো চুল তার কীর্তনখোলার মতো, চোখ দুটি একবিংশ শতাব্দীর বনলতাকে হারা মানাবে। আর তার চলার ছন্দে খুঁজে পাওয়া যায় কোন এক গাঁয়ের মেঠো পথের অস্তিত্ব।

বারো বছরের ক্ষীপ্র গতির সংসার হলেও নতুনের আগমন ঘটেনি এখনও। এজন্যে কেউ কাউকে দোষারোপ করে না। দু'জন সমানতালে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হলেও তেমন অগ্রগতি এখনও চোখে পড়েনি। যে যা বলেছে- যেখানে যেতে বলেছে সেখানে গিয়েছে। সজল ব্যক্তিগতভাবে তাবিজ-কবজে বিশ্বাস না করলেও এক্ষেত্রে সে সুবোধ বালকের মতো চলে গিয়েছে ফকির বাড়িতে। তাবিজ বেঁধেছে গলায়-হাতে। পানিপড়াও খেয়েছে নিয়ম করে; যদি কোন ফল হয়। হয়নি; কোন ফল হয়নি। বাড়িতে যে অদৃশ্য শূন্যতা, সে শূন্যতা রয়েই গেছে। অবশ্য শূন্যতা বোঝার উপায় নেই দু'জনের দাম্পত্যে- দু'জনের একাগ্রতায়।

খামের উপরে প্রাপক- সজল আহমেদ লেখা দেখে আগ্রহ বাড়ে রুনার। তাছাড়া এই গোপন ড্রয়ারের কথা সে জানতো না। আজ আলমারি পরিষ্কার করতে যেয়ে ড্রায়ারের অস্তিত্ব অনুভব করে কৌতুহলবসতঃ সেটি খোলে। সেখানে আহামরি কিছু না থাকলেও কিছু কাগজের সাথে পরম মমতায় চিঠিটা রাখা ছিল।

সে চিঠিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে থাকে। না খামের মুখ খোলা বা ছেঁড়া নেই। তবে হয়তো সজল সাবধানে খুলে চিঠিটা পড়ে আবারো আঠা দিয়ে মুখ আটকিয়ে রেখেছে; মনে মনে ভাবে রুনা। তার চোখ পড়ে খামের ডান পাশটা খোলা, আপাত দৃষ্টিতে যা দেখা যায় না। সে তড়িঘড়ি ভেতর থেকে কাগজটা বের করে এক নিমেষে পড়ে শেষ করে। ভালবাসার কথা লেখা এটা নিশ্চিত। তবে তা কাব্যিক ভাষায়। সজলের সাথে অন্য কারো সম্পর্ক আছে? যদি তার মনে এতকিছু থেকে থাকে তাহলে বলতে পারতো; আমি পথ ছেড়ে দিতাম।

মুহূর্তে চোখ দুটি লাল হয়ে ওঠে। তবে কী এত বছর শূন্যের ওপর ভালবাসা নামক ইমারত নির্মাণ করে চলেছে! সজল একবার অন্তত তাকে কথাটা বলতে পারতো! একটা শূন্যতা এ সংসারে রয়েছে সত্য, তাইবলে তলে তলে এতকিছু! সে কেঁদে ওঠে। মুহূর্তে তার জীবনটা উলট পালট হয়ে যায়। কী উৎসাহ-উদ্দিপনা নিয়ে সেজেছিল! সজলের প্রিয় মোরগ পোলাও রান্না করে অপেক্ষায় ছিল তার! আজ যে তাদের বারো তম বিবাহ বার্ষিকী! একটু পরেই ফিরে আসার কথা সজলের। অন্যদিন দুপুরে বাড়ি খেতে না আসলেও আজ সে সকালে বের হবার সময় বলেই গিয়েছিল দুপুরে খেতে আসবে। রুনা মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, এ সংসারে সে আর এক মুহূর্ত থাকবে না। মিছেমিছি কেন সজলের সুখের মাঝে অন্তরায় হবে? তার চেয়ে তাদের পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে সংসারটাকে ভরিয়ে দেবার জন্যে সহযোগিতা করা তার কর্তব্য। এমনিতে এত বছরে একটা সন্তানের মুখ দেখাতে সে ব্যর্থ হয়েছে। এখন আর জায়গা আকড়িয়ে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে ভাল বাবার বাড়িতে চলে যাওয়া। ভাইয়েরা অন্তত তাকে তাড়িয়ে দেবে না এটুকু বিশ্বাস আছে। আর যদি একান্তই তাদের কাছে না থাকতে পারে তাহলে ছোটখাট একটা চাকুরী জোগাড় করা খুব একটা কঠিণ কিছু হবে না বলে মনে হয় তার।

সে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায়। বিয়ের শাড়ি কাপড় খুলে খাটের ওপর রাখে। কপালের টিপ খুলে নিচে ফেলে দেয়। মনের মাঝের কষ্টটাকে সে যথাসম্ভব চেপে রেখে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে। সজলের আসার সময় ঘনিয়ে আসছে- বেশি আর দেরি নেই। হয়তো এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে সে ফিরে আসবে। তার আগে রুনাকে চলে যেতে হবে।

খাবার টেবিলে খাবার সাজিয়ে পাশে একটা কাগজের চিরকুট রেখে সে এক কাপড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ঘর থেকে বের হবার সময় তার হৃদয় থেকে কান্না জোয়ারের মতো উছলিয়ে উঠছিল; যা সে অনেক কষ্টে সামাল দিয়েছে।

হাতে একটা ফুলের ডালি নিয়ে সজল বাড়ি আসে। কলিংবেল চাপ দেয় বার কয়েক। ভেতর থেকে কোন সাড়াশব্দ শুনতে পায় না। তবে কী রুনা বাইরে কোথায় গিয়েছে? সে না বলে কোথাও কোনদিন গিয়েছে অন্তত এই বারো বছরে এমনতো মনে হয়নি! নিজের মনের সাথে কথা বলে সজল। আর অপেক্ষা না করে নিজের ব্যাগে রাখা চাবি দিয়ে ঘরে ঢোকে। ঘরের ইলেকট্রিক বাতিগুলো তখনও জ্বলছিল। না এ ঘরে-ও ঘরে কোথাও নেই। খাটের ওপর যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিয়ের শাড়ি, ব্লাউজ আর তার পছন্দের মেরুন কালারের লাল টিপের পাতা। ডাইনিং টেবিলের ওপর খাবার ঢেকে রাখা। সেখানে থাকা সাদা কাগজের দিকে নজর যায় তার। কাগজটা হাতে তুলে নেয় সে। তাতে লেখা-

সজল,

আমি চলে যাচ্ছি। আমাকে খোঁজার বৃথা চেষ্টা করো না। তোমরা সুখি হও।

-রুনা

কথাগুলো স্রেফ এটুকুই। সজল বুঝতে পারে না সে হঠাৎ কেন এমন সিদ্ধান্ত নিল রুনা। কী এমন ঘটলো যে, যার জন্যে তাকে কঠিণ সিদ্ধান্ত নিতে হলো? গত বারো বছরে তার সাথে এমন কিছু হয়েছে বলে তার মনে পড়ে না। কোন অভিমানে সে ঘর ছাড়লো? আকাশ-পাতাল ভেবে কোন সন্তোষজনক বিষয় মাথায় আসে না সজলের।

রুনা যদি বাবার বাড়ি যায় তাহলে সজলের পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ সে শ্বশুর বাড়ির ঠিকানা জানে না। বিয়ের পরে একদিনও সেখানে যায়নি। শুধু বরিশাল বাড়ি, এটুকু শুধু জানে। মাঝে মধ্যে শ্বশুর বাড়ির লোকজন এখানে বেড়াতে আসতো ঠিকই তবে একদিনও তার বরিশালে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আজ বুঝেছে, না যাওয়াটা মস্তবড় ভুল ছিল। গেলে অন্তত এই বিপদের সময়ে একটা গতি হতো নিশ্চয়। সে বুঝতে পারে না কী হচ্ছে আর কী হয়েছে। সে এখন কী করবে- কার কাছে যাবে?

সজলের মনে খটকা লাগে। চিঠিতে রুনা লিখেছে- "তোমরা সুখে থেকো" এই তোমরা বলতে রুনা কাকে বোঝাতে চেয়েছে? তবে কী সে তাকে সন্দেহ করছে? নাকি অন্য কিছু! তবে আর যাই হোক, রুনা অন্তত সজলকে সন্দেহ করতে পারে না এ ব্যাপারে একশো ভাগ নিশ্চিত সজল। বারো বছরের সংসার- চার বছর কেটেছে কলেজে। মোট ষোল বছরের চেনা জানায় একদিনও তার সাথে মনোমালিন্য হয়নি। তবে আজ কিসের জন্যে....। তার মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। চোখের সামনে অস্পষ্ট হয়ে যায় সবকিছু। সে কোন রকম সোফার হাতল ধরে তার ওপর বসে নিজেকে সামলিয়ে নেয়।

শীতের শুরু। কুয়াশা ভেজা ভোর। গাছের পাতারা ভিজে চুপষে আছে যেন। মটরশুটির ক্ষেতে নতুনের আগমন। গাছিরা খেজুর গাছ তৈরিতে ব্যস্ত। আর ক'দিন পরেই গাছ থেকে সংগ্রহ করবে নতুন রস। দূরে রাখাল সারিবদ্ধভাবে গরু নিয়ে মাঠের মাঝ দিয়ে কোথাও যেন যাচ্ছে। এমনি ক্ষণে রুনা মেঠো পথ বেয়ে গ্রামের দিকে রওনা দিয়েছে; যেখানে তার বাবা-মা, ভাইদের সংসার। অধিকাংশ রাস্তা ধূলিময় হলেও জায়গা বিশেষ দুবলা ঘাসে ভরে আছে। সেখানে জমে থাকা শিশির বিন্দু পা ভিজিয়ে দেয় রুনার। মন তার ভারাক্রান্ত হলেও মুখে তা প্রকাশ পায় না। সে হেঁটেই চলেছে। ঢাকা থেকে বরিশাল লঞ্চে। লঞ্চঘাট থেকে বাসে উজিরপুর বাজার। তারপর এই দীঘল পথে হাঁটা।

সকালে রুনাকে দেখে বাড়ির সকলে অবাক! কোন চিঠিপত্র নেই। একদম স্বশরীরে উপস্থিত! মা এগিয়ে আসে উঠানে দাঁড়িয়ে থাকা রুনার দিকে।

"রুনা; মা তুই...!" রুনাকে উদ্দেশ্য করে বলল তার মা।

"কেন মা? আমাকে কী আশা করোনি?"

"না তা নয়। অন্তত একটা চিঠিতো দিতে পারতিস?"

"তা হয়তো পারতাম। আসলে আমি অপ্রস্তুতভাবে চলে এসেছি।"

"রুনা কোন সমস্যা?"

কেঁদে ওঠে রুনা। "আমি আর ওখানে ফিরে যাবো না মা।"

রুনার মা ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে। "বলিস কি?"

"আমি ঠিকই বলছি মা। আমি আর ফিরে যাবো না ওঘরে।"

"জামাই কী কিছু বলেছে?"

রুনা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, "সে কী বলবে? যা করেছে তা বলার ওপর দিয়ে গেছে।"

"জামাই অন্যায় কিছু করতে পারে আমি তো ভাবতেই পারি না। "

"আমিও কি ভাবতে পেরেছি মা? সে আর একজনের সাথে..." কথা শেষ করতে পারে না রুনা। সে শব্দ করে কাঁদতে থাকে। তার বুক যেন ভেঙে খান খান হয়ে যায়।

"তোর কোথাও ভুল হচ্ছে হয়তো...।"

"আমার কোন ভুল নেই। আমি হাতে নাতে প্রমাণ পেয়েছি।"

মা শান্ত□না দেয় মেয়েকে। "থাম মা থাম। তোর আর কী করার আছে বল। নিয়তি ভেবে সব মেনে নে। এ তোর কপালে লেখা ছিল। তা না হলে তুই নিজেই কেন তাকে পছন্দ করে বিয়ে করবি। আর কেনইবা এত বছর পরে সেখান থেকে ফিরে আসবি?"

রুনার হঠাৎ অন্তর্ধানে সজল নিজেকে সামলাতে পারে না। সে ভেঙে পড়ে খুব। দিন যত গড়াতে থাকে শরীর তার ততই খারাপের দিকে ধাবিত হয়। তার মা-বাবা আর ছোট দুই ভাই মীরপুরে থাকলেও অফিসের কাছে থাকার জন্যে বাবা মায়ের অনুমতি নিয়ে সজল থাকতো সাভারে। এখানে বাড়িটা পরে সে নিজেই কিনেছিল। সজলের শরীর খারাপ জানতে পেরে তারা সাভারে এসেছে। সেবা-যত্ন করে সজলকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করলেও কিছুতেই কাজ হয় না। দিন যতই পার হয় ততই তার শরীর খারাপ থেকে খারাপতর হয়েই চলেছে। শেষপর্যন্ত তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। কি এক অদৃশ্য কারণে তার শরীর শুকিয়ে শীর্ণকায় হয়ে যাচ্ছে। এ টেস্ট সে টেস্ট করে অসুখ ধরা পড়ে না। শরীরের হাড়গুলো সব এক নিমেষে গুনে শেষ করা যায় এখন। হৃদযন্ত্র টিনটিন করে চললেও মনে তার ভাবনা আকাশ কুসুম। সে ভাবনা রুনাকে নিয়ে। এতদিনে ভাবনার গতিতে একটুও ভাটা পড়েনি। কেন কী কারণে কিসের মোহে তাকে সে ছেড়ে গেল? কোন অপরাধেইবা এই অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে নিজে সুখের সাম্পানে ভেসে বেড়াচ্ছে? এখন সে কেমন আছে? নাকি ভুলের অনুতপ্তে দহন জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছে নিরবধি? কোন সদুত্তর নেই সজলের কাছে। সে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে আর তার দু'চোখের কোন বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে নীরবে। পাশে বসে থাকা মায়ের চোখ যা এড়ায় না। সে সজলের চোখের পানি মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, "অত চিন্তা করিস কেন বাপ? তোকে ছেড়ে যদি সে ভাল থাকে তাহলে তুই কেন ভাল থাকবি না? একটা স্বার্থপর মানুষের জন্যে তুই কেন নিজেকে শেষ করছিস তিলে তিলে? আগে সুস্থ হয়ে ওঠ তারপর আমরা রুনার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে দেখে তোকে আবার বিয়ে দেবো।"

*২৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

# সেইতো এলে ফিরে

*২৬ তম পৃষ্ঠার পর*

সজল মায়ের কথার কোন উত্তর দেয় না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

"একটু বোঝার চেষ্টা কর, এতদিন যে ফিরে আসেনি, তোর একবারও খোঁজ দেয়নি, তার জন্যে কেন নিজেকে শেষ করছিস? তুই কিছু কী বুঝিস না? তোর জন্যে- তোর সাথে আমরা সবাই কষ্ট পাচ্ছি!" ছেলের মাথায়-কপালে হাত বোলায় মা।

সজলের কথা বলতে ইদানীং কষ্ট হয় খুব। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "আমি জানি মা, তোমরা সবাই আমার জন্যে কত কষ্ট করছো। আমিতো ভাল আছি মা। আমাকে এখানে কেন রেখেছো?"

ছেলের মাথাটা আলতো করে নিজের কোলের উপর নিয়ে চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, "তুই বাড়ি ফেরার মত এখনও হসনি। ডাক্তার বলেছে, আরো কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে।"

"তোমরা আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলো। আমার এখানে মোটেও ভাল লাগছে না।"

"তুই দুশ্চিন্তা বাদ দে। দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে।"

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সজল। বলল, "আচ্ছা মা; বলতে পারো, মানুষ মানুষকে এভাবে ভুলে যায় কী করে?"

"চুপ কর; একটু চুপ কর।" বলে ছেলের মুখে-মাথায় হাত বোলায় তার মা।

"কেন চুপ করবো মা? কেউ যদি এভাবে চলে যেতে পারে আমি কেন বলতে পারবো না?" চোখ বেয়ে তার অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে নিচে।

ছেলেকে অসুস্থ দেখে মায়ের মনের অবস্থা যে কেমন তা একজন মা-ই বুঝতে পারে। ছেলেকে নিজের সামনে এভাবে কষ্ট পেতে দেখেও কিছু করতে পারে না সে। ডাক্তার অবশ্য বলেছে, দুশ্চিন্তামুক্ত হলেই সে ভাল হতে পারে নতুবা সামনে তার কঠিন সময়। তাইতো ছেলেকে সে সময়-অসময় বিগত অতীতকে ভুলিয়ে রাখার বৃথা চেষ্টা করে যা সম্ভব হয় না বুঝতে পারে সজলের মা।

কবিতা স্বামীর সাথে ইতালী চলে গিয়েছিল বিয়ের তিন মাসের ভেতর। বিয়ের দিনই তার সাথে শেষ দেখা রুনার। আজ এত বছর পর সে নিজের দেশে- নিজের বাবার বাড়িতে এসেছে। এসেই যখন শুনেছে রুনা এখানে আছে সে আর দেরি করেনি; সোজা রুনাদের বাড়ি উপস্থিত। পুরোনো সেই সইকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে কবিতা। তবে সে মনে মনে যতটা আনন্দ পেয়েছে ঠিক ততটাই দুঃখ পায় রুনার মুখ দেখে-শরীরের অবস্থা দেখে। "এ কী অবস্থা হয়েছে তোর!" রুনাকে উদ্দেশ্য করে বলল কবিতা।

রুনা মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল, "আমার কথা বাদ দে; তুই কেমন আছিস?"

"আমি তো বেশ ছিলাম। কিন্তু তোকে দেখার পরে কেন যেন সেই ভালটা উবে গেছে।"

"কেনরে আমার আবার কি হলো?"

"তুই সত্যি করে বলতো কী হয়েছে?"

"না; কিছু হয়নি। চল ঘরে চল।" বলে কবিতার হাত ধরে রুনা ঘরের ভেতরে নিয়ে খাটের ওপর বসায়।

"আচ্ছা সজল ভাইয়ের সাথে তোর কি কিছু হয়েছে?"

রুনা নিশ্চুপ, কোন কথা বলে না।

রুনাকে আলতো করে ধাক্কা দিয়ে কবিতা বলল, "কী রে, কিছু বললি না যে.."

ক্ষণেক আনমনা হয়ে গিয়েছিল রুনা। সম্বিৎ ফিরে পায় সে। বলল, "আছে।"

"আছে মানে? আমি কি বলেছি তুই কি বুঝতে পেরেছিস?"

রুনা আসলে কবিতার কথা খেয়াল করেনি। তাইতো বলল, "আবার বল।"

"বলছি সজল ভাইয়ের সাথে কি কিছু হয়েছে? আর ছেলে-মেয়ে....."

কবিতার কথা শেষ করতে না দিয়ে রুনা বলল, "আমি তিন বছর হলো সজলের ওখান থেকে চলে এসেছি।"

বিস্মিত কবিতা। বলল, "কেন?"

"সে অনেক কথা।"

"ছেলে-মেয়ে?"

"নারে হয়নি।"

"কী বলিস!"

"ডাক্তার-কবিরাজ কম দেখাইনি। কিছুতেই কিছু হয়নি।"

"শুনেছিলাম আমার বিয়ের কিছুদিন পরেই নাকি তোর বিয়ে হয়েছিল?"

"তুই ঠিকই শুনেছিলি।"

"তাহলেতো প্রায় পনের বছর হতে চললো।"

"হু; ওই রকম।"

"তাহলে এতদিন পর কী এমন হলো যে, একেবারে ছেড়ে চলে এলি? নাকি সে নিজেই তোর সাথে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করেছে?"

"না, তা করেনি। আমি নিজেই এসেছি। ভেবে দেখলাম, আর যাই হোক কোন চরিত্রহীন মানুষের সাথে সংসার করা সম্ভব নয়।"

বিস্ময় প্রকাশ করে কবিতা। বলল, "বলিস কী! সজল ভাইয়ার চরিত্রে সমস্যা! আমি দেখলেও বিশ্বাস করবো না।"

"আমিও তাকে দেবতার মত বিশ্বাস করতাম। কিন্তু সেদিন আমি যে প্রমাণ হাতে পেয়েছিলাম তাতে বিগত দিনগুলির সমস্ত বিশ্বাস আমার ধুলির সাথে মিশে গিয়েছিল।"

"সে তোকে আটকানোর চেষ্টা করেনি।"

"আমি তো তাকে না জানিয়েই বাড়ি থেকে চলে এসেছিলাম।"

"পরে তোকে কোনদিন নিতে আসেনি?"

"আসবে কীভাবে? এখানকার ঠিকানাতো সে জানেই না।"

"আমার মনে হয় তোর কোন একটা ভুল হয়েছে। আসলে বিয়ের আগে সজল ভাই সম্পর্কে তোর মুখে যত কথা শুনেছি তাতে আমার মনের ভেতরে সে দেবতা হয়ে আসন গেড়ে আছে আজো। আর তুই তার সাথে বারো বছর সংসার করেও চিনতে পারিসনি মনে হচ্ছে।

রাগান্বিত হয়ে ওঠে রুনা। বলল, "চিনতে পারিনি তাই না। অপেক্ষা কর, তোকে প্রমাণ দেখাচ্ছি।" বলে খাট থেকে উঠে সোকেচের ড্রয়ারের ভেতর থেকে একটা হলুদ খাম বের করে কবিতার হাতে দিয়ে বলল, "এই দ্যাখ, এর চেয়ে বড় প্রমাণ আমার আর কী কিছু দরকার আছে?"

কবিতা খামটা হাতে নিয়ে প্রাপকের ঠিকানার ওপর চোখ ফেলতেই চমকে ওঠে। এ যে তারই হাতের লেখা! সে তড়িঘড়ি ভেতর থেকে চিঠিটা বের করে সামনে মেলে ধরে। তার মনে পড়ে যায় ষোল/সতের বছর আগে ফেলে আসা এক ঈদের এক সপ্তাহ আগের কথা। রুনা হাতে মেহেদী লাগিয়েছিল। এদিকে পোস্ট অফিসে সেদিন চিঠি পোস্ট না করলে ঈদের আগে প্রাপকের কাছে পৌছাবে না। তখন রুনা কবিতাকে বলেছিল তার হয়ে যেন একটা চিঠি সজলকে লেখে। তাইতো রুনার কথামত কবিগুরুর শেষের কবিতার চারটি লাইন লিখে খামে ভরে পোস্ট করেছিল-

"যে আমারে দেখিবার পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালো মন্দ মিয়ায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি"

"এই কী তোর সেই প্রমাণ?" রুনাকে উদ্দেশ্য করে বলল কবিতা।

"কেন, তোর কাছে কিছু মনে হচ্ছে না?"

"তুই কি এই প্রমাণের কথা বলছিস?"

"কবিতা আমার আর ভাল লাগছে না। বাদ দেতো এসব কথা।" বিষয়টাকে অন্য দিকে ঘুরাতে চেষ্টা করে রুনা।

কবিতা বলল, "তুই এ কী করেছিস রুনা! মানুষ ভুল করে, তবে কারো ভুলের মাত্রা যে এত বেশি হয় তা তোকে না দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না।" কবিতার হঠাৎ এমন ব্যবহারে হতবাক রুনা। সে বলল, "তুই কি বুঝতে পারছিস, চিঠিটা কী ইঙ্গিত করছে?"

"আমার যা বোঝার বুঝেছি। তোর কি মনে আছে, একবার ঈদের দু'দিন আগে তুই হাতে মেহেদি লাগিয়েছিলি? শুকাচ্ছিল না মোটেও। এদিকে পোস্ট অফিস বন্ধের সময় হয়ে গিয়েছিল। তুই রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার বই এনে চারটি লাইন দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলি- আমি যেন তোর হয়ে সজল ভাইয়ের কাছে চিঠিটা লিখি।"

রুনার মুহূর্তে এক এক করে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেদিনের কথা। এতো সেই চিঠি! এতদিন ভালবাসার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে পরম যত্ন করে রেখেছিল সজল! অথচ সেই চিঠিটাকে ভুল বুঝে তাকে ফেলে গত তিন বছর এখানে রয়েছে! রাগে- লজ্জায় নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না সে। কেঁদে ওঠে। কবিতা তাকে থামানোর চেষ্টা করে না। কাঁদুক- মন ভরে কাঁদুক। কেঁদে কেঁদে হালকা হোক সে। মেয়ের কান্না শুনে রান্না ঘর থেকে তার মা ছুটে আসে।

মাকে দেখে তার কান্নার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়। সে মাকে জড়িয়ে ধরে অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকে।

"আমি যে সীমাহীন ভুল করেছি মা। এ ভুল আমি কিভাবে শুধরাবো?"

"কী হয়েছে মা তোর? এভাবে কাঁদছিস কেন?"

রুনা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "তোমার জামাইয়ের কাছে অনেকদিন আগে ওই চিঠি আমিই পাঠিয়েছিলাম। আজ মনে পড়েছে।"

"তোর চিঠি তুই চিনতে পারিসনি! তোর মতো হতভাগা আর কেউ নেই রে।"

"আমি বুঝতে পারিনি মা। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।"

"আমি তোকে বলেছিলাম, সজলের খোঁজ নে। সে এখানকার ঠিকানা জানে না। জানলে অবশ্যই চলে আসতো।"

"আমি এখন কী করবো মা? সে কী আমাকে ক্ষমা করবে?"

মেয়ের কান্না দেখে মা তার নিজের চোখ সংবরণ করতে পারে না। "চুপ কর মা। যে ভুল তুই করেছিস তার প্রায়শ্চিত্ত কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাছাড়া তোকে যে ফিরে যেতে বলবো তারও উপায় নেই। সে যে এতদিনে বিয়ে করে সংসার করছে না তাইবা বুঝবো কীভাবে?"

শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, "অমন কথা বলো না মা। সজল দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারে না। সে আমাকে ছাড়া কাউকে কোনদিন ভাবেনি- ভাবতেই পারে না।"

"এই বিশ্বাসটার মর্যাদা তুইতো দিস নি। আমি তোকে অনেকবার বুঝিয়েছিলাম, ফিরে যা তার কাছে। তুই আমার কোন কথা তখন রাখিস নি। যখন সবকিছু বুঝলি তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।"

"যতই দেরি হোক মা, সে অবশ্যই আমার আশায় পথ চেয়ে আছে।"

কবিতা এই পরিস্থিতিতে কী বলবে বুঝতে পারে না। সজল যে এতদিন বিয়ে করে নতুন সংসার শুরু করেনি তারইবা গ্যারান্টি কী? আর বিয়ে না করলে তার মনের মাঝে যে দাগ রুনা কেটে চলে এসেছে সে দাগ ভরাট করবে কী দিয়ে? রুনাকে এখন সে গ্রহণ করবে তার ভিত্তি কী? সে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে। ভাবনায় ছেদ পড়ে রুনার কথায়। "কবিতা আমি এখনি যাবো সজলের কাছে। আর এক মুহূর্ত ভুলের মাত্রা বাড়াবো না।" বলল রুনা।

"ধৈর্য্য ধর রুনা। একটু খোঁজ খবর নিলে হতো না...।"

"কিসের খোঁজ খবর?" চোখ মুছতে মুছতে প্রশ্ন করে রুনা।

"আসলে দিন কিন্তু অনেক পেরিয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক অনেক দেশের সরকারও পরিবর্তন হয়ে যায়। আর মন? সেতো ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হতেই থাকে।"

"তুই কি বলতে চাচ্ছিস?"

"বলছি, সে যে আবার বিয়ে করেনি, এ গ্যারান্টি পাচ্ছিস কোথায়? তাছাড়া এতদিন পরে সে যে তোকে গ্রহণ করবে তাই-ইবা ভাবছিস কিভাবে? তুই গেলে দূর দূর করে তাড়িয়েওতো দিতে পারে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রুনা বলল, "আমার বিশ্বাস আমাকে সে ফেরাবে না।" সে আর কথা না বাড়িয়ে ব্যাগে কাপড় চোপড় ভরে যখন ঢাকার উদ্দেশ্যে লঞ্চ ঘাটের দিকে রওনা দেয় তখন বিকাল পাঁচটা। আজ সারাদিন শ্রমিকদের দাবী আদায়ের লক্ষে লঞ্চ ধর্মঘট। লঞ্চঘাটে এসে বসে থাকে টার্মিনালে। লঞ্চ ছাড়তে ছাড়তে রাত ন'টা বেজে যায়। সারা রাত তার ঘুম আসে না। আকাশ-পাতাল ভাবনা তার মনকে গ্রাস করে নিয়েছে। একবার ভাবছে- সজল তাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হবে। আর একবার ভাবছে- তাকে সে গ্রহণ করবে না; দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে! আবার ভাবে, যদি সে আবারো বিয়ে করেই থাকে তাহলে সতীনের সাথে থাকা কী তার পক্ষে সম্ভব? নাকি বরিশালে ফিরে যাবে? শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়, সতীনের সাথে থাকতে হলেও সে থাকবে। কারণ ভুলতো তারই। সেজন্যে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তারই করতে হবে। ক্লান্তি আর অবসাদে তার চোখ বুজে আসে। সদরঘাটে যখন এসে লঞ্চ পৌঁছায় তখন সকাল সাতটা।

ঢাকার রাস্তায় যানজট খুব। বিশেষ করে সকালে আর বিকেলে এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এ সময় তিন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে কখনও কখনও এক দেড় ঘন্টাও লেগে যেতে পারে। যাইহোক, সদরঘাট থেকে সাভারে পৌঁছাতে রুনার এগারোটা বেজে যায়। এই শহরের অনেককিছু পরিবর্তন হয়েছে। নতুন করে তৈরি হচ্ছে দালান কোঠা। যেখানে সেদিন ছিল বুক সমান পানি সেখানে এখন স্কুল ঘর-হাসপাতাল ইত্যাদি!

বুক তার দুরু দুরু। কী হয়-কী হয়! এতদিনে সজলের নিশ্চয় শহরের মত পরিবর্তন হয়েছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেল টিপতেই ক্ষণেক পরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তার শাশুড়ী। সে রুনাকে দেখে স্বাভাবিকভাবে বলল, "বৌমা এসেছো?"

রুনা হাতের ব্যাগটা নিচে রেখে শাশুড়ীর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। বলল, "আপনি কেমন আছেন মা?"

তার শাশুড়ী মুখে উত্তর না দিয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

"আমি ভুল করেছি মা। আমাকে আপনি ক্ষমা করে দিন।" বলে কেঁদে ওঠে রুনা।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে তার শাশুড়ী। ক্ষীণ স্বরে বলল, "এসো, ভিতরে এসো।"

শাশুড়ীর কথায় রুনা ব্যাগ নিয়ে ঘরের ভেতরে যায়। সে মনে মনে পুলকিত। যেহেতু শাশুড়ী তাকে ঘরের ভেতরে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন তাহলে আর কোন চিন্তা নেই। রুনা ঘরের ভেতরে যেয়ে সোকেচের পাশে ব্যাগটা রেখে চারিদিকে একনজর তাকায়। না সব ঠিকঠাক আছে। কোন পরিবর্তন হয়নি। দু'এক জায়গায় মাকড়শায় জাল বুনেছে এই যা। যদি নতুন কেউ এই সংসারে আসতো তাহলে সব ঝকঝকে তকতকে থাকতো। তা নেই যখন তখন সজল বিয়ে করেনি সেটা নিশ্চিত সে।

"মা, আপনার ছেলে কোথায়? অফিসে গিয়েছে নিশ্চয়। জানিনা সে আমাকে ক্ষমা করবে কি না। সে যদি আমাকে ক্ষমা না করে তাহলে আমি মরেও শান্তি পাবো না।" চোখে তার পানি, মুখে তার কান্নার স্বর।

রুনার শাশুড়ী কোন কথা বলে না। এতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে ছিল; এবার সোফার ওপর যেয়ে বসে। পাশে যেয়ে বসে রুনা।

"মা আমাকে আপনি ক্ষমা করে দিন। সব ভুল আমার- সব দোষ আমার।" রুনার কথার কোন উত্তর না দেওয়ায় সে আবারো বলল, "মা আপনার ছেলে কোথায় গেছে বলছেন না যে..? এখনও কী আমার ওপর রাগ করে থাকবেন?"

তার শাশুড়ী আবারো দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। বলল, "বাইরে এসো।" সে খাটের ওপর বিছানো তোষক উল্টিয়ে তার তলা থেকে একটা ভাঁজকরা চিরকুট নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। রুনা তার পেছন পেছন। ঘরের দক্ষিণ পাশে যেয়ে দাঁড়ায়। আঙ্গুল উঁচিয়ে সামনে শিউলি তলায় নতুন একটি কবর দেখিয়ে বলল, "ঐযে, ঐ শিউলি তলায় ঘুমিয়ে আছে সজল- গভীর ঘুমে। আমার ছেলেটা তোমার জন্যে তীলে তীলে শেষ হয়ে গেল! কেন করলে তার সাথে এমন? কী ক্ষতি করেছিলাম আমরা তোমার? সেতো মৃত্যুর আগে জানতেও পারেনি তার অপরাধ কি ছিল! এই নাও, এটি তোমার জন্যে।" বলে চিরকুটটি রুনার হাতে দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সেখান থেকে চলে যায় সে।

রুনার ইতিমধ্যে চোখ ভরে গেছে জলে। বুক তার ফেটে যায় কষ্টে-নিঃশ্বাস যেন আর চলতেই চায় না। এখন-এই মুহূর্তটা নিজের আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে তার। কতটা দুঃখ-কতটা ব্যথা পেলে একটা মানুষ আর একটা মানুষের জন্যে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে পারে! সে বুঝতে পারে না তার কী এখন কাঁদা উচিৎ নাকি এখনও বেঁচে থাকা? রুনা নিশ্চুপ। কোন কথা বলে না। পিনপতন নীরবতায় সে যখন ঢলে পড়ে মাটিতে তখন কবরের নতুন মাটির সোঁদাগন্ধ নাকে আসে তার।

Need Tax Return?
Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...
TAX TIME AHEAD
QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE
FREE TAX RETURN ASSESSMENT
Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management Bookkeeping & Many more
CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND
bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING
OUR PARTNERS
Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW
Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW
Find us on Facebook
Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000
www.bfspartners.com.au

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING

ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

LOOKING TO SET UP AN SMSF?

Call 02 8041 7359

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET
High Quality professional services with a competitive price!

Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

DARWICH BUTCHERY

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস
Darwich Quality Meats

We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani

Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.

রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

- Goat $300
- Lamb $270
- Beef $350
- Whole lamb 6 way cut $210

Custer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

HALAL Certified

Phone Number: 9759 2603

শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603

Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

- 2 KG Beef Curry $17
- 2 KG Lamb/Goat Curry $ 25
- 3 Chicken (size 9-10) $15
- 5 KG Nuggets/Burger $50

Suprovat Sydney Copy Right Protected

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2023
Year-15
30

## সবাই কাঙ্গাল
### আয়শা সাথী

তুমি কাঙ্গাল, আমি কাঙ্গাল, কাঙ্গাল প্রতিজন
কেহ দেখ কায়ার কাঙ্গাল, কেহ খোঁজে মন।
কেহ খুঁজছে বিত্ত-বৈভব, কেহ খোঁজে মায়া
বৃদ্ধ খোঁজে অন্তঃ ক্ষরায় এক পর্শ ছায়া।

রাজা কাঙ্গাল রাজাশনের, রিক্ত খোঁজে টাকা
যতোই থাকুক ভূ-দখলে, জমিদার দেখে ফাঁকা।
অনাথ খোঁজে একটু আদর, রূপ কুমারী রূপ
জ্ঞানীজনে বিদ্যার কাঙ্গাল, তৃষিত খোঁজে কূপ।

বিকল মানুষ পূর্ণতার কাঙ্গাল, অন্ধজনে আলো
ভব মাঝে সবাই কাঙ্গাল- মন্দ কিংবা ভালো।
কাঙ্গাল হরি ঈশ্বর খোঁজে, রাসূলে খোঁজে রব
অন্তিম দিন'ই থামবে হয়তো সকল চাওয়ার কলরব।

## শঙ্খ স্মরণ
### আজিবুল সেখ

তোমাকে হারাবো ভাবিনি,
কারণ, তুমি হারাতে পারো না।
তোমার প্রেরণা নিভে যাবে ভাবিনি,
কারণ, এ প্রেরণা কখনও নেভার নয়।
তোমার প্রেরণাই তোমার অমরত্ব,
তোমার শঙ্খ ধ্বনি ধ্বনিবে
গ্রাম বাংলার সন্ধ্যাকাশে যুগে যুগে।
তুমি বাঁচবে আমাদের স্মৃতিপটে,
অমর হবে শঙ্খ তুমি
লাল পশ্চিম গগনে চন্দ্রিল টিপ হ'বে,
তুমি ছিলে তাই কবিতা আজও বাঁচে।
আমার প্রেরণা তুমি
তোমার লেখনী স্বপ্ন দেখায়,
আজও গভীর রাতে হাতছানি দেয়।
তুমি শঙ্খ অমর কবি.....
থাকবে তুমি চিরভাস্বর তরুণ মনে,
বাঁচবে তুমি, বাঁচবে সৃষ্টি,
হবে তুমি কালজয়ী, হবে অমরত্ব।

## দরদী দীর্ঘশ্বাস
### ফারজানা ইয়াসমিন

কাঁচের বিপরীতে আলোর মতো
করে যায় স্মৃতিরা খেলা- বেলা অবেলায়,
যতই দূরে সরে যায় ছায়া হয়ে
কায়ায় লেপটে থাকে মায়ায়।
স্মৃতিরা ঢুকে পড়ে রোদের মতো
সকালের অপ্রত্যাশিত ঝলক হয়ে,
পায়রার পালক যেন ছোঁয়া দিয়ে যায়
দরদী দীর্ঘশ্বাস জুড়ে নির্ঘুম রাতের কাব্য কুড়ায়ে।
মনের কার্নিশে লুটোপুটি খায় অব্যক্ত কথা
আনাদরে পড়ে থাকে রোদের মতো,
হৃদয়ের ঘরে অসংখ্য পরগাছা জন্ম নিয়েছে
বহুকাল যত্ন নেওয়া হয় না বলে স্যাঁতস্যাঁতে ক্ষত।

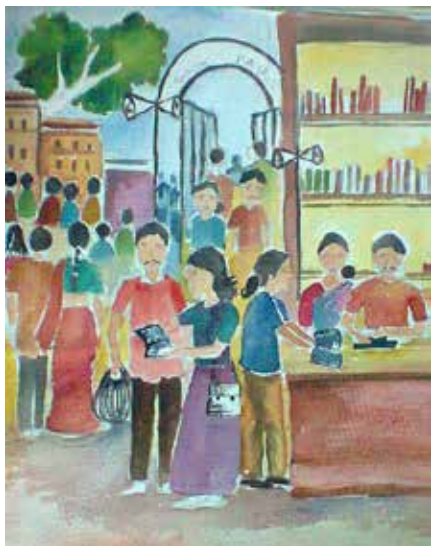

## গ্রন্থমেলা
### ইলিয়াছ হোসেন

গ্রন্থমেলা প্রাণের মেলা
প্রতি বছর আসে,
হৃদয় মাঝে হরষ নিয়ে
ফেব্রুয়ারি মাসে।

গ্রন্থমেলায় গিয়ে আমি
পাই যে বড্ড সুখ,
দীর্ঘ দিন পর দেখতে পারি
লেখক বন্ধুদের মুখ।

গ্রন্থমেলার স্টলে ঘুরে
রোমাঞ্চিত হই,
দু'হাত ভরে কিনি আমি
পছন্দের সব বই।

গ্রন্থমেলার ইতি আমায়
কষ্টের জলে ভাসায়,
কবে আসবে ফেব্রুয়ারি
থাকি সেই আশায়।

## অমর একুশে বই মেলা
### জসীম উদ্দীন শেখ

বই মেলা আসবে কবে?
মায়ের সঙ্গে মেলায় যেতে হবে
নতুন নতুন বই যাবে পাওয়া,
জ্ঞান সাগরের ভিড় দেখব ভবে।

আপুর কাছে নিত্যদিন জমানো টাকায়
এবার বইমেলায় কিনব বই বাংলা ভাষায়,
কত কবি, কত লেখক লিখছে দেশের কথা,
তাদের মত মানুষ হতে মা রয়েছে আশায়।

বিশ্ববাসী তোমাদের রইল আমন্ত্রণ
সঙ্গে নিয়ে যাব ভাই একুশে বইমেলা,
তবুও একবার এসো আমাদের দেশে
স্টল ঘুরে কিনব যে বই সেদিন সারা বেলা।

## শহীদদের আত্মার শান্তি
### বেলাল মাসুদ হায়দার

আবার এলো ফাগুন পলাশের বনে
রং ছড়ায়ে, রক্ত লাল রঙিন হয়ে
এমন এক ফাগুনে বাংলার রাজপথ
বুকের রক্তে লাল করেছিলো
বাংলার দামাল সন্তান-
রফিক, বরকত, শফিক, সালাম।

মায়ের ভাষা, মুখের ভাষা প্রাণের ভাষা-
যে ভাষায় রাখালিয়া বাঁশির সুর বাজে।
গাড়োয়ান গাড়ি টানে "ওকি গাড়িয়াল ভাই"
গান গেয়ে।
পাল তুলে মাঝি ভাওয়াইয়া গেয়ে নাও বায়-
যে ভাষায় "মা-মাগো" মধুর ডাক
প্রান জুড়ায়।

সেই ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য
তাদের বলিদান বৃথা যায়নি।
বাংলা আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষায় স্বীকৃত-
বাংলার জয়গান আজ সমগ্র বিশ্ব বিস্তৃত।
আজ সেই মহান শহীদ দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি-
"ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি।"

শহীদ মিনারে যেন বসেছে আনন্দের মেলা
যে যার মতো করে সবার আগে পুষ্পস্তাবক
দেবার ছলে- রঙে রঙিন হতে মুখর
এ যেন নয় শ্রদ্ধা জানানো; নিজেকে প্রদর্শনের মহড়া।
শহীদ ভাইয়েরা আমার কষ্ট পেয়োনা তোমরা-
আসবে নিশ্চই সুদিন; কোন এক প্রজন্ম
গর্জে উঠবে- পাবে প্রকৃত মর্যাদা এদিন।
তোমাদের আত্মারা সেইদিন শান্তিতে ঘুমাবে
সব আক্ষেপ ভুলে।

## আমার বর্ণমালা
### বিজন বেপারী

খোকার গালে চুমু যে খায়
আমার বর্ণমালা,
খুকির গলায় শোভা যে পায়
বাংলা ভাষার মালা।
আজ খুশিতে আমরা বাঁচি
পেয়ে মায়ের ভাষা,
ছোট্ট খোকা মাকে ডাকে
মধুর সুরে ঠাসা।
বাংলা মোদের আত্মারই ধন
অনেক কষ্টে কেনা,
যাঁদের রক্তে এলো ভাষা
তাঁদের কাছে দেনা।
বর্ণমালার কাছে মোদের
এই তো ছিলো চাওয়া,
আমার মায়ের মধুর সুরে
প্রাণেরই গান গাওয়া।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

## মাঘের শীত
### মাহবুব-এ-খোদা

মাঘের শীতে বাঘে কান্দে
প্রবাদ বাক্য কয়,
হিম বাতাসে ঠাণ্ডা লেগে
মুখটা মলিন হয়।

যায় না দেখা কোনোকিছু
বরফ জমা ঘর,
তীব্র শীতে গরীব-দুখীর
ভাগ্য করে পর।

বিত্তশালী মানুষ যারা
দাও বাড়িয়ে হাত,
শীত হবে না বস্ত্রহীনের
যন্ত্রণারই ফাঁদ।

তোমার দানে ওদের প্রাণে
উঠবে জেগে সুখ,
বস্ত্র গায়ে তাড়িয়ে দেবে
বাঘ কাঁদানো দুখ।

## পিঠার ঘ্রাণে
### নিলুফার জাহান

শীত সকালে মায়ের হাতে
সাজে পিঠার ডালা,
হরেক রকম পিঠার ঘ্রাণে
জিবে আসে লালা।

ধোঁয়া ওঠা ভাপা পিঠা
খেতে দারুণ□লাগে,
ক্ষীর ভরা পাটি সাপটায়
হৃদয়ে সুখ জাগে।

দুধচিতই, ফুলঝুরি আর ওই
রসের পিঠা পুলি,
পাকন পিঠা, নকশী পিঠার
স্বাদ কেমনে ভুলি।

খোলা পিঠা শাহি ভাপা
ভেজা খেঁজুর রসে,
কিযে মজা খেতে আহা!
চুলার পাশে বসে।

## রেশমি রুমাল
### নুশরাত রুমু

হিমে মোড়া শীতের ভোরে
বেঁধেছিলে মায়াডোরে
ভালোবাসার রেশমি রুমাল হাতে,
নিস্তব্ধ দুপুরবেলা
মনে কত স্মৃতির ভেলা
বেলাশেষে হাঁটি তোমার সাথে।

শূন্যতার পর্দা ছিঁড়ে
লক্ষ- হাজার লোকের ভিড়ে
বিবশ করা বিষণ্ণ সুর বাজে,
তাপ দগ্ধ ঘরের ছাদে
অপেক্ষার প্রহর কাঁদে
মন বসে না ঘরকন্নারই কাজে।

শঙ্কা চোখে অঙ্ক কষে
অবজ্ঞা সব দুয়ারে বসে
রুপালি চাঁদ হাতড়ে বেড়াই রাতে,
শৃঙ্খলিত মনের আবেগ
রৌদ্র মাঝে ঐ ছেঁড়া মেঘ
কিসের মন্ত্রে উল্লাসে আজ মাতে?

## চোখের আলো
### নন্দিনী আরজু রুবী

তোমার হারিয়ে যাওয়া শহরে
কংক্রিটের আস্তরন,
ঢেকে গেছে প্রাণহীন কথারা...
নিরস পাথুরে হৃদয় নিয়ে এই
নির্বিকার বেঁচে থাকা।

দৃষ্টির সীমানা আটকে
এক চিলতে নীল আকাশ,
জমে আছে স্মৃতি নীল নকশী চাদরে;
বিস্মৃতির অতলে যেন এক টুকরো ছবি...

বিবাগী দীর্ঘশ্বাস অলিগলি খুঁজে ফেরে,
রুদ্ধ পথের দহন,
অবশিষ্ট ভস্মীভূত ছাই।
আলোহীন দিনরাত্রি পাষাণ প্রাচীরে
লিখে যায় জটিল দুর্ভেদ্য লিপি।

এই যে আমি উদভ্রান্ত এলোমেলো
তোমায় ছুঁয়ে দেবো--
শুধু অন্ধ চোখে দৃষ্টি ফেরাবো বলে...

সব নিয়মের শিকল ভেঙে
ইরেজারে মুছে দিই দ্বিধাহীন
শত শতাব্দীর ইতিহাস।
তবুও খুঁজে চলি অনন্ত পথ, শুধু উপেক্ষার ভয়....।

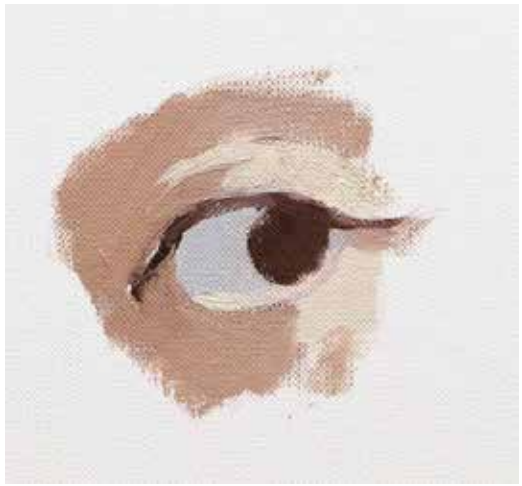

## বিদ্যা সুখের ছায়া
### সৈয়দুল ইসলাম

বিদ্যা ছাড়া এই ভুবনে
চলা ভীষণ দায়,
অন্ধকারে জীবন ঢাকে
পথ খুঁজে না পায়।

বিদ্যা ভাসে দুখ সাগরে
সুখের ছায়া হয়ে,
টাকা সম্পদ সব ক্ষয়ে যায়
বিদ্যা যে যায় রয়ে।

বিদ্যা হলো অমূল্য ধন
বুঝতে যেজন পারে,
সফলতার চাবিকাঠি
ঘিরে রাখে তারে।

বিদ্যা লাভের আশায় চলো
পাঠশালাতে যাই,
বিদ্যা নামের ফুলঝুরিতে
জীবনটা সাজাই।

## ইচ্ছে করে
### সোমা মুৎসুদ্দী

ইচ্ছে করে মেঘের দেশের
মেঘ পরীটা হই,
তুলোর মতো মেঘের ঘরে
মেঘের সাথে রই।

ইচ্ছে করে মেঘনা তিতাস
তিস্তা নদী হয়ে,
আপন মনে সারা বেলা
যাবো আমি বয়ে।

ইচ্ছে করে পাহাড় সাগর
নয়তো হবো ফুল,
এই পৃথিবীর মাটি মায়ায়
হবোরে মশগুল।

ইচ্ছে আমার অনেক হাজার
ইচ্ছে হবো তারা,
চাঁদের আলোয় জোছনা হবো
খুশিতে আত্মহারা।

## বর্ণমালার প্রেম
### সাজু কবীর

শাঁইশাঁই চাবুকের শব্দে লাল-ঝরনার গান
বাকযন্ত্রে আলপিন এফোঁড়ওফোড়, কণ্ঠে
চাপানো রাজ-পেশির জগদ্দল পাথর-তবুও
বুক ফেটে বিস্ফোরিত হয় ‘মা’ ‘মা’ শব্দবোমা---

এ কোন প্রেম! এ কোন প্রেম? প্রেম ছুটে
আসে প্লাকার্ডে প্লাকার্ডে,
মিছিলে মিছিলে;
উত্তাল ঝড়ের ভয়াল স্রোতে ভিজে ভিজে সে
মুষ্টি উত্তোলন করে:
‘এক দফা এক দাবি’ ‘বাংলা দিয়ে তবে যাবি’---

অতঃপর বায়ান্ন’র বন্ধুর প্রান্তরে এক যমুনা রক্তের
পললে আমার বর্ণমালা জেগে ওঠে, বুট-বুলেটের
দানবিক লাশের উপর ভাষার সুর তুলে উল্লাস করে
বাংলার মানবিক একুশ,
কল্লোলিত হয় পদ্মা মেঘনা যমুনার প্রান্তর---
এ কোন প্রেম! এ কোন প্রেম? প্রেম জাগ্রত থাকে
হৃদয়ে হৃদয়ে, নিষুপ্ত রাত্রিতে বাঙালির সিথানে---
হাজার বছর ধরে ধাবমান অশ্বের মতো এ পৃথিবীর
ধূলি উড়িয়ে চলে,

গেড়েছে কালজয়ী নিশান ভূগোল ও ইতিহাসে...

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney
Suprovat Sydney, March-2023, Volume-15, No-03 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au


# EXTRA CRISPY CHICKEN-LAKEMBA

FRESH

HAND SLAUGHTERED
HALAL CHICKEN

সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকানায়

| | |
|---|---|
| Wednesday | 11am–12:30am |
| Thursday | 11am–12:30am |
| Friday | 11am–02am |
| Saturday | 11am–02am |
| Sunday | 11am–12:30am |
| Monday | 11am–12:30am |
| Tuesday | 11am–12:30am |

হাতে জবাই করা মুরগি!

FUNCTION ROOM
UPSTAIRS FOR
PROGRAMS

TASTE NO COMPROMISE!

Address: 153 Haldon St, Lakemba NSW 2195. Mbl: 0432 180 247

BEST HOMEWARE & LIVING
RIZVIERA Your comfort is our priority

ITALIAN DESIGN AUSTRALIAN BRAND
DESIGNED FOR MODERN AUSTRALIAN HOME

(02) 9533 5332 or 0404 972 222 | sales01@besthomeware.com.au sales02@besthomeware.com.au | 1A/ 61 Norman street Peakhurst, NSW 2210

02 9533 5332

OUR PRODUCTS

- Mirror
- Wall Mixer
- Taps
- Kitchen Mixer
- Shower Set
- Kitchen Sink
- Bathroom Accessories
- Basins
- Bathtub
- Toilet
- Floorboard
- Vanities

সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকানায়

WEBSITE: WWW.BESTHOMEWARE.COM.AU